

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৪: সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়

প্রশ্ন ১ সেলিনা বেগম একজন নতুন উদ্যোক্তা। তিনি সমাজের পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেলিনা বেগম আরও চিতা করেন যে, যদি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেত, যেখানে কৃষকদের উন্নত ফসল জমা করে তা দিয়ে দুঃসময়ে সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা যাবে। [জ., দি., সি., ব., বো. ১৮। প্রশ্ন নং ৫; বৰাপ্রেছ সূচ মোহসুদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪]

- ক. 'Inn'- এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. দানশীলতাই ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের মূলভিত্তি— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. সেলিনা বেগমের গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উন্নীপকে ইঙ্গিতকৃত ছিতীয় প্রতিষ্ঠানটির তৎকালীন সময়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Inn'- এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো সরাইখানা।

খ দানশীলতা ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। প্রাচীনকালে সামাজিক বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো ধর্ম ও দর্শনের অনুপ্রেরণা থেকে। তাহাতা মানবতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধও বিশেষভাবে কার্যকর ছিল। এক্ষেত্রে দানশীলতা ছিল একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কেননা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দানশীলতাভিত্তিক বিভিন্ন কার্যকলাপকে মহান করে দেখা হতো। সেইসাথে এ ধরনের কাজকে পরকালের মুক্তির উপায় হিসেবেও বিবেচনা করা হতো। এর প্রেক্ষিতেই মানুষ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উন্নত হয়ে দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটায়।

গ সেলিনা বেগমের গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে ঐতিমখানা।

সাধারণত ঐতিম বলতে সেসব শিশুকে বোবায় যাদের মা-বাৰা উভয়ই কিংবা তাদের দুজনের একজন বেঁচে নেই। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধরনের ঐতিম ও অসহায় শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হয় তাকেই ঐতিমখানা বলা হয়। এখানে সাধারণত ৫ বছর বয়সী শিশুদের দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। সেই সাথে পূর্ণবয়স্ক বা ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত এদের ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

উন্নীপকের সেলিনা বেগমের প্রতিষ্ঠানও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান। উন্নীপকের সেলিনা বেগম সমাজের পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যা ঐতিমখানাকে নির্দেশ করছে।

ঐতিমখানা গঠনের কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। ঐতিমখানায় ঐতিম ও অসহায় শিশুদের আশ্রয় ও ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি এখানে ঐতিম শিশুদের সাধারণ, ধর্মীয় ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ঐতিমখানা ঐতিমদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা পায়। এছাড়া ঐতিমখানাগুলো শিশুদের ব্যক্তিগত ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। সেখানে ঐতিম শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা হয়। ঐতিমখানাগুলো সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা শেষে ঐতিমদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উন্নীপকে সেলিনা বেগমও সমাজের পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের জন্য ঐতিমখানা গড়ে তোলেন। যা এসব উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

ঘ উন্নীপকে ইঙ্গিতকৃত ছিতীয় প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে ধর্মগোলা। তৎকালীন সময়ে যার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

ধর্মগোলা হলো একটি খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় জমা রাখা হতো। অভাব বা দুর্ভিক্ষের সময় বিনা সুদে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হতো। তবে দুর্ভিক্ষ ছাড়াও ধর্মগোলা থেকে অভাবের সময় কৃষকদের বিনা সুদে ঝণ দেওয়া হতো। সেক্ষেত্রে শর্ত থাকতো প্রবর্তী মৌসুমে ফসল উঠলে তা পরিশোধ করতে হবে।

ত্রিতীশ শাসনামলে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে দুর্ভিক্ষ ও আপদকালীন খাদ্য সংকট মেটাতে ধর্মগোলা সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে ত্রিতীশদের শোষণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্টি জমিদারি প্রথার কুফল এবং বিশ্বযুক্তজনিত দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার লক্ষ্যে ধর্মগোলা গড়ে ওঠে। ধর্মগোলার মাধ্যমে অনাহারী ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষ আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা পেয়ে বিপদের সময় উপরূপ হতো। তবে শুধু দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের প্রাণ রক্ষার জন্যই নয়; গ্রাম্য মহাজনদের অত্যাচার প্রতিরোধেও এই ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করত।

উন্নীপকের সেলিনা বেগম ছিতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের চিতা করেছেন যেখানে কৃষকদের উন্নত ফসল জমা করে তা দিয়ে দুঃসময়ে সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা যাবে। এটি ধর্মগোলাকে ইঙ্গিত করছে। আর তৎকালীন সময়ে এ প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্র কৃষকদের রক্ষায় উপরোক্ষিতভাবে বুই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উন্নীপকে ইঙ্গিতকৃত ছিতীয় প্রতিষ্ঠান ধর্মগোলা অসহায় মানুষকে রক্ষা ও তৎকালীন দরিদ্র কৃষকদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ২ পিন্টু ও হেলাল সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাঠকর্মে নিয়োজিত আছে। তারা একটি সরকারি শিশু পরিবারের দায়িত্ব পেয়েছে। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলাপকালে তারা জানতে পারল যে, তিনি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করেছেন। শিশু পরিবারের মেট্রন কিন্তু সমস্যার কথা বললে তিনি তাকে অপারগতার জন্য বকাবকা করেন। শিশুদের বিশ্বজ্ঞানজনিত অপরাধের জন্য তিনি শান্তির ব্যবস্থা ও করলেন। পিন্টু ও হেলালের কাছে এগুলো অপ্রয়োজনীয় মনে হলো।

- ক. উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে সমাজকর্ম বিষয়টি কোন সাল থেকে চালু করা হয়? ১
- খ. পেশার ক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতি কথাটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উন্নীপকে তত্ত্বাবধায়কের জন্য যে বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক ছিল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তা বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. শিশুদের উন্নয়নে উন্নীপকে পিন্টু ও হেলালের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৪ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে সমাজকর্ম বিষয়টি চালু করা হয়।

ঘ যেকোনো পেশার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক স্বীকৃতি। কোনো কাজ কল্যাণমূলক ও দক্ষতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক স্বীকৃতি না পেলে সেটি পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে না। যেমন— লাইসেন্স বা সনদবিহীন ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি। সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমেই পেশা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া কোনো বৃত্তিকে পেশা বলা যাবে না।

গ. উদ্দীপকে তত্ত্বাবধায়কের সমাজকর্ম বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক ছিল। সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজকর্ম উদ্দেশ্যাভিক্রিক বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে কাঞ্চিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে পিন্টু ও হেলাল একটি সরকারি শিশু পরিবারে মাঠকর্ম অনুশীলন করছে। এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সাহিত্যে স্নাতকোভর করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব সম্পর্কে জানেন না। যে কারণে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন সমস্যার কথা খেট্টন তাকে জানালে তিনি তা সমাধান না করে বরং তাকে বকাবকা করেন। এছাড়া শিশুদের বিশ্বজ্ঞানিত অপরাধের জন্য তিনি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তত্ত্বাবধায়কের এ সব কাজ সঠিক নয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। কেননা সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয় শাস্তি নয় সংশোধনের মাধ্যমে মানুষের আচরণ পরিবর্তন করা যায়। এছাড়া সমাজকর্ম যে কোনো সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সমাজকর্মের এই জ্ঞানের আলোকে শিশু পরিবারটির তত্ত্বাবধায়ক তার প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। সেই সাথে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তা করেন নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের তত্ত্বাবধায়কের জন্য সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োজন ছিল।

ঘ. উদ্দীপকের শিশুদের উন্নয়নে সরকারি শিশু পরিবার তথা প্রতিমখানার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিমখানা অন্যতম। পিতৃ-মাতৃহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু, অসহায়, দুর্যোগ শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা যে প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাকে প্রতিমখানা বলে। এর মাধ্যমে একজন অনাথ ও অসহায় শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুন্দর পরিবেশে রেখে দেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। প্রতিমখানার মাধ্যমে শিশুদের পুনর্বাসন, বিবাহের ব্যবস্থা, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিকিৎসনের ব্যবস্থা করা হয়।

একজন প্রতিম শিশু যাতে উপযুক্ত শিক্ষা ও পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রতিমখানা কাজ করে। সেই সাথে প্রতিম শিশুদের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে বৃপ্তিশূন্য করে। উদ্দীপকের পিন্টু ও হেলাল মাঠকর্মের সময় সরকারি শিশু পরিবারে কাজ করছে। কিন্তু তারা দেখতে পায়, এখানে সামান্য সমস্যাতেই শিশুদের শাস্তির আওতায় আনা হয়। যা শিশুদের মানসিক বিকাশে প্রতিবন্ধিত সৃষ্টি করে ও মনো-দৈহিক উন্নয়নকে বাধা দেয়। সেই সাথে প্রতিমখানা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অথচ অসহায় এ সমস্ত শিশুর ঘর্থার্থ বিকাশের জন্য যত্ত্ব ও ভালোবাসা প্রয়োজন। যা নিশ্চিত করতে প্রতিমখানার বিকল্প নেই।

তাই বলা যায় যে, শিশুদের উন্নয়নে পিন্টু ও হেলালের সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা অপরিসীম।

গুরু ▶ ৩ রোকসানা আক্তার মেধাবী শিক্ষার্থী বলেই পরিচিত ছিলেন। তার গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না বলে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পেত না। বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা। কারণ মেয়েরা দূরে পড়তে গেলে পর্দা নষ্ট হবে। তাই রোকসানা নিজ বাড়ির সামনে একটি ছোট্ট ঘরে মেয়েদের শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন। আজ তার গ্রামের মেয়েরা শহরেও পড়তে যায়। তার সেই ছোট পাঠশালা আজ পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়। তিনি নিজেও ৯ ডিসেম্বর একটি পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন।

জ্ঞ. দি. সি. ক. বো ১৮/গ্রন্থ নং ১১/

ক. বিধবা বিবাহের সাথে কার নাম ওত্তোলনভাবে জড়িত? ১

খ. সামাজিক আন্দোলনের ফল হল সমাজ সংস্কার— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রোকসানার কাজের সাথে যে মহিয়সী নারীর কাজের মিল পাওয়া যায় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তার অবদান বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রোকসানার মতো আরো অনেকেরই এই কাজে এগিয়ে আসা জরুরি— এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

৩ নৎ প্রশ্নের উত্তর

ক. বিধবা বিবাহের সাথে ইষ্টরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম ওত্তোলনভাবে জড়িত।

খ. সমাজে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে প্রাথমিকভাবে তা সামাজিক আন্দোলনে বৃপ্ত নেয়।

সমাজে জৰাঞ্চিত ও ক্ষতিকর প্রথা দূর করতে প্রতিষ্ঠান, রীতিমুলক, বিশ্বাস মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ ধরনের সংস্কারের দায়িত্ব সমাজস্থিতৈষী ব্যক্তিবর্গ ও সরকারের ওপর ন্যস্ত হয়। আর এ সকল অবাঞ্চিত বা ক্ষতিকর অবস্থা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয়। এই সামাজিক আন্দোলনই সমাজ সংস্কারের পথকে প্রস্তুত করে।

গ. রোকসানার সাথে বেগম রোকেয়ার কাজের মিল পাওয়া যায়।

অবিভক্ত বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণপুরু লেখা আছে। তিনি আমৃত্যু নারী শিক্ষা, লিঙ্গের সমতায়ন ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়াবলিতে নারীদের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। উদ্দীপকের রোকসানাও যেন বেগম রোকেয়ার দেখানো পথেই হেঁটেছেন।

রোকসানার গ্রামের তৎকালীন অবস্থা বেগম রোকেয়ার সময়কার পরিস্থিতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। রোকসানা তার গ্রামের পশ্চাংপদ, নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। তাছাড়া নারীদের অবস্থার উন্নয়নে তিনি গ্রামে একটি মহিলা সমিতি ও স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে বেগম রোকেয়াও নারী শিক্ষার বিস্তারে ভূয়সী অবদান রেখে গেছেন। মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে তিনি ‘সাথাওয়াত মেমোরিয়াল গ্লৰ্স স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তাছাড়া তিনি নারীদের কল্যাণে ‘আঙ্গুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম’ নামক সমিতি গড়ে তোলেন। সুতরাং বলা যায়, সুলতানার কার্যক্রম আমাদেরকে বেগম রোকেয়ার কথাই মনে করিয়ে দেয়। যিনি নারীদের মুক্তি ও শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন।

ঘ. আমি মনে করি নারী শিক্ষার বিস্তারে রোকসানার মতো আরো অনেকেরই এগিয়ে আসা উচিত।

আমাদের দেশের নারীরা এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। কারণ এ দেশের অনেক মানুষই মনে করেন মেয়েরা ঘরে থেকে সংসার সামলাবে, সন্তান লালন-পালন করবে। তাদের পড়াশোনার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে মনে করেন মেয়েদের বিয়ে দিলে অনেকের বাড়ি চলে যাবে। তাই তাদেরকে বেশি পড়াশোনা শিখিয়ে লাভ নেই। এসব ভাস্তু ধারণার কারণে আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বাস্তিত হয়। এর ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে এ দেশের নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ যদি উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ না করে তাহলে দেশও পিছিয়ে পড়বে। এর জন্য নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। আর এ কাজের জন্য উদ্দীপকের রোকসানার মতো সমাজের সচেতন অংশকে এগিয়ে আসতে হবে।

উদ্দীপকে রোকসানা ক্ষুদ্র পরিসরে নিজৰ উদ্যোগে মেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে তার প্রচেষ্টায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে যায়। রোকসানার মতো সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের উচিত

নিজেদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহারের নারী শিক্ষা বিস্তারে কাজ করা। এছাড়া নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে। পরিবার ও সমাজের লোকদের নারী শিক্ষার বিস্তারে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বৃত্তি করতে হবে। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনে নারী শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রকাশ বাঢ়াতে হবে। নারী শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সভা-সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। এভাবে নারী-শিক্ষার প্রসারে গৃহীত কুমুদ কুমুদ প্রচেষ্টা একসময় দেশের নারী উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে বলা যায়, নারী শিক্ষার প্রসারে উদ্দীপকের রোকসানার মতো সমাজের সকল মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন ৪ সীতানাথ বসু এবং রিয়াজুল ইসলাম একই গ্রামের বাসিন্দা। ধার্মিক ও দানশীল হিসাবে উভয়েই গ্রামে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। জীবন সায়াহে এসে উভয়েই স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং জনকল্যাণের জন্য তাদের সম্পত্তির একটা বড় অংশ যে যার ধর্মতে আইনের সাহায্য নিয়ে দান করে দিলেন। উক্ত দানকৃত সম্পত্তির দ্বারা গ্রামে মন্দির, মসজিদ, বিদ্যালয়সহ নানা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো।

/চ. ব. রা. ক্ল. কো. ১৮/ গ্রন্থ নং ৫/

- | | | |
|----|---|---|
| ক. | প্রাক শিল্প যুগের সমাজকল্যাণ ধারার নাম কী? | ১ |
| খ. | দানশীলতা বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. | উদ্দীপকে সীতানাথ বসুর দান প্রথাটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো। | ৩ |
| ঘ. | উদ্দীপকে রিয়াজুল ইসলামের দান প্রথাটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাক শিল্প যুগের সমাজকল্যাণ ধারার নাম সন্তান সমাজকল্যাণ।

খ দানশীলতা বলতে শতহানিভাবে স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের কল্যাণে কোনো কিছু দান করার রীতিকে বোঝায়। দানশীলতা মানবপ্রেম থেকে সৃষ্টি একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। এটি সম্পূর্ণ ব্রহ্মপ্রণোদিত। তবে প্রত্যেক ধর্মই দুর্ম্মত ও অসহায়দের কল্যাণে ধনী বা সম্পদশালীদের দান করার জন্য উৎসাহিত করে। সুতরাং দানশীলতা হলো মানবপ্রেম থেকে সৃষ্টি একটি মহৎ গুণ, যা দুর্ম্মদের কল্যাণকে তুরাবিত করে।

গ উদ্দীপকে সীতানাথ বসুর দান দেবোত্তরের অন্তর্ভুক্ত।

দেবোত্তর হিন্দুধর্মের একটি সমাজকল্যাণ প্রথা। হিন্দুধর্ম মতে, দেবোত্তর হচ্ছে সৈশ্বরের বা দেবতার সম্পত্তি। অর্থাৎ ধর্মীয় উদ্দেশ্য কোনো সম্পত্তি উৎসর্গ করলে তাকে দেবোত্তর সম্পত্তি বলে। সন্তান সমাজকল্যাণ প্রথাগুলোর মধ্যে হিন্দু ধর্মের দেবোত্তর প্রথা অন্যতম। এটি মুসলমানদের ওয়াকফ প্রথার মতো একটি ব্রহ্মামূলক দান ব্যবস্থা। সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ, অনাথ আশ্রম ও মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেবোত্তর প্রথার সম্পত্তি উৎসর্গ করা হয়। এ প্রথা সাধারণত দু'ধরনের হয়। যথা- আংশিক দেবোত্তর এবং সার্বিক দেবোত্তর।

উদ্দীপকের সীতানাথ বসু হিন্দু ধর্মের অনুসারী। ধার্মিক ও দানশীল হিসেবে গ্রামে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। শেষ বয়সে এসে তিনি তার সম্পত্তির একটি বড় অংশ ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দান করেন। তার দানকৃত সম্পত্তি মন্দির প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। সীতানাথ বসুর এ দান পাঠ্যবইয়ের দেবোত্তর প্রথাকে নির্দেশ করছে।

ঘ সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবায় রিয়াজুল ইসলামের দান প্রথা অর্থাৎ ওয়াকফের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়াকফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বা সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় প্রতিষ্ঠানিকভাবে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন— দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা,

স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ প্রভৃতি স্থাপনে ওয়াকফের ভূমিকা অনবদ্য। ধর্মীয় চেতনাবোধ জাগরুক করে পরোপকার ও সেবামূলক কাজে ব্রহ্মী হওয়ায় ওয়াকফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওয়াকফকৃত সম্পদ প্রতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অসহায় ও দরিদ্রদের দান-ব্যবস্থাত করার মাধ্যমে তাদের অস্থানেতে নিরাপত্তা প্রদানেও ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াকফ-ই-খাইরি রীতিতে দরিদ্র, অসহায় মানুষের কল্যাণে সাধারণত সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়। এর ফলে সমাজের দুর্ম্মত ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধিত হয়। পাশাপাশি গরিব-আঞ্চলিক-স্বজন ও আশ্রিত ব্যক্তিদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে ওয়াকফ-ই-আহলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের রিয়াজুল ইসলাম একজন ধর্মপ্রাপ্ত মুসলমান হিসেবে নিজ সম্পত্তির একটি বড় অংশ ধর্মীয় এবং জনকল্যাণমূলক কাজে দান করেন। ইসলামি আইন অনুযায়ী তার দানকৃত সম্পত্তি মসজিদ, বিদ্যালয় ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে ব্যয় করা হয়। রিয়াজুল ইসলামের এ দানটি ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত। আর ওয়াকফ উপরোক্ষিতভাবে সমাজের কল্যাণে সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, সমাজের পক্ষাংসন ও অসহায় জনগণের কল্যাণে ওয়াকফ সম্পত্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ৫ ধনাত্য পরিবারের মেয়ে অতসী দেবনাথ। যাহা ধূমধামের সাথে তার বিয়ে হল আর এক ধনাত্য পরিবারের ছেলে অভিজিৎ সাহার সাথে। কিন্তু বছর না ঘূরতেই অতসীর স্বামী মারা যাওয়ায় তাকে বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে হল। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে মা-বাবা ও আঞ্চলিক-স্বজনের সহায়তায় কিছুদিনের মধ্যে অতসী শোক কাটিয়ে উঠলো। মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মা-বাবা পুনরায় সৎ ও যোগ্য পাত্র ইন্দ্রজিৎ এর সাথে মেয়েকে বিয়ে দিলেন। /চ. ব. রা. ক্ল. কো. ১৮/ গ্রন্থ নং ৫/ জাইজিল স্কুল এভ কলেজ, বাটিলিল, চকু।

- | | | |
|----|---|---|
| ক. | ভারতীয় উপমহাদেশে নারী জাগরণের অগ্রদৃত কাকে বলা হয়? | ১ |
| খ. | সমাজ সংস্কার বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. | উদ্দীপকের অতসী দেবনাথের সাথে ইন্দ্রজিৎ এর বিয়ে হবার ঘটনা ভারত উপমহাদেশের যে সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. | অক্টোবর শতাব্দীতে অতসীর স্বামী মারা গেলে তার যে ভয়াবহ পরিপন্থি হতো পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় উপমহাদেশে নারী জাগরণের অগ্রদৃত বলা হয় বেগম রোকেয়াকে।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়ামির বিশুদ্ধে কাজিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমজালজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মজালজনক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকের অতসী দেবনাথের সাথে ইন্দ্রজিৎ এর বিয়ের ঘটনাটি ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ভারতীয় উপমহাদেশের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম সমাজ সংস্কারক। তার প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ফসল হলো হিন্দু সমাজে বিধবা মেয়েদের বিবাহ প্রথার প্রচলন। তৎকালীন হিন্দু সমাজে অল্পবয়সী কিশোরীদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু স্বামী

মারা গেলে এ সব বিধবারা অমানবিকভাবে জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। কারণ এ সময় সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দুসমাজের এ প্রথা দৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দারুণভাবে আলোড়িত করে।

সমাজ থেকে এ সমস্যা দূর করার প্রচেষ্টায় দৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অশোক কুমার দন্তের মতো ব্যক্তিদের নিয়ে বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু করেন। ধীর ধীরে তার এ আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। অবশ্যে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই লর্ড ডালহৌসির সহয়তায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। আইনের বাস্তবায়নের জন্য দৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজের হেলেকে এক বিধবার সাথে বিবাহ দেন। তার এ কর্মকাণ্ড হিন্দু সমাজে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্থাপন করে। উদ্দীপকে অতসী দেবনাথের বিয়ের এক বছর হওয়ার আগেই তার স্বামী মারা যায়। পরবর্তীতে অতসীর বাবা তার ভবিষ্যত চিন্তা করে তাকে আবার বিয়ে দেন। অতসীর এই বিবাহের ঘটনা দৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৫ অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতসীর স্বামী মারা গেলে তাকে অমানবিক ও দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে হতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় হিন্দু সমাজে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। বরং যৃত স্বামীর সাথে একই চিতায় স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রচলন ছিল। এটি সে সময় সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত ছিল। তবে রাজা রামমোহনের রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হলে এ সমস্যা নতুন মোড় নেয়। সে সময় হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহও ব্যাপক প্রচলিত ছিল। বৎশের মান রক্ষার অঙ্গুহাতে অল্প বয়সেই মেয়েদের হিঁগুণ বয়সের পুরুষের সাথে বিয়ে দেওয়া হতো। ছিতীয় বিবাহের সুযোগ না থাকায় স্বামী মারা গেলে আজীবন তাদের বিধবা হয়ে থাকতে হতো। এছাড়া হিন্দু আইন অনুসারে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি ছিল না। এ কারণে হিন্দু বিধবারা পিতা বা ভাইদের সংসারে অথবা শশুরবাড়ি বা অন্য কোথাও মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হতো। অনেক সময়ে তারা নানারকম অসামাজিক কাজে জড়িত হতো। এমনকি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা পতিতাবৃত্তিতে সংশ্লিষ্ট হতো।

উদ্দীপকে অতসীর স্বামী মারা গেলে তাকে ছিতীয় বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু তার স্বামী যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারা যেত তাহলে সে আবার বিবাহ করতে পারত না। বরং তাকে তার বাবার বাড়ি অথবা শশুর বাড়ি বা অন্য কোথাও পরাধীন জীবনযাপন করতে হতো। আবার জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে সেও হয়তো কোনো অসামাজিক কাজে জড়িত হতে বাধ্য হতো। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতসীর স্বামী মারা গেলে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতো।

প্রশ্ন ▶ ৬ আলম সাহেব তার গ্রামে দীর্ঘদিন চলতে থাকা বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি বছর চেষ্টার ফলে তার গ্রাম থেকে বাল্যবিবাহ দূর হয়। /জ. বো, দি. বো, কু. বো, শ. বো, ছ. বো, সি. বো, ১৭/ প্রশ্ন নং ৫: সফিটার্সিং সরকার একাত্তোর্মী এবং কলেজ, পাজীপুর। প্রশ্ন নং ৬: শহী মধুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৭/

- ক. সতীদাহ উচ্ছেদ আইন কর্ত সালে প্রণীত হয়? ১
খ. বেগম রোকেয়া এত বিখ্যাত কেন? ২
গ. আলম সাহেবের কাজ সমাজকর্মের কোন প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কুসংস্কারমৃত সমাজ গড়তে উচ্চ প্রত্যয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সতীদাহ উচ্ছেদ আইন ১৮২৯ সালে প্রণীত হয়।

খ. বাংলার নারী জাগরণে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বেগম রোকেয়া এত বিখ্যাত।

বেগম রোকেয়া আমৃত্যু নারী শিক্ষা, লিঙ্গের সমতায়ন ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়াবলিতে নারী সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিজেকে

উৎসর্গ করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশে নারীশিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি তাঁর লেখা ও কর্মের মাধ্যমে নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন। বলা যায়, তাঁর হাত ধরেই বাংলার নারীরা মুক্তির আলোয় উদ্ভাবিত হয়েছে।

৭ আলম সাহেবের কাজ সমাজকর্মের ‘সমাজ সংস্কার আন্দোলন’ প্রত্যয়টির সাথে সম্পর্কিত।

যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার বা পরিবর্তন সাধন হয়, তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়। মূলত সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়ামির বিবুল্দ্ধে কাঞ্জিত সামাজিক পরিবর্তন। আর এরূপ পরিবর্তন সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে।

বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের অন্যতম সমস্যা। উদ্দীপকে আলম সাহেবের গ্রামেও এই সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। তিনি তার গ্রাম থেকে এই সমস্যা দূরীকরণে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি বছর চেষ্টার ফলে তার গ্রাম থেকে বাল্যবিবাহ দূর হয়। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি বাল্যবিবাহের বিবুল্দ্ধে ব্যাপকভাবে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো আলম সাহেবের প্রথমে সমাজ সংস্কারের অর্থাৎ বাল্যবিবাহ দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরপরই তিনি ধীরে ধীরে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সুতরাং তাঁর পরিচালিত আন্দোলনটি সমাজকর্মের প্রত্যয়সমূহ বিবেচনায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনেরই বাস্তব উদাহরণ।

৮ কুসংস্কারমৃত সমাজ গড়তে উচ্চ প্রত্যয় অর্থাৎ সমাজ সংস্কার আন্দোলন প্রধান নিয়ামক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা থেকে সামাজিক আন্দোলন পরিচালিত হয়। অর্থাৎ সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের মাধ্যমেই সমাজ থেকে নানা কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে সমাজের কাঞ্জিত পরিকর্তন সাধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক আন্দোলন ব্যক্তিত সমাজ সংস্কার কখনোই সম্ভবপর নয়।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় নানা ধরনের কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোড়ামির বিদ্যমান। মূলত অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। মানুষ যদি শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত না হয় তাহলে মানুষের মন কুসংস্কার হতে মুক্ত হতে পারে না। শিক্ষিত লোক সহজেই কুসংস্কারকে চিহ্নিত করতে পারেন এবং সমাজে এর কৃষ্ণ সম্পর্কে বুঝতে পারেন। তখন তাঁরা সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে কুসংস্কার দূর করতে উদ্যোগী হন এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ইতিহাসে এ ধরনের বহু দৃষ্টিত রয়েছে। রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ, দৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক বিধবা বিবাহ প্রচলন, বেগম রোকেয়ার নারীশিক্ষা আন্দোলন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। তাদের সাহসী ভূমিকার কারণে সমাজ থেকে নানা কুসংস্কার দূর হয়ে গেছে। উদ্দীপকেও আলম সাহেবের বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য পরিচালিত আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উপযোগিতা উপস্থাপিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রত্যয় অর্থাৎ সমাজ সংস্কারের আন্দোলন সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ সুলতানা একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়সে একজন কলেজ শিক্ষকের সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি তার স্বামীর সহযোগিতায় পড়াশোনা করেন এবং বিএ, বিএজ পাস করেন। সুলতানার গ্রামের অধিকাংশ মহিলা পশ্চাংপদ, নিরক্ষর এবং কুসংস্কারাজ্ঞ। তিনি তার গ্রামের মহিলা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন। তিনি তাদের সংগঠিত, শিক্ষিত এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি তার গ্রামে একটি মহিলা সমিতি এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

জ. বো, দি. বো, কু. বো, শ. বো, ছ. বো, সি. বো, ১৭/ প্রশ্ন নং ৯: শহী মধুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ১/

ক. ভাস্তু সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. সামাজিক আন্দোলন বলতে কী বোঝ?

২

গ. উদ্দীপকে সুলতানার কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের কোন বিষয়াত সমাজ সংস্কারকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে সুলতানার কর্মকাণ্ড কীভাবে সহায়তা করতে পারে? আলোচনা করো।

৮

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ত্রাস্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়।

খ. সামাজিক আন্দোলন বলতে এমন এক ধরনের মৌখিক প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয় যা সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অনাচার, কুসংস্কার ও গোড়ামির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন থেকেই সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়। সমাজ থেকে শোষণ-বঞ্চনা এবং প্রচলিত বিভিন্ন কু-প্রথা দূর করাই এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন না করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো সামাজিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। আর সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানা ধরনের সংস্কার সাধিত হয়।

গ. সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ. বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষিত, অধিকার-সচেতন ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সুলতানার কর্মকাণ্ড সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের দেশে নারীরা এখনও অবহেলিত এবং তাদের প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঢ়িত। এর অন্যতম কারণ হলো নারীশিক্ষার অভাব এবং অধিকার সম্পর্কে তাদের অসচেতনতা। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণে নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজের অধিকার রক্ষায় তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।

উদ্দীপকের সুলতানা নারীমুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছেন। তার কার্যক্রম নিজ গ্রামেই সীমাবন্ধ হলেও এর সফলতা সম্প্রতি বাংলাদেশের নারীসমাজের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে সুলতানা নিজের এলাকার নারীদের কুসংস্কার ও পশ্চাত্পদতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার এ ভূমিকা নারীমুক্তির জন্য আদর্শস্বরূপ। তাছাড়া সুলতানা তার গ্রামে মহিলাদের একটি সমিতি ও স্থাপন করেছেন যা নারীদের অধিকার সচেতন এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে। সারা দেশজুড়ে এ ধরনের নারী সংগঠন, সমিতি ইত্যাদি গড়ে তোলা হলে মেয়েরা আর পশ্চাত্পদ হয়ে থাকবে না। তারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নেও অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এভাবে সুলতানার কর্মকাণ্ড এ দেশে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, সুলতানার কর্মকাণ্ড উপরোক্তিভাবে বাংলাদেশের নারী সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ্রন্থ ▶ ৮ সুবর্ণপুর গ্রামের জর্কার সাহেব ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করেন। সাহায্যদানের ক্ষেত্রে তিনি কোনো বৈষম্য করেন না। তবে তিনি কর্মক্ষমদের সাহায্য না দিয়ে কাজের ব্যবস্থা করেন। /চ. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো., পি. বো. ১৭/ গ্রন্থ নং ১০; পাঞ্জিকেন সরকার একাত্তী এক কলেজ, পাঞ্জিপুর। গ্রন্থ নং ১; বান্দরবন আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, বুলনা। গ্রন্থ নং ১১; ইঙ্গরী মহিলা কলেজ, পাবনা। গ্রন্থ নং ৪; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। গ্রন্থ নং ১০।

ক. যাকাত কী?

১

খ. দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়— ব্যাখ্যা করো।

২

গ. জর্কার সাহেবের সেবা কার্যক্রম সমাজকল্যাণের কোন ধারাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. জর্কার সাহেবের সমাজসেবায় আধুনিক সমাজকর্মের উদ্দেশ্য গভীরভাবে লক্ষণীয়— বিশেষণ করো।

৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যাকাত হলো কল্যাণমূখ্য ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।
খ. দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়, তার্থাত দানশীলতার কিছু সীমাবন্ধতা রয়েছে। দান ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সেবামূলক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে দাতার উদ্দেশ্যই মুখ্য, প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রথা স্বাবলম্বন নীতিতে বিষ্ণবী নয়। ফলে এর মাধ্যমে মানুষের কর্মসূচা নষ্ট হয় এবং ব্যক্তি পরিনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এটি মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিপন্থী।

গ. জর্কার সাহেবের সেবা কার্যক্রম ঐতিহ্যগত বা সন্নাতন সমাজকল্যাণের অন্যতম ধারা দানশীলতাকে নির্দেশ করে।
প্রাক-শিল্পযুগের সময়ে গড়ে ওঠা বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সমাজসেবামূলক প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলো ঐতিহ্যগত বা সন্নাতন সমাজকল্যাণ নামে পরিচিত। সমাজকল্যাণের এ ধারা প্রধানত ধর্মীয় অনুশ্রান্ত ও মানবতাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। দানশীলতা সন্নাতন সমাজকল্যাণ ধারারই সবচেয়ে পুরনো এবং শক্তিশালী রূপ।

সাধারণভাবে শতাব্দীভাবে বৃত্ত ত্যাগ করে অন্যের কল্যাণে কোনো কিছু দান করার রীতিকেই দানশীলতা বলে। এটি সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও মানবপ্রেমের সর্বজনীন আদর্শই মানুষকে দানশীল হতে উদ্দৃষ্ট করে। দান প্রথার মাধ্যমে মানুষ ইহলোকিক প্রশান্তি এবং পারলৌকিক মুক্তি লাভের বাসনা চরিতার্থ করে।

উদ্দীপকের সুবর্ণপুর গ্রামের জর্কার সাহেব ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করেন। সাহায্যদানের ক্ষেত্রে তিনি কোনোরকম বৈষম্য করেন না। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি দানশীলতারই দৃঢ়ত্ব স্থাপন করেছেন।

ঘ. জর্কার সাহেবের সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে সন্নাতন সমাজকল্যাণের ধারা অনুসরণ করা হলেও এর মাধ্যমে আধুনিক সমাজকর্মের উদ্দেশ্যগত বাস্তবায়ন ঘটে।
সন্নাতন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের অসুবিধাপ্রস্ত, দুস্থ ও অসহায় শ্রেণির কল্যাণে গৃহীত যাবতীয় কার্যালয়কেই সমাজসেবা বলা হয়। কিন্তু আধুনিক ধারণায় সমাজসেবা হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠিত কার্যক্রমের সমষ্টি। এক্ষেত্রে দানশীলতা সন্নাতন পন্থতির মতো অপরিকল্পিত নয়।

জর্কার সাহেবের সাহায্য করার ক্ষেত্রে একটি বিষয় যুব প্রশংসনীয়। সেটি হলো তিনি কর্মক্ষমদের সাহায্য না দিয়ে তাদের কাজের ব্যবস্থা করেন। তার এই পদক্ষেপ সমাজকর্মের আধুনিক বৃপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ আধুনিক সমাজকর্মে পরিচালিত সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সন্নাতন সমাজকল্যাণের মতো অপরিকল্পিত বা অনিদিষ্ট নয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে এমনভাবে সাহায্য করা হয় যেন সে আঞ্চনিকরশীল হয় এবং নিজের সমস্যার নিজে সমাধান করতে পারে। কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তিকে অর্থ দান করার চেয়ে তাকে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া বা জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে তোলাই আধুনিক সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য।
উদ্দীপকের জর্কার সাহেবও একই কাজ করছেন।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জর্কার সাহেবের কর্মকাণ্ডে আধুনিক সমাজকর্মের উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

গ্রন্থ ▶ ৯ আলী আহমদ সাহেব সম্প্রতি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি অনেক টাকা পেনশন পান। এ টাকাই তার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্ভাবন। /চ. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো., পি. বো. ১৭/ গ্রন্থ নং ১১; বান্দরবন আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, বুলনা। গ্রন্থ নং ৮/ ইঙ্গরী মহিলা কলেজ, পাবনা। গ্রন্থ নং ৮।

ক. বায়তুল মাল কী?

খ. সামাজিক বিমা বলতে কী বোঝায়?

গ. আলী আহমদ সাহেবের পেনশন লাভ সমাজকর্মের কোন প্রত্যয়ের সাথে সান্দেশপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মানুষের জীবনে উক্ত প্রত্যয়ের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়তুল মাল বলতে ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন একটি সেবাধৰ্মী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেখানে বিভিন্ন উৎস হতে জনগুরুত্ব অর্থ ও সম্পদ রাষ্ট্রের ব্যয়ভারসহ জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয়।

খ সামাজিক বিমা বলতে কোনো ব্যক্তির স্বীয় সামর্থ্য ও দুরদৃষ্টির সাথেয়ে নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিজের ও তার পরিবারের ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের প্রাঙ্গালে আর্থিক নিরাপত্তার নিষ্ঠাতাকে বোঝায়।

সামাজিক বিমা ব্যক্তিকে আর্থিক অনিচ্ছাইনতা ও নিরাপত্তাইনতা থেকে রক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে। সামাজিক বিমার মধ্যে রয়েছে শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যৌথ বিমা ইত্যাদি। বর্তমানে সারাবিশ্বে এ ধরনের বিমা বেশ জনপ্রিয়।

গ আলী আহমদ সাহেবের পেনশন লাভ সমাজকর্মের অন্যতম প্রত্যয় সামাজিক নিরাপত্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আধুনিক সময়কালে কল্যাণরাষ্ট্রের ভূমিকায় ভূবর্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বর্তমানে কল্যাণরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান যেমন রাষ্ট্রীয় কর্তব্য তেমনি এরূপ নিরাপত্তা লাভ নাগরিকের অধিকারও বটে। উদ্দীপকের আলী আহমদ এ নিরাপত্তাই লাভ করেছেন।

প্রত্যেক মানুষকেই জীবনের শেষ পর্যায়ে বার্ধক্যের মুখোমুখি হতে হয়। তখন মানুষের কর্মসূচিতা লোপ পাওয়ায় জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের নিরাপত্তাইনতার সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের আলী আহমদও বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। তবে তাকে নিরাপত্তাইনতায় পড়তে হ্যানি। কারণ তিনি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে চাকরি শেষ হবার পরও পেনশন লাভ করছেন। এটি মূলত সামাজিক নিরাপত্তার একটি প্রকারভেদ সামাজিক বিমার অন্তর্ভুক্ত। চাকরিজীবীদের জন্য সরকারিভাবেই সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে এরূপ পেনশন প্রদানের বিধান রয়েছে; যাতে বার্ধক্যে তারা স্বচ্ছ জীবন কাটাতে পারে। তাই বলা যায় আলী আহমদের পেনশন লাভের বিষয়টির সাথে সমাজকর্মের অন্যতম প্রত্যয় সামাজিক নিরাপত্তার মিল রয়েছে।

ঘ মানুষের জীবনে উক্ত প্রত্যয়ের অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তার ভূমিকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে আধুনিক সমাজজীবনের বিভিন্ন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি যোকাবিলায় রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গৃহীত হয়। অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন, বিমা, শিশুকল্যাণ ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি মানুষের জীবনে এক ধরনের নিয়মতা বিধান করছে।

উদ্দীপকেও এই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকের আলী আহমদ চাকুরি থেকে অবসরের পর পেনশন হিসেবে অনেক টাকা পান যা তার বৃপ্তি বয়সের সম্মত। এ বিষয়টি সমাজকর্মের প্রত্যয় সামাজিক নিরাপত্তাকে নির্দেশ করছে।

আধুনিক শিল্প-সমাজে জীবনের সাধারণ ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক জীবনধারণের সাধারণ ঝুঁকির মধ্যে অসুস্থিতা, দুর্ঘটনা, প্রতিবন্ধিত, বেকারত, বার্ধক্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রত্যেক সদস্যকেই কোনো না কোনো সময়ে আকস্মিকভাবে এসব ঝুঁকির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মুগ্ধ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত মানুষ অক্ষম ও কমহীন হয়ে আকাল মৃত্যুবরণ করছে। এসব আকস্মিক ও শোচনীয় অবস্থা যোকাবিলা করে জীবনধারণের উপর্যুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা কেবল ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের উপায় নয়, এটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কার্যকর হাতিয়ার ও অন্যতম পূর্ণশৃঙ্খল।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের জন্য হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদ্দীপকে নির্দেশিত সামাজিক নিরাপত্তার ভূমিকা অপরিসীম।

প্ৰ ▶ ১০ সৈয়দ মোঃ নাসিম আলী পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তার মৃত্যুর আগে উইল করে তার সম্পত্তি তিন ভাগ করেন। একভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, আরেক ভাগ তার বংশধরদের দান করেন এবং বাকি অংশ ধর্মীয় কাজে দান করেন। এই দানকৃত সম্পত্তির আয় স্বারা দৃঢ়স্থ, এতিম অসহায়দের ভৱণ-পোষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ আরো অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

লা. নং: ব. নং ১৭/ অন ১১/

ক. যাকাত কোন শব্দ?

১

খ. ধর্মগোলা বলতে কী বোঝায়?

২

গ. সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর 'সম্পত্তি দান' কার্যক্রম কোন সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. দানকৃত সম্পত্তি কীভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো।

৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাকাত আরবি শব্দ।

খ ধর্মগোলা বলতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতিতে গৃহীত এক ধরনের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

ধর্মগোলা মূলত খাদ্যশস্য সংরক্ষণের পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় সংরক্ষণ করা হতো। পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষকের সময় সেখান থেকে কৃষকদের বিনাসুদে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হতো। দুর্ভিক্ষ ছাড়াও ধর্মগোলা থেকে অভাবের সময় কৃষকদের বিনাসুদে ঝণ দেওয়া হতো। মূলত দরিদ্র কৃষকদের সহযোগিতা করা ছিল ধর্মগোলা গঠনের মূল কারণ।

গ সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর 'সম্পত্তি দান' কার্যক্রম সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ওয়াকফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ওয়াকফ বলতে ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ বা আধিশিক সম্পত্তি স্থায়ীভাবে উৎসর্গ বা দান করাকে বোঝায়। এটি ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। এর সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত ভিত্তি রয়েছে। উদ্দীপকে নাসিম আলী তার সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে উক্ত আইনগত ভিত্তিই অনুসরণ করেছেন।

মোঃ নাসিম আলী তার সম্পত্তি উইল করে তিন ভাগে ভাগ করেন। একভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, আরেকভাগ তার বংশধরদের দান করেন এবং বাকি অংশ ধর্মীয় কাজে দান করেন। তার এই তিন ভাগকে যথাক্রমে ওয়াকফ-ই-খায়রি, ওয়াকফ-ই-আহলি এবং ওয়াকফ-ই-লিলাহ বলা যায়। যখন কোনো মুসলমান তার সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় জনহিতকর কাজে দান করে, তখন তাকে ওয়াকফ-ই-খায়রি বলে। অন্যদিকে, যখন কোনো দাতা ও ওয়াকফকারী নিজ বংশধর বা তার আর্থীয়-ব্রজনের কল্যাণে সম্পূর্ণ বা আধিশিক সম্পত্তি দান করে তখন তাকে ওয়াকফ-ই-আহলি বলে। আর এই দান যদি কোনো ধর্মীয় কাজে করা হয় তবে তাকে বলা হয় ওয়াকফ-ই-লিলাহ। উদ্দীপকে এ তিন ধরনের ওয়াকফ সুস্থিতরূপে প্রতীয়মান হয়। এ প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর কাজের সাথে ওয়াকফের সাদৃশ্য আছে।

ঘ ওয়াকফের মাধ্যমে দানকৃত সম্পত্তি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবায় ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াকফ মানবকল্যাণের লক্ষ্যে বৈষম্যিক সহায়তা ও দানকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেয়। অর্থাৎ ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাণ আয় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-শৃঙ্খলা মাফিক সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়। এর ফলে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

উদ্দীপকে মোঃ নাসিম আলীর ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় স্বারা দৃঢ়স্থ, এতিম ও অসহায়দের ভৱণ-পোষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ আরও অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে সার্বিক আর্থ-

সামাজিক উন্নয়ন অবশ্যই প্রভাবিত হবে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন— দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা, স্কুল-কলেজ, রাস্তাধাট, পুল নির্মাণ প্রতি স্থাপনে ওয়াক্ফের ভূমিকা অন্বয়। ওয়াক্ফবৃত্ত সম্পদ প্রতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অসহায় ও দরিদ্রদের দান-খয়রাত করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানেও ওয়াক্ফের গুরুত্ব অন্বীকার্য। এর ফলে সমাজের দুর্ঘ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধিত হয়। আর এভাবেই সমাজের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থারও ইতিবাচক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জনকল্যাণের নানা পথ উন্মোচনের মাধ্যমেই ওয়াক্ফ সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন ১১ শিল্প বিপ্লব মানুষকে যেমন দিয়েছে প্রাচুর্য ও বিলাসিতা, ঠিক তেমনি দিয়েছে অসুস্থিতা, দুঃটিনা, বেকারত ও অক্ষমতাজনিত নির্ভরশীলতা। আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঐ সমস্ত লোকদের প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আবার নাগরিকগণ তাদের অসহায় ও বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নিজেরাও পরিকল্পিতভাবে কর্মসূচির আওতায় আসে।

বালো, ব. লো. ১৭। গ্রন্থ নং ৭।

- ক. এতিমখানা কী? ১
- খ. বায়তুল মাল কেন গঠিত হয়েছিল? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে কোন কল্যাণমূলক কর্মসূচির ইঙ্গিত দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকগণ নিজেরা কীভাবে দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবেলা করে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এতিমখানা হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে পিতৃবীন বা পিতৃ-মাতৃবীন এবং নির্ভরশীল, দুর্ঘ ও অসহায় শিশুদেরকে লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

খ রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বায়তুল মাল গঠিত হয়েছিল।

বায়তুল মাল বলতে ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা সরকারি তহবিলকে বোঝায়। এটি মূলত জনকল্যাণের লক্ষ্যে গঠিত একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান। খোলাকায়ে রাশেদীনের সময় থেকে বায়তুল মালের অর্থ ও সম্পদ দুর্ঘ নিরাশ্রয় ও বিপন্ন জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হতো এবং পজু, দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা প্রদান করা হতো। মূলত, জনকল্যাণই ছিল বায়তুল মাল গঠনের মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজসেবা কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

আধুনিক সমাজে জীবনের সাধারণ ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনযাপনের সাধারণ ঝুঁকির মধ্যে আকস্মিক দুঃটিনা, অসুস্থিতা, বেকারত, বার্ধক্য প্রতি উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রত্যেক সদস্যেরই কোনো না কোনো সময়ে এসব ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব বিপর্যয় মোকাবিলা করে জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমাদের সমাজের অসুস্থিতা, দুঃটিনা, বেকারত, অক্ষমতাজনিত নির্ভরশীলতা প্রতি সমস্যার কথা বলা হয়েছে, এসব সমস্যা মোকাবিলায় সরকার বা রাষ্ট্র কর্তৃক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। আর এ ধরনের কর্মসূচি মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্যই গৃহীত হয়। সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী, আধুনিক শিল্প সমাজের অসুস্থিতা, বেকারত বার্ধক্যজনিত নির্ভরশীলতা, পেশাগত দুঃটিনা প্রতি মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহিকৃত বিপর্যয় মোকাবিলায় সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি ই সামাজিক নিরাপত্তা। উদ্দীপকে আলোচ্য কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকেরা নিজেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলায় সচেতন হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে একটি দেশের নাগরিকদেরকে আকস্মিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলায় সক্ষম করে তেলা। রাষ্ট্র কর্তৃক এই কর্মসূচি গৃহীত হলেও সকল নাগরিকের উচিত এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং নিজেদেরকে পরিকল্পিত কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা। যেকোনো দুর্যোগ বা বিপর্যয় মোকাবিলায় সচেতনতার কোনো বিকল নেই। বিশেষ করে আধুনিক শিল্প সমাজে যে সকল আকস্মিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয় সেগুলো থেকে বাঁচতে নাগরিক সচেতনতা অপরিহার্য। একেত্রে সরকার কর্তৃক নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রচলিত রয়েছে। এ সকল কর্মসূচি সম্পর্কে সম্মত ধারণা অর্জন করে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা প্রত্যেক নাগরিকেরই উচিত। নিজেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন না হলে এবং তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি না রাখলে দুর্যোগ বা বিপর্যয় মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সে অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দুর্যোগ বা বিপর্যয় মোকাবিলায় অন্বীকার্য।

পরিশেষে বলা যায়, নাগরিকগণ সচেতন হলে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করলে খুব সহজেই আলোচ্য বিপর্যয় সামাল দেওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ২২ ২২ বছর বয়সে নারায়ণপুর গ্রামের রহিমার স্বামী মারা যায়। সামাজিক কুসংস্কার ও মানবিধি প্রতিবন্ধকতার কারণে তার পুনরায় বিবাহ হচ্ছিল না। রহিমার বয়স যখন ৩০ বছর তখন গ্রামের আবুর রব মাস্টার নামে এক শিক্ষিত ও ধনাচ্য ব্যক্তি তার ৩০ বছরের ছেলে গিয়াসের সাথে বিধবা রহিমার বিয়ে দেন। এতে বাবা, ছেলে ও রহিমা খুশ থাকলেও তাদেরকে সামাজিকভাবে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

(সকল লোড ২০১৬। গ্রন্থ নং ৮।)

- ক. বায়তুল মাল কী? ১
- খ. সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের পার্থক্য লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবুর রব মাস্টারের ছেলেকে বিবাহ করানোর ঘটনার সাথে কোন সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের নিরক্ষরতা ও বাল্যবিবাহ প্রথা দূরীকরণে উদ্দীপকের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়তুল মাল হলো ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা সরকারি তহবিল।

খ সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের মধ্যে কর্মপরিধি ও কর্ম প্রক্রিয়ার দিক থেকে পার্থক্য সংক্ষ করা যায়।

সমাজকল্যাণের বৃহৎ পরিধিতে পেশাদার, অপেশাদার এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অগ্রাতিষ্ঠানিক সেবাকর্মও স্থান পায়। কিন্তু সমাজকর্ম বলতে কেবল পেশাদার ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবাকর্মকে বোঝায়। আবার সমস্যা সমাধানে সমাজকল্যাণের নিজস্ব কোনো পদ্ধতি নেই। কিন্তু সমাজকর্মের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। তাছাড়া সমাজকল্যাণে তাদ্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অপরিহার্য না হলেও সমাজকর্মে তা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আবুর রব মাস্টারের ছেলেকে বিবাহ করানোর ঘটনার সাথে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মিল রয়েছে।

ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) একজন সফল শিক্ষাবিদ ও মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তার প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ফসল হলো তৎকালীন হিন্দু সমাজে বিধবা মেয়েদের পুনরায় বিবাহ প্রথার প্রচলন। তিনি হিন্দু সমাজের ধর্মীয় গোড়ামী, কঠোর বর্ণবিশেষ্য, কুসংস্কার ও কু-প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে

তোলেন। সেই সাথে হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলনের মাধ্যমে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সরবর।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুর রব মাস্টার নিজের ছেলেকে একজন বিধবার সাথে বিবেহ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সামাজিক কৃ-পথার বিবুল্যে অবস্থান নিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বিধবা বিবাহ পথার প্রচলনের জন্য তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের সাথে লড়াই করেছিলেন। তার সময়ে হিন্দু বিধবারা পুনরায় বিবাহ করতে পারত না। ফলে তারা পিতা বা ভাইয়ের সৎসারে অথবা শশুরবাড়ি বা অন্য কোথাও মানবতের জীবনযাপনে বাধ্য হতো। তাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এগিয়ে আসেন। তার একক প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। এর মাধ্যমে বিধবাদের পুনরায় বিবাহের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই আইন বাস্তবায়নে তার হেলে নারীয়গচ্ছকে জনৈক বিধবার সাথে বিবাহ দেন। উদ্দীপকের ঘটনাটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

৪ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সচেতনতা ও অন্যায় না মানার মনোভাব জনগণের মাঝে জাগ্রত হলে বাংলাদেশে থেকে নিরক্ষরতা ও বাল্যবিবাহ পথ দূর করা সম্ভব।

যেকোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানে সচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার সময়ে সমাজে সংস্কারের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির কাজটি করেছিলেন। এ কাজ করতে শিয়ে তাকে প্রভাবশালীদের সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই পিছপা হননি। বর্তমানে বাংলাদেশের নিরক্ষরতা ও বাল্যবিবাহের মতো সমস্যার সমাধানে তার আদরশই অনুসরণীয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে নিরক্ষরতা ও বাল্যবিবাহ অন্যতম। এ সমস্যাগুলোর সমাধানে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তার এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শিক্ষার প্রসারে বেশি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। সেই সাথে সবাইকে শিক্ষার সুফল সম্পর্কে অবগত করতে হবে। আবার বাল্যবিবাহ দূরীকরণে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তৎকালীন সময়ে জনগণকে বাল্যবিবাহের নেতৃত্বাত্মক দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন। তার মতো আমাদেরকেও এ ব্যাপারে গণআনন্দলন গড়ে তুলতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে নিরক্ষরতা ও বাল্যবিবাহ সমস্যা সমাধানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের অনুসরণ কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ১৩ সাহানা হায়াত একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়সে একজন কলেজ শিক্ষকের সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি তার স্বামীর সহযোগিতায় পড়াশোনা করেন এবং বি এ, বি এড পাস করেন। সাহানা হায়াতের গ্রামের অধিকাংশ মহিলা পশ্চাংপদ, নিরক্ষর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তিনি তার গ্রামের মহিলাদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন। তিনি তাদের সংগঠিত, শিক্ষিত এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেষ্টা করেন। এলক্ষ্যে তিনি তার গ্রামে একটি মহিলা সমিতি এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

/জাইতুনাল স্কুল এচ্ছ ক্ষেত্র, মাতিকিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬/

ক. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১

খ. ধর্মগোলা বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্দীপকের সাহানা হায়াতের কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের কোন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে সাহানা হায়াতের কর্মকাণ্ড কীভাবে সহায়তা করতে পারে? আলোচনা কর।

৪

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়।

খ. ধর্মগোলা বলতে ত্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতিতে গৃহীত এক ধরনের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে বোঝায়। ধর্মগোলা মূলত বাদ্যশাস্য সহরক্ষণের পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে বাদ্যশাস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় সংরক্ষণ করা হতো। পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষের সময় সেখান থেকে কৃষকদের বিনাসুদে বাদ্যশাস্য সরবরাহ করা হতো। দুর্ভিক্ষ হাড়াও ধর্মগোলা থেকে অভাবের সময় কৃষকদের বিনাসুদে ঝণ দেওয়া হতো। মূলত দরিদ্র কৃষকদের সহযোগিতা করা ছিল ধর্মগোলা গঠনের মূল কারণ।

গ. নারী উন্নয়নে অবদান রাখার দিক থেকে উদ্দীপকের সাহানা হায়াতের কর্মকাণ্ড বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অবিভক্ত বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদৃত হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান লেখা আছে। তিনি আমৃতা ন্যারীশিক্ষা, লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা, ধৰ্মীয় ও সামাজিক গোড়াগু দূর করা এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে নারীদের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। উদ্দীপকের সাহানা ও বেগম রোকেয়ার দেখানো পথেই হেঁটেছেন।

সাহানার পারিবারিক ইতিহাস ও প্রাথমিক জীবন বেগম রোকেয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে তাদের দুজনের মধ্যে মূল সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় নারী, মুক্তির জন্য কাজ করার মাধ্যমে। সাহানা তার গ্রামের পশ্চাংপদ, নিরক্ষর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীদের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। তাছাড়া নারীদের অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য একটি মহিলা সমিতি ও স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে বেগম রোকেয়াও নারী শিক্ষার বিষ্টারে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে তিনি ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’ এর যাত্রা শুরু করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তাছাড়া রোকেয়া নারীদের কল্যাণে ‘আঙ্গুমালে খাওয়াতীনে ইসলাম’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সুতরাং বলা যায়, সাহানার কার্যক্রম আমাদেরকে বেগম রোকেয়ার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ. বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষিত, অধিকার-সচেতন ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা জরুরি। আর তা করার জন্য সাহানা হায়াতের কর্মকাণ্ড সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের দেশে নারীরা এখনও অবহেলিত এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন। এর অন্যতম কারণ হলো নারীশিক্ষার অভাব এবং অধিকার সম্পর্কে তাদের অসচেতনতা। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণে নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজের অধিকার রক্ষায় তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।

উদ্দীপকের সাহানা হায়াত নারীমুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছেন। তার কার্যক্রম নিজ গ্রামেই সীমাবন্ধ হলেও এর সফলতা সমগ্র বাংলাদেশের নারীসমাজের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে সাহানা হায়াত নিজের এলাকার নারীদের কুসংস্কার ও পশ্চাংপদতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার এ ভূমিকা নারীমুক্তির জন্য আদর্শস্বরূপ। তাছাড়া সাহানা তার গ্রামে মহিলাদের একটি সমিতি ও স্থাপন করেছেন যা নারীদের অধিকার সচেতন এবং অধিবেতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে। সাবা দেশজুড়ে এ ধরনের নারী সংগঠন, সমিতি ইত্যাদি গড়ে তোলা হলে মেয়েরা আর পশ্চাংপদ হয়ে থাকবে না। তারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নেও অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সুতরাং সাহানার কর্মকাণ্ড এ দেশে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, সাহানার মতো সবাই আন্তরিকভাবে সাথে এগিয়ে এলে বাংলাদেশের নারী সমাজের উন্নয়নের কাজটি সহজ হবে।

প্রশ্ন ▷ ১৪ চেয়ারম্যান সামাদ অত্যন্ত দয়ালু ও সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় পরিচিত। তিনি প্রতিদিন ডিক্ষুকদের টাকা দেন, রাস্তায় পড়ে থাকা শিশুদের হাতে কাপড় ও খাবার তুলে দেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করেন। পক্ষান্তরে তার স্ত্রী রেবেকা একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত। তিনি মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ দানসহ, ত্রিভিধ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

(নটোর তেম অন্তর্জ, চাকা) | প্রশ্ন নং ৫/

- | | |
|---|---|
| ক. দানশীলতার সংজ্ঞা দাও। | ১ |
| খ. ওয়াক্ফ-এর ধারণা ব্যাখ্যা কর। | ২ |
| গ. সামাদ সাহেবের কাজের ধরনটি চিহ্নিত করে আলোচনা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সামাদ ও রেবেকার কাজের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দানশীলতা বলতে শাত্রুভাবে স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের কল্যাণে কোনো কিছু দান করাকে বোঝায়।

খ 'ওয়াক্ফ' একটি আরবি শব্দ; যার বাংলা অর্থ হলো আটক। এখানে আটক বলতে সম্পত্তির মালিকানাকে আটক করা এবং সেই আটককৃত সম্পত্তি দরিদ্রদের দান করা বা কোনো উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে বোঝায়। ওয়াক্ফ বলতে ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ স্থায়ীভাবে উৎসর্গ বা দান করাকে বোঝায়। ওয়াক্ফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। এর সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত ভিত্তি রয়েছে। সাধারণত ইসলামি আইন মোতাবেক ওয়াক্ফ সম্পত্তি প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের সামাদ সাহেবের কাজের ধরনটি ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করেছে।

প্রাক শিল্প যুগের বিচ্ছিন্ন ও সংগঠিত সমাজসেবা প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলো ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রথা বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণার্থে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে যে মানবপ্রেম প্রকাশ পায় তাই ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণের অঙ্গভূত। সম্পদশালী ও মানবহিতৈষী দানশীল ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর অপরিকল্পিত সাহায্য প্রদানও ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণের অঙ্গভূত।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, চেয়ারম্যান সামাদ সাহেব ডিক্ষুকদের টাকা, ছিম্মুল শিশুদের খাবার ও কাপড় এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ-সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেন। তিনি যেসব সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেন। তা নিঃশর্তভাবে অপরের কল্যাণে স্বত্ত্ব ত্যাগ করেই দান করেন তিনি সম্পদশালী ব্যক্তি হিসাবে সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সংগঠনের মাধ্যমে বা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রদান করেন না। বরং তার ইচ্ছার উপর এ সাহায্য নির্ভর করে। অক্ষম ব্যক্তি অর্থাৎ ডিক্ষুক, অনাথ পথশিশু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সামাদ সাহেব স্বত্ত্ব ত্যাগ করে যথাসম্ভব সাহায্য সহযোগিতা ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণকে তুলে ধরে। এ কারণে সামাদ সাহেবের কাজটি ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ উদ্দীপকের সামাদ সাহেবের কাজটি ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের দান প্রথা এবং রেবেকার কাজটি আধুনিক সমাজকল্যাণকে নির্দেশ করে, যাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ধর্মীয় অনুশুলন ও মানবতাবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত বদান্যতা নির্ভর যেসব সমাজকল্যাণমূলক প্রথা-প্রতিষ্ঠান প্রাচীনকাল হতে পরিচালিত হয়ে আসছে সেগুলোকে ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ বলা হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে দান, ঐতিমুখ্য, দেবোন্তর লজ্জারখনা প্রভৃতি। আর সমাজে বিবাজমান যেকোনো প্রকার সমস্যার সমাধান করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই আধুনিক সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য।

উদ্দীপকের সামাদ সাহেব নিঃশর্তভাবে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। কিন্তু তার স্ত্রী রেবেকা আন্তর্জাতিক সংস্থার হয়ে মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করেন। সামাদ সাহেবের কাজটি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এবং করুণা নির্ভর আর্থিক সাহায্যদানের মাধ্যমে সমস্যার সামাজিক সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এটিই ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণকে তুলে ধরে। পক্ষান্তরে, রেবেকার কাজটি ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসে তার সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশের জন্য পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক সমাজকল্যাণ সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সমস্যামূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। তাই রেবেকার কাজটি আধুনিক সমাজকল্যাণের মধ্যে পড়ে।

উপরের আলোচনা বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণ ও আধুনিক সমাজকল্যাণের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষণীয় এবং আধুনিক সমাজকল্যাণ অধিক শক্তিশালী ও কার্যকর।

প্রশ্ন ▷ ১৫ ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও মহামারি প্রতিরোধে একটি সামাজিক শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়। এ শস্যভাণ্ডার স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে সরকারি সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে জনগণ নিজস্ব সম্পদ দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ সহায়তা ও বিনাসুন্দে খণ্ড বিতরণ করে মহাজন শোষণ-বঞ্চনা থেকে প্রাতিক চাষিদের রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(নটোর তেম অন্তর্জ, চাকা) | প্রশ্ন নং ৬/

- | | |
|---|---|
| ক. সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে কয়তাগে ভাগ করা যায়? | ১ |
|---|---|

- | | |
|------------------------------|---|
| খ. সমাজ সংস্কারের ধারণা দাও। | ২ |
|------------------------------|---|

- | | |
|---|---|
| গ. উদ্দীপকটি সনাতন সমাজকল্যাণের যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। | ৪ |
|---|---|

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের অগ্রগতির পর্যায়ের প্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও পৌড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর বীতিনীতি প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমজ্ঞালজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মজ্জালজনক বীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ধর্মগোলাকে ইঙ্গিত করছে। ধর্মগোলা এমন একটি কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা যা ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি গঠনের লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাব মোকাবিলা করা। উদ্দীপকেও এ প্রতিষ্ঠানকেই তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও মহামারি প্রতিরোধে একটি সামাজিক শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়। এর মাধ্যমে জনগণ নিজস্ব সম্পদ দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় নানা সহায়তা ও বিনা সুন্দে খণ্ড বিতরণ করে থাকে।

উদ্দীপকের এ প্রতিষ্ঠানটি ধর্মগোলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ধর্মগোলা মূলত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় সংরক্ষণ করে রাখা হতো। দুর্ভিক্ষের সময় তা বিনা সুন্দে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হতো। ধর্মগোলা অবিভক্ত ভাবতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্টি দুর্যোগের ফলে সৃষ্টি দুরবস্থা থেকে মানুষকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হিসেবে উন্নেবিষয়ে ভূমিকা পালন করে।

১ উদ্দীপকে ইংজিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে ধর্মগোলা এবং তৎকালীন সময়ে ধর্মগোলার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

ধর্মগোলা হলো একটি খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় জমা রাখা হতো। অভাব বা দুর্ভিক্ষের সময় বিনা সুন্দে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হতো। তবে দুর্ভিক্ষ ছাড়াও ধর্মগোলা থেকে অভাবের সময় কৃষকদের বিনা সুন্দে ঝণ দেওয়া হতো। সেক্ষেত্রে শর্ত থাকতো পরবর্তী মৌসুমে ফসল উঠলে তা পরিশোধ করতে হবে।

ত্রিতীশ শাসনামলে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে দুর্ভিক্ষ ও আপদকালীন খাদ্য সংকট মেটাতে ধর্মগোলা সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে ত্রিতীশদের শোষণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্টি জমিদারি প্রথার কৃফল এবং বিশ্বস্থাজনিত দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার লক্ষ্যে ধর্মগোলা গড়ে উঠে। ধর্মগোলার মাধ্যমে অনাহারী ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষ আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা পেয়ে বিপদের সময় উপকৃত হতো। তবে শুধু দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের প্রাণ রক্ষার জন্যই নয়; গ্রাম্য মহাজনদের অত্যাচার প্রতিরোধেও এই ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করত।

উদ্দীপকে প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি মোকাবিলায় স্থানীয়দের উদ্যোগ ও সরকারি সহায়তায় শস্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা ধর্মগোলাকে ইংজিত করছে। আর এ প্রতিষ্ঠানটি উপরে বর্ণিতভাবে তৎকালীন দরিদ্র কৃষকদের রক্ষায় ভূমিকা রেখেছিল।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইংজিতকৃত প্রতিষ্ঠান ধর্মগোলা অসহায় মানুষকে রক্ষা ও তৎকালীন দরিদ্র কৃষকদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রনজিত দাস ও সুমন একই গ্রামের দু'জন ধর্মপ্রাণ মানুষ। রনজিত তাঁর সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ ধর্মীয় কাজে ও মাতৃ-পিতৃহীন শিশুদের শিক্ষার জন্য দান করে গেছেন। অন্যদিকে সুমন তার সম্পত্তির ১/২ অংশ মসজিদ, মাদ্রাসা, ও এতিমধ্যানার জন্য স্থায়ীভাবে দান করে গেছেন।

//বিএএফ শাস্তিন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮/

- ক. দেবোত্তর কী? ১
- খ. সমাজ সংস্কার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. রনজিত দাসের দানকার্যটি সনাতন সমাজকর্মের কোন প্রত্যয়টি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. রনজিত দাস ও সুমনের দানকার্যের বর্তমানে কোনো গুরুত্ব আছে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেবোত্তর হলো সনাতন হিন্দু ধর্মানুসারে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কোনো সম্পত্তি উৎসর্গ করা।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়ামির বিবুদ্ধে কাজিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমজালজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মজালজনক সামাজিক পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে রনজিত দাসের দানকার্যটি সনাতন সমাজকর্মের দেবোত্তর প্রত্যয়টিকে নির্দেশ করে।

হিন্দু ধর্মের বিধান অনুযায়ী পাপমুক্তি, মোক্ষলাভ ও ভগবানের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দেবতা বা কোনো বিশ্বাসের নামে ব্যক্তির সম্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার উপায়কে দেবোত্তর বলা হয়। এটি একটি ষ্঵েচ্ছামূলক দান ব্যবস্থা। সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ এবং অনাথ আশ্রম ও মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যেই সম্পত্তি দেবোত্তর প্রথায় উৎসর্গ করা হয়। দেবোত্তর সাধারণত দু'ধরনের। যথা—আংশিক দেবোত্তর ও

সার্বিক দেবোত্তর। দেবোত্তর সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য সরকার কর্তৃক সেবায়েত নিয়োগ করা হয়। সমাজকল্যাণে দেবোত্তর প্রথার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের রনজিত দাস তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ ধর্মীয় কাজে ও মাতৃ-পিতৃহীন শিশুদের শিক্ষার জন্য দান করেন। তার এ কাজটি উপরে বর্ণিত দেবোত্তর প্রথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রনজিত দাসের দানকার্যটি সনাতন সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান দেবোত্তরকে ইংজিত করছে।

ঘ রনজিত দাস ও সুমনের দানকার্যটি বর্তমান সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর ও ওয়াকফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

দেবোত্তর ও দানশীলতা দুটি প্রথাই দানশীলতার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়। দেবোত্তর ব্যবস্থা দ্বারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে অনাথ আশ্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনাথ, অসহায়, দুস্থদের উপকার সাধিত হয়। অন্যদিকে সমাজসেবার এক বৃহত্তম ক্ষেত্র হিসেবে ওয়াকফ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, এতিমধ্যানা, সহায়তাকেন্দ্র, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা দ্বারা অসংখ্য মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত আছে। উদ্দীপকেও তার প্রতিফলন পাওয়া যাব।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একই গ্রামের ধর্মপ্রাণ রনজিত দাস ও সুমন ধর্মীয় কাজে ও অসহায় দুস্থ শিশুদের নিজ সম্পত্তি দান করে। এতে করে তাদের দানকৃত সম্পদ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অসহায় ও দরিদ্রদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানেও এর গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক অনাথ ও দরিদ্র শিশু-কিশোর মৌল-মানবিক চাহিদাসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভূগুঁহে। এসকল সমস্যা মোকাবিলায় ওয়াকফ ও দেবোত্তরকৃত অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি দেবোত্তর সম্পত্তি দ্বারা পূজা-অচন্নার ব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মীয় কল্যাণ সাধন করা হয়। আবার ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন— স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং আয়-উপার্জনকারী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, রনজিত দাস ও সুমনের দানকার্যটি হলো দেবোত্তর ও ওয়াকফ এবং বর্তমান সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর ও ওয়াকফ উভয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সৈয়দ মোঃ নাসিম আলী পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তার মৃত্যুর আগে উইল করে তার সম্পত্তি তিন ভাগ করেন। একভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, আরেক ভাগ তার বংশধরদের দান করে এবং বাকি অংশ ধর্মীয় কাজে দান করেন। এই দানকৃত সম্পত্তির আয় দ্বারা দুঃস্থ, এতিম অসহায়দের ভরণপোষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ আরো অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

- ক. ভার্জ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. বায়তুল মাল বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর 'সম্পত্তি দান' কার্যক্রম কেন সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দানকৃত সম্পত্তি কীভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভার্জ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়।

খ বায়তুল মাল বলতে ইসলামিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে বোঝায়। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। যেখানে বিভিন্ন উৎস হতে জমাকৃত অর্থ ও সম্পদ রাষ্ট্রের ব্যবস্থারসহ জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয়।

৭. সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর 'সম্পত্তি দান' কার্যক্রম সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ওয়াকফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ওয়াকফ বলতে ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ বা আধিক্যিক সম্পত্তি স্থায়ীভাবে উৎসর্গ বা দান করাকে বোঝায়। এটি ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। এর সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত ভিত্তি রয়েছে। উদ্দীপকে নাসিম আলী তার সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে উক্ত আইনগত ভিত্তিই অনুসরণ করেছেন।

মোঃ নাসিম আলী তার সম্পত্তি উইল করে তিন ভাগে ভাগ করেন। একভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, আরেকভাগ তার বংশধরদের দান করেন এবং বাকি অংশ ধর্মীয় কাজে দান করেন। তার এই তিন ভাগকে যথাক্রমে ওয়াকফ-ই-খায়রি, ওয়াকফ-ই-আহলি এবং ওয়াকফ-ই-লিলাহ বলা যায়। যখন কোনো মুসলমান তার সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় জনহিতকর কাজে দান করে, তখন তাকে ওয়াকফ-ই-খায়রি বলে। অন্যদিকে, যখন কোনো দাতা ও ওয়াকফকারী নিজ বংশধর বা তার আর্থীয়-স্বজনের কল্যাণে সম্পূর্ণ বা আধিক্যিক সম্পত্তি দান করে তখন তাকে ওয়াকফ-ই-আহলি বলে। আর এই দান যদি কোনো ধর্মীয় কাজে করা হয় তবে তাকে বলা হয় ওয়াকফ-ই-লিলাহ। উদ্দীপকে এ তিন ধরনের ওয়াকফ সুস্পষ্টভূপে প্রতীয়মান হয়। এ প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর কাজের সাথে ওয়াকফের সাদৃশ্য আছে।

৮. ওয়াকফের মাধ্যমে দানকৃত সম্পত্তি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবায় ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াকফ মানবকল্যাণের লক্ষ্যে বৈষম্যিক সহায়তা ও দানকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেয়। অর্থাৎ ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাণ আয় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-শৃঙ্খলা মাফিক সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়। এর ফলে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

উদ্দীপকে মোঃ নাসিম আলীর ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় দ্বারা দুটুস্থ, এতিম ও অসহায়দের ডরণ-পোষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ আরও অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অবশ্যই প্রভাবিত হবে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন- দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-শৃঙ্খলা মাফিক সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়। এর ফলে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অসহায় ও দরিদ্রদের দান-খয়রাত করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানেও ওয়াকফের গুরুত্ব অনুরীকার্য। এর ফলে সমাজের দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধিত হয়। আর এভাবেই সমাজের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থারও ইতিবাচক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জনকল্যাণের নানা পথ উন্মোচনের মাধ্যমেই ওয়াকফ সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে তুরান্বিত করে।

অন্ত ► ১৮. মহরত সাহেব প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। তিনি সকল সম্পত্তির আয় ব্যয়ের বাংসরিক হিসাব রাখেন। কেননা গচ্ছিত সম্পত্তি ও অর্থের উপর তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দান খয়রাত করতে হয়। উক্ত ব্যক্তির এ দান সমাজে শান্তি সৃষ্টি করে। /জাজিমসুর গত্ত গার্লস স্কুল এচ কলেজ, ঢাকা / এষ নং ৬/

ক. Charity কোন শব্দ থেকে উত্তৃত?

১

খ. দেবোত্তর বলতে কী বোঝ?

২

গ. মহরত সাহেবের দানের ক্ষেত্রে কোন সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উক্ত ব্যবস্থা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে— উক্তিটির

তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৪

ক. Charity ল্যাটিন শব্দ থেকে উত্তৃত।

খ. দেবোত্তর বলতে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কোনো সম্পত্তি উৎসর্গ করাকে বোঝায়।

হিন্দু ধর্মের বিধান অনুযায়ী পাপমুক্তি, মোক্ষলাভ ও ভগবানের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দেবতা বা কোনো বিগ্রহের নামে বাস্তির সম্পত্তির আধিক্যিক বা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার উপায়কে দেবোত্তর বলা হয়। সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ, অনাথ আশ্রম ও মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেবোত্তর প্রথায় সম্পত্তি উৎসর্গ করা হয়।

গ. মহরত সাহেবের দানের ক্ষেত্রে যাকাতের ইঙ্গিত রয়েছে।

ঐতিহ্যগত বা সন্তান সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নিজের ও পরিবারের সারা বহরের যাবতীয় প্রয়োজন ও ব্যয় নির্বাহের পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্গ বা সাড়ে বায়ান তোলা রৌপ্য অথবা সম্পরিমাণ সম্পদ কারো নিকট যদি এক বছর পর্যন্ত সঞ্চিত থাকে, তবে তার চাপ্পি ভাগের এক ভাগ আল্লাহর নিদেশিত পথে বাধ্যতামূলক ব্যয় করার বিধানকেই যাকাত বলা হয়। যাকাত ধর্মী মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কর বিশেষ। যাকাতের অর্থ যে কোনো থাতে ব্যয় করা যাবে না। যাকাতের অর্থ বন্টনের ৮টি থাত আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

উদ্দীপকে মহরত সাহেব প্রচুর ধন সম্পদের মালিক। তিনি সকল সম্পত্তির আয় ব্যয়ের বাংসরিক হিসাব রাখেন। গচ্ছিত সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ তিনি দান করেন। তার এই দান ইসলামি শরিয়তের যাকাত ব্যবস্থার অনুরূপ। তাই বলা যায়, মহরত সাহেব যাকাত বলা হয়ে তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন।

ঘ. উক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ যাকাত ব্যবস্থা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে— উক্তিটি যথার্থ।

যাকাত ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাণ সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বন্টনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এতে সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় লোকদের মধ্যে কুক্ষিগত হতে পারে না। সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাত দরিদ্রতা দূর করে সামাজিক সংহতি, প্রগতি ও উন্নয়নকে তুরান্বিত করে। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উত্তম পদ্ধতি হলো যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। যাকাত সম্পদশালীদের লোড-লালসা এবং সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে। সমাজের অসহায়, বিষ্ণিত ও নিঃস্ব শ্রেণির কল্যাণে সম্পদশালীদের সচেতন করে তোলে।

যেকোনো রাষ্ট্রে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকলে মানুষ জমানো টাকা অলসভাবে ফেলে না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পকারখানায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে। এতে শিল্পায়ন তুরান্বিত হবার সম্ভাবনা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেকার সমস্যা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ পুঁজি গঠন ইত্যাদি বহুমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইসলামি বিধান মোতাবেক পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত সংগ্রহ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে সমাজের অসংখ্য দরিদ্র শ্রেণিকে আর্থিক দিক দিয়ে পর্যাপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান করে আসবে এবং মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত মহরত সাহেব দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের যাকাত প্রদান করেন। তার দানকৃত যাকাতের অর্থ দরিদ্র ব্যক্তিদের অর্থনৈতিকভাবে স্বালোচ্চ হতে সাহায্য করবে। এর ফলে বিদ্যমান নানা সমস্যা দূর হয়ে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত যাকাত ব্যবস্থা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ উদয়পুর গ্রামের মেয়েরা চিরাচরিত অবহেলিত। তার উপর গ্রামের মো঳াদের দ্বারা ফতোয়ার শিকার। ইবনাত উক্ত এলাকায় একটি নিয়মিত সংবাদ প্রচারের জন্য একটি টিভি চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করে। উক্ত গ্রামের সচেতনতা বেশ করেকজন ইবনাতের সাথে যোগ দেয় এবং এ অবস্থার পরিভাগের উদ্যোগ নেয়।

জাতিসংগ্রহ গতি গান্ধী স্মৃতি এক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭/

ক. সমাজ সংস্কার কী? ১

খ. নারী নির্যাতন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্বীপকের ইবনাত ও গ্রামের সচেতন লোকের ভূমিকা কী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ থেকে সকল প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা দূর করে একটি কঙ্গিত সমাজ কাঠামো প্রয়োন্নয় হলো সমাজ সংস্কার।

খ নারীর ইচ্ছার বিবুন্দে কোনো কিছু করা যা নারীর জন্য মর্যাদা হানিকর তাই নারী নির্যাতন। নারীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি নানা অভ্যন্তর দেখিয়ে নারীর ওপর দৈহিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন চালানো বা ক্ষেত্র বিশেষে নারীর ইচ্ছার বিবুন্দে বল প্রয়োগ করে কোনো অবৈধ কিছু করাই হলো নারী নির্যাতন।

গ উদ্বীপকের ইবনাত ও গ্রামের সচেতন লোকের ভূমিকাকে সমাজ সংস্কার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

মূলত সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক পরিবর্তন। এর ফলে সমাজ থেকে ক্ষতিকর দিকগুলো দূর করে বাস্তিত সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। সাধারণত সমাজে কিছু প্রচলিত ও ক্ষতিকর বীভিন্নতা, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ থাকে যেগুলো সমাজের জন্য অমজ্ঞানজনক হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলো অপসারণ করে তার পরিবর্তে ইতিবাচক বীভিন্নতা, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে সমাজ সংস্কার বলা হয়। এক্ষেত্রে বাস্তিত ও গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সমাজ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোড়াধিকার কারণে উদয়পুর গ্রামের নারীরা অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার। ইবনাত ও গ্রামের সচেতন ব্যক্তিরা এই ক্ষতিকর অবস্থা দূর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এজন্য তারা এলাকায় নিয়মিত সংবাদ প্রচারের জন্য একটি টিভি চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করে। তাদের এই কাজ সমাজ সংস্কারের সাথে সামুদ্ধাপূর্ণ। তাই বলা যায়, সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে ইবনাত ও গ্রামের সচেতন ব্যক্তিরা ক্ষতিকর প্রথা দূর করার জন্য কাজ করছে।

ঘ উক্ত কার্যক্রম অর্থাৎ সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলো অপসারণ বা সংশোধন করা হয়। এ কার্যক্রমকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথমেই ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করতে হয়। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী সমাজের সার্বিক দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করেন। সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করার পর তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজন হয় সামাজিক আন্দোলনে। সামাজিক আন্দোলনের জন্য জনগণকে উক্ত বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হয়। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। সমাজ সংস্কারের জন্য জনগণ ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গকে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে সমাজকর্মী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলনে উন্মুক্ত করেন। সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজন

সরকারি উদ্যোগ। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনার জন্য সরকারকে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদ্বীপকে ইবনাত ও তাদের গ্রামের সচেতন লোক ক্ষতিকর প্রথা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ কাজের মাধ্যমে তাদের গ্রামে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। তাদের এবৃপ্ত সমাজ সংস্কারমূলক কাজে সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

প্রশ্ন ▶ ২০ রহমত মিয়া পোশাক শিল্প কারখানায় ১২ বছর মেশিন অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মেশিন চালনার সময়ে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন এবং একটি হাত হারান। রহমতের সহকর্মী মালেকও এ দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। পোশাক শিল্প কারখানার মালিক মালেকের জন্য বিধি অনুযায়ী সুবিধা দিলেও রহমতের জন্য তেমন কোনো সুবিধা না দেওয়ায় তার পরিবার আশ্রয় নেয়।

বিনার্প্রেস দূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭/

ক. ওয়াক্ফ কী? ১

খ. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? ২

গ. রহমতের জন্য শিল্প মালিক বিধি অনুযায়ী কী সুবিধা প্রদান করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রহমতের পরিবারের আইনের আশ্রয়ের মাধ্যমে ন্যায় অধিকার আদায় করা সম্ভব' — তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ স্থায়ীভাবে দান করাই ওয়াক্ফ।

খ সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনকে বোঝায়। সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হলো পারম্পরিক সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া। তাই সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হলো সংঘবন্ধ মানুষের পারম্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান যেমন-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিবর্তনই হলো সামাজিক পরিবর্তন।

গ রহমতের জন্য শিল্প মালিক বিধি অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুবিধা প্রদান করতে পারে।

সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে বিপর্যয়কালীন সময়ে মানুষকে অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া। সামাজিক নিরাপত্তার একটি অংশ হচ্ছে আকর্মিক দুর্ঘটনার সময় অর্থনৈতিক সহায়তা করা। অর্থাৎ কোনো পোশাক কারখানা বা অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের কোনো ক্ষতি হলে মালিক পক্ষ তাকে আর্থিক সামর্থ্য প্রদান করবে।

উদ্বীপকে দেখা যায়, রহমত পোশাক শিল্পকারখানায় মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজ করার সময় হাতেও দুর্ঘটনায় তার একটি পা হারান। এক্ষেত্রে তিনি আজীবন পা না থাকার বেদনা অনুভব করবেন এবং পরিবারের জন্য উপার্জন করতে পারবেন না। তাই পোশাক মালিকের উচিত রহমতকে এককালীন কিছু টাকা দেওয়া— যাতে সেই টাকা দিয়ে যেকোনো কাজ করে সংসার চালাতে পারেন। এ ধরনের সাহায্য শ্রমিক হিসেবে রহমতের ন্যায় অধিকার, যা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রয়োজনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ঘ 'রহমতের পরিবারের আইনের আশ্রয়ের মাধ্যমে ন্যায় অধিকার আদায় করা সম্ভব'— বক্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

সামাজিক নিরাপত্তা প্রকৃতপক্ষে অক্ষম ও অসহায় ব্যক্তির জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। সামাজিক নিরাপত্তার মূল কথা হলো— ব্যক্তি যখন কর্মসূচি তখন তাকে কাজ দেওয়া এবং যখন সে কাজ করতে পারবে না তখন আশের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এর ব্যতার্য ঘটলে ভুক্তভোগী প্রয়োজনীয় আইনের সাহায্য নিতে পারবে, যা রহমতের পরিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কোনো ব্যক্তি যখন দুঃটিনার শিকার হয়ে বেঁচে থাকেন তখন এটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি দুঃটিনার কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন তখন তার পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। একেকে মালিক যদি ক্ষতিপূরণ দিতে না চায় তবে তারা আইনের অশ্রয় নিতে পারেন। কারণ দেশের আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার আদায়ের সুযোগ রয়েছে। সে আইনের আশ্রয় নিয়ে তার ন্যায্য অধিকার মালিকের নিকট থেকে আদায় করতে পারে। দুঃটিনার শিকার হয়ে হাত ছাড়ানো রহমতের পরিবার অর্থনৈতিক নিরাপত্তাইনতায় পড়বে। কারণ, তিনি পরিবারের আয়ের উৎস ছিলেন। একেকে মালিক যদি তার পরিবারের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আইনের মাধ্যমে রহমতের পরিবার তাদের অধিকার আদায় করতে পারে। কারণ দেশের প্রচলিত আইনে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকারের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রশ্নেক্ষণ বক্তব্যটি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ২১ মি. রমেশ 'একমের অঙ্গীয়ময়' বা এক ইংৰেজের উপাসনা বিষয়ে আলোচনার জন্য 'আঞ্চীয় সভা' গঠন করেন। প্রতিষ্ঠা করেন 'একেশ্বরবাদের' উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ। কাজ করেন ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। পড়ে তোলেন আধুনিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভিত্তিসম্পন্ন এক সমাজ যেখানে মানুষ পরিণত হয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতন সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে। /গাজীপুর ক্যাটলেজ/ গুরু নং ৫/

- ক. Charity শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে এবং তার অর্থ কী? ১
- খ. সমাজসংস্কার বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের রমেশ-এর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ব্যক্তিত্বের মিল খুঁজে পাবে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠিত সমাজ মানুষকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতন সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Charity শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Charitas থেকে এসেছে যার অর্থ হলো মানবপ্রেম।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়। সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়ামির বিরুদ্ধে কাঞ্চিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর বীতিনীতি প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ ঘেণুলো সমাজের জন্য অমজালজানক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থানে মজালজানক বীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মি. রমেশ-এর সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের রাজা রামমোহন রায়ের মিল পাওয়া যায়।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। তিনি তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে সক্ষ করেন। এ সময় তিনি নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনের উদ্যোগ নেন। তিনি হিন্দু সমাজের সব কুসংস্কার দূর করে আনি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দু ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'আঞ্চীয় সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এর মাধ্যমে তিনি ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করেন এবং আধুনিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভিত্তি সম্পন্ন একটি সমাজ গড়ে তোলেন। উদ্দীপকেও এই বিষয়টি কৃটে উঠেছে।

উদ্দীপকের মি. রমেশ এই ইংৰেজের বিষয়ে আলোচনার জন্য 'আঞ্চীয় সভা' গঠন করেন। এর মাধ্যমে তিনি ধর্ম, সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে আধুনিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভিত্তি

সম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলেন যেখানে মানুষ ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন। উদ্দীপকের রমেশ-এর এ কাজগুলো পাঠ্যবইয়ের রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মি. রমেশ-এর সাথে পাঠ্যবইয়ের রাজা রামমোহন রায়ের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠিত সমাজ আঞ্চীয় রাজা রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ মানুষকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতন করে তুলেছিল।

রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা পর্যবেক্ষণ করে নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী ছিল। এ লক্ষ্যে তিনি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে 'আঞ্চীয় সভা' গঠন করেন। উদ্দীপকের মি. রমেশ-এর মতো রাজা রামমোহন রায় তার সমমন্বয়ে ব্যক্তিদের নিয়ে একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে আঞ্চীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদস্যবৃন্দ ঐ সময়কার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন। ধীরে ধীরে এর মাধ্যমে একটি প্রভাবশালী মহল গড়ে উঠে। এদের মাধ্যমে তিনি ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক সংস্কার সাধন ও পাশাপাশ শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা চালান। এতে সমাজে একটি সচেতন শ্রেণি তৈরি হয়। রাজা রামমোহন রায় ইউরোপীয় রাজনৈতিক গতিবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেই আধুনিক চিন্তাধারা তার প্রতিষ্ঠিত আঞ্চীয় সভার মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে তিনি তার চিন্তাধারার পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন যা মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এভাবে তিনি সমাজে আধুনিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটান যা পরবর্তীতে ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতন করে তুলে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত রাজা রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চীয় সভা মানুষকে সমাজ ও রাজনৈতিক সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ সমাজকল্যাণে দানশীলতার প্রচলন বহু আগে থেকেই প্রবাহমান হলেও পেশাগত কমাজকর্মে দিন দিন এটিকে নিরুৎসাহিত করে সাংগঠনিকভাবে সাহায্য প্রদানের প্রচলন শুরু করা হয়। যার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি, দানপ্রহণ ইত্যাদি হ্রাস পেয়ে সমস্যাগ্রস্ত নিজের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হচ্ছে। /অসম কেন্দ্র কলেজ ফাইলসিঙ্ক/ গুরু নং ১০/

- ক. সদকা কী? ১
- খ. ধর্মগোলার গুরুত্ব কোথায়? ২
- গ. সমাজকল্যাণে দানশীলতার স্বৰূপ কেমন ছিল-ব্যাখ্যা কর? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দানশীলতার পরিবর্তে বর্তমানে সমাজকর্ম পেশার আলোকে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব বলে তুমি মনে কর? ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী ধর্মীয় মূল্যবোধে উন্নুন্দ হয়ে স্বষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকে সাহায্য করার নামই সদকা।

খ ধর্মগোলা একটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত শস্যভান্দাৰ। দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ বা অভাব মেটানোৰ জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মগোলা একটি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম হিসেবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দুর্ভিক্ষ ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন—চুরিৰাড়, জলোচ্ছাস, ঘৰা, ফসলহানি প্রভৃতি ক্ষেত্ৰে দৱিদৰ কৃষক ও সাধারণ মানুষ যেন খাদ্যাভাবে না পড়ে সেজন্য ধর্মগোলা গঠন কৰা হয়। ধর্মগোলার মাধ্যমে সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রতি অবস্থাসম্পর্ক মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জগ্রাত হয়। পাশাপাশি মানুষ বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি মোকাবিলার সাহস সঞ্চার কৰে। ধর্মগোলার মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদের সাহায্যে নিজেদের চাহিদা পূৰণ কৰা হয়।

৬. সমাজকল্যাণে দানশীলতার স্বরূপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রাচীনকালে মানুষ ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা-চেতনায় উত্তৃত্ব হয়ে নিজেদেরকে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়েজিত রাখত। এছেক্ষে দানশীলতা ছিল একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কেননা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দানশীলতাভিত্তিক বিভিন্ন কার্যকলাপকে মহান হিসেবে দেখা হতো। সেইসাথে এ ধরনের কাজকে পরিকালের মুক্তির উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ প্রেক্ষিতেই মানুষ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উত্তৃত্ব হয়ে দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটায়।

মধ্যযুগে সারা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকার সাথে ইসলামের পূর্ণ পরিচয় ঘটে। ফলে ইসলামের আদর্শ বিশেষ করে দানশীলতা সমাজকল্যাণের সুষ্ঠু বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাহাড়া অন্যান্য ধর্ম যেমন—খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম প্রভৃতিও দানশীলতার ওপর বিশেষ জোর দেয়। এ সকল ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উত্তৃত্ব হয়ে জনগণ দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণের জয়ত্বাত্মকে অব্যাহত রাখে। ইতিহাসের দিকে সক্ষ করলে দেখা যায় যে, এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশে দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপের প্রভাব এবং ইংল্যান্ডে গির্জার মাধ্যমে দানকার্য পরিচালনা করা হতো। আধুনিক সমাজকল্যাণ অর্থাৎ ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজকল্যাণের ইতিহাসেও দানশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত দানশীলতার পরিবর্তে বর্তমান সমাজকর্ম পেশার আলোকে ব্যক্তিকে নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা যায়।

আধুনিক সমাজকর্ম মূলত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সমস্যা সমাধান ও সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। দানশীলতার মাধ্যমে নয় বরং সমস্যার কার্যকর ও বাস্তবসম্ভব সমাধানে সমাজকর্ম দৃঢ় প্রত্যায়ী। সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম তার মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান প্রদান করে থাকে। সনাতন পদ্ধতিতে সহায়তা দানের পরিবর্তে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দানের অন্তর্ভুক্ত করে আঞ্চনিকরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম অধিক সক্রিয়। এ সক্ষ অর্জনে সমাজকর্ম প্রাতিষ্ঠানিক সেবার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এ জন্য সমাজকর্ম বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করে। সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে ওঠে। এ জন্যে সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতির আওতায় ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতায় বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে। আবার অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যার কারণে ব্যক্তি তার সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। সমাজকর্ম ব্যক্তির এসকল সমস্যার কারণ উদ্ঘাটন করে তা সমাধানে চেষ্টা করে। এর ফলে ব্যক্তি তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়ে ওঠে।

পেশাদার সমাজকর্ম ব্যক্তিকে সাময়িক সহায়তা দানের পরিবর্তে তাকে নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে। এর ফলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি আঞ্চনিকরশীল ও সক্ষম হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সমাজকর্ম ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এর ফলে ব্যক্তি অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে না। পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক পেশাদার সমাজকর্ম ব্যক্তিকে সাময়িক ও আর্থিক সহায়তা দানের পরিবর্তে তাকে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তোলে।

প্রমা ২৩ আফিয়া খাতুন সন্তুষ্ট মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের নারী সমাজ ছিল চার দেয়ালের মধ্যে আবস্থ। নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আফিয়া খাতুন অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় বাবার ও স্বামীর সম্পত্তি পরিবর্তীতে তিনি নারী শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করেন।

। /অনন্ত মোহন কলেজ, মুম্বইসিই/ প্রম নং ৮/

৮. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন হয় কত সালে?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আফিয়া খাতুনের সাথে কোন সমাজ সংস্কারকের কাজের মিল পাওয়া যায়? -ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ড বর্তমানে সমাজে কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে? -ব্যাখ্যা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করা হয় ১৮২৯ সালে।

খ. সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

সমাজ জীবনের শুরুতেই অক্ষম, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য লাঘব করার জন্য সমাজকল্যাণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সমাজকর্মের বিকাশ সাধিত হয় মূলত শিল্প বিপ্লব পরিবর্তী সময়ে। মূলত শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে সৃষ্টি আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের উত্তর ঘটে। তাই সমাজকল্যাণে দানশীলতা, মানবপ্রেম, বাস্তিগত সদিচ্ছা প্রভৃতির অধিক থাকলেও সমাজকর্ম এসব গুণাবলিকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করে। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সমাজের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান ও সেবামূলক কাজে ব্রতী হয়। এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সমাজকর্মে পেশাগত মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালার সংযোজন ঘটেছে। অন্যদিকে এসকল বিষয় আবার সমাজকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আফিয়া খাতুনের সাথে বেগম রোকেয়ার কাজের মিল পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদৃত হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি আমৃত্যু নারী শিক্ষা, লিঙ্গের সমতায়ন ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়াবলিতে নারী সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বিশেষ করে মুসলিম নারী সমাজের স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং অধিকার অর্জনের আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। বেগম রোকেয়া যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মুসলিম সমাজ ছিল নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পরিবারে নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। সামান্য কিছু আরবি ও ফার্সি শিক্ষাই ছিল যথেষ্ট। এ সময় বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার প্রসারে হাত বাড়ান। ১৯০৯ সালে স্বামী মারা যাওয়ার পর ঐ বছরই তিনি পাচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন। তার অক্রান্ত পরিশ্রমে ১৯১৫ সালে স্কুলটি উচ্চ প্রাইমারি স্কুলে উন্নতি হয়। তার একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯২৯ সালে কলকাতায় ‘মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকের আফিয়া খাতুন সন্তুষ্ট মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। আফিয়া খাতুন অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় বাবা ও স্বামীর সম্পত্তি নারী শিক্ষা উন্নয়নে ব্যয় করেন। তাই বলা যায়, আফিয়া খাতুনের সাথে বেগম রোকেয়ার মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বেগম রোকেয়ার সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড বর্তমান সমাজে কুই ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে।

বর্তমানে নারী মুক্তির যে জয়গান চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয় তার গোড়াপত্তন করেছেন বেগম রোকেয়া। তিনি একদিকে যেমন নারী শিক্ষার অগ্রদৃত তেমনি সাহিত্যসেবী এবং সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তারই প্রত্যক্ষ অবদানে নারীরা আজ পুরুষের পাশাপাশি সমাজে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

উদ্দীপকের আফিয়া তার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামী ও বাবার সম্পত্তি নারী শিক্ষা প্রসারে ব্যয় করেন। তার মতোই অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিস্তারে বেগম রোকেয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে তিনি ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটি উচ্চ প্রাইমারি তে উন্নীত করেন। পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়-এ উন্নীত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের নারী জাগরণ ও

প্রগতির ক্ষেত্রে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের অনেকেই ছিলেন রোকেয়া পরিচালিত এ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। বেগম রোকেয়া ছিলেন বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রন্ত। মুসলিম নারীদেরকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি তাদেরকে সংগঠিত করার প্রয়াস চালান। রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম ও লেখনিতেও নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে। মুসলিম নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে ‘আঙ্গুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম’ বা ‘মুসলিম মহিলা সমিতি’ নামে একটি দলীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার প্রধান অন্তর্ছিল তার সাহিত্য কর্ম। তিনি তার লেখার মাধ্যমে মুসলিম নারী জাতিকে তাদের অধিকার আদায়ে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বেগম রোকেয়ার কার্যক্রম বর্তমান নারী সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

- প্রশ্ন ▶ ২৪** রিফাত সাহেব সম্প্রতি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে। অবসর গ্রহণের পর তিনি অনেক টাকা পেনশন পান। এ টাকাই তার বৃন্দ বয়সের একমাত্র সম্পদ। /প্রশ্ন মন্তব্য কলেজ, রাজশাহী/ প্রশ্ন নং ১১/
 ক. বায়তুল মাল কী? ১
 খ. সামাজিক বিমা বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. রিফাত সাহেবের পেনশন লাভ সমাজকর্মের কোন প্রত্যয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. মানুষের জীবনে উক্ত প্রত্যয়ের ভূমিকা বর্ণনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বায়তুল মাল বলতে ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন একটি সেবাধৰ্মী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেখানে বিভিন্ন উৎস হতে জমাকৃত অর্থ ও সম্পদ রাষ্ট্রের ব্যবহারসহ জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা হয়।

খ. সামাজিক বিমা বলতে কোনো ব্যক্তির স্বীয় সামর্থ্য ও দুরদৃষ্টির সাহায্যে নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিজের ও তার পরিবারের ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের প্রাঙ্গালে আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তাকে বোঝায়।

সামাজিক বিমা ব্যক্তিকে আর্থিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার স্থিতি থেকে রক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে। সামাজিক বিমার মধ্যে রয়েছে শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যৌথ বিমা ইত্যাদি। বর্তমানে সারাবিশ্বে এ ধরনের বিমা বেশ জনপ্রিয়।

গ. সূজনশীল ৯ নং প্রশ্নের এর ‘গ’ এর উত্তর দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৯ নং প্রশ্নের এর ‘ঘ’ এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ফরিদা ইসলাম অনেক সম্পদের মালিক। তিনি প্রতি বছর তার মোট সম্পদের হিসেবে করে একটি নির্দিষ্ট অংশ মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী দান করেন। এটি ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী তার একটি বাধ্যতামূলক কাজ।

- /কানিবাবদ ক্যাটলেনেট স্যাপ্লার কলেজ, নাটোর/ প্রশ্ন নং ৫/
 ক. দানশীলতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
 খ. সতীদাহ প্রথা বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উদ্দীপকে ফরিদা ইসলামের কাজে কোন ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার বৃপ্ত প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. সমাজকর্মে উক্ত ব্যবস্থার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দানশীলতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ‘Charity’।

খ. সতীদাহ প্রথা বলতে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত স্বামী মারা যাওয়ার পর স্বীর একই চিতায় আক্ষয়াহৃতি দিয়ে মরে যাওয়ার রেওয়াজকে বোঝায়। সতীদাহ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত একটি বর্বর ও অমানবিক প্রথার নাম। সতীদাহ শব্দের অর্থ সৎ-সাধী স্বী আর দাহ শব্দের অর্থ আগুনে

পোড়ানো। হিন্দু সমাজে মৃত স্বামীর সাথে স্বীর সহমরণ প্রথাই ‘সতীদাহ’ নামে পরিচিত। সতীদাহ প্রথার মাধ্যমে স্বামীর জ্ঞানস্তু চিতায় নিষ্কেপ করে জীবন্ত স্বীকে পুড়িয়ে মারা হতো।

গ. উদ্দীপকে ফরিদা ইসলামের কাজে যাকাত ব্যবস্থার রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী যাবতীয় বায় নির্বাহের পর কোনো ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) অর্থ এক বছর যাবত সংগৃহিত থাকলে তার নির্দিষ্ট অংশ আঙ্গাহর নির্ধারিত পথে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করাই হলো যাকাত। যাকাতের নিসাব পরিমাণ হলো সাড়ে সাত তোলা বৰ্ণ বা সাড়ে বায়ান তোলা বৃপ্ত বা সময়ের সম্পদ। যাকাত বছরে একবার দেওয়া হয়। এটি সংগৃহিত সম্পদের শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে দরিদ্র মুসলিমদের দান করা হয়। যাকাত ব্যয়ের ঘাত আটটি। যাকাত দানের ফলে সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকেও এ কথাকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের ফরিদা ইসলাম অনেক সম্পদের মালিক। তিনি প্রতিবছর তার মোট সম্পদের হিসেবে করে একটি নির্দিষ্ট অংশ মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী দান করেন। ফরিদা ইসলামের এ কাজটি উপরে বর্ণিত যাকাত ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ফরিদা ইসলামের কাজে যাকাত নামক ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. সমাজকর্মে উদ্দীপকে নির্দেশিত যাকাত ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকর্ম মানবকল্যাণ সংগ্রাহী বিশেষ জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা সম্পদ একটি পেশা। এটি সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন, জীবনমান উন্নয়ন, বহুমুখী সমস্যার সমাধান, সম্পদের সম্ভব্য ব্যবহার, জনসেবা, উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবর্তন গ্রহণ কর্তৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। আর, যাকাত হচ্ছে এমন একটি ইসলাম ধর্মীয় বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক বিধান যা সমাজের দরিদ্র ও দুর্ঘট শ্রেণির আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং সমাজে সমতা আনয়নে ভূমিকা রাখে। সমাজকর্ম মানব কল্যাণ নিয়ে কাজ করার দরুণ সমাজকর্মে যাকাতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

উদ্দীপকের ফরিদা ইসলাম একজন সম্পদশালী ব্যক্তি যিনি তার মোট সম্পদের উপর নির্দিষ্ট অংশ যাকাত হিসেবে দান করেন। উক্ত ব্যবস্থা সামাজিক সমন্বয় সাধন করে। সম্পদের সুস্থ ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক সম্পদ তোলার ক্ষেত্রে যাকাত ব্যবহার করার পালন করে। সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ কুক্ষিগত করে না রেখে দরিদ্র, দুর্ঘটদের কল্যাণে দান করে। এ ধর্মীয় প্রথা একদিকে ব্যক্তির মধ্যে যেমন দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে, অন্যদিকে নৈতিক উন্নয়ন সাধনেও ভূমিকা পালন করে। এভাবে যাকাত মানুষের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সমাজকর্মের অধিকাংশ লক্ষ্যান্বয়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। সমাজব্যবস্থায় সুস্থভাবে যাকাতের আদায় নিশ্চিত করতে পারলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরণিত করা সম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ তনুদের গ্রামের নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে না। নানা বাধা বিপ্লবের কারণে নারী শিক্ষার হার কম এখানে। তনু বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য উজ্জীবিত করে। তনু তার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর রেখে যাওয়া অর্থে স্বারা নিজ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। /কানিবাবদ ক্যাটলেনেট স্যাপ্লার কলেজ, নাটোর/ প্রশ্ন নং ৬/
 ক. ওয়াকফ কয় প্রকার? ১
 খ. ধর্মগোলা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের তনুর কর্মকান্ডের সাথে তোমার পাঠ্যবই এর কোন মহিয়সী নারীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়? সেই মহিয়সী নারীর পরিবারিক জীবন সম্পর্কে ধারণা দাও। ৩
 ঘ. নারী সমাজের কল্যাণে সেই মহিয়সী নারীর অবদান আলোচনা কর। ৪

ক ব্যবহারিক দিক থেকে ওয়াকফ তিনি প্রকার।

ব ধর্মগোলা বলতে ভিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতিতে গৃহীত এক ধরনের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

ধর্মগোলা মূলত খাদ্যশস্য সংরক্ষণের পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় সংরক্ষণ করা হতো। পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষের সময় সেখান থেকে কৃষকদের বিনাসুন্দে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হতো। দুর্ভিক্ষ ছাড়াও ধর্মগোলা থেকে অভাবের সময় কৃষকদের বিনাসুন্দে খণ্ড দেওয়া হতো। মূলত দরিদ্র কৃষকদের সহযোগিতা করা ছিল ধর্মগোলা গঠনের মূল কারণ।

গ উদ্দীপকের তনুর কর্মকাণ্ডের সাথে নারী জাগরণের অগ্রদৃত বেগম রোকেয়ার মিল পাওয়া যায়।

বিংশ শতকের প্রথম দিকে প্রশিক্ষা, অঙ্গতা, ধর্মীয় গোড়ামির প্রভাবে গৃহবন্দী নারীদের অধিকার আদায়ে অবিভক্ত বাংলায় যার নাম শ্রম্ভার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তিনি হচ্ছেন মহিয়সী বেগম রোকেয়া। তিনি রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সালে ৯ ডিসেম্বর বাবা জহীরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের এবং মাতা বাহাতুরেসা সাবেরা চৌধুরানীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তনু, নারী শিক্ষা উন্নয়নে বাঢ়ি বাঢ়ি গিয়ে মেয়েদেরকে অনুপ্রেরণা এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেগম রোকেয়াও সারাজীবন ধরে নারী শিক্ষা ও মুস্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বেগম রোকেয়া পারিবারিক জীবনে ভাই-বোনদের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে বড় হন। তাঁর অদ্যম্য আগ্রহ এবং বড় ভাই ইত্তেহিম সাবির, বড় বোন করিমুরেসা এবং স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের ঐকাতিক সহযোগিতায় ধরে বসেই তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে শেখাপড়া করেন। ১৯০৯ সালের ৩ মে তাঁর স্বামী মারা যান। এরপর তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাধারে মুসলিম জাগরণের অগ্রদৃত, শিক্ষাত্মক, সমাজসেবী, সাহিত্যকী এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নারী হলেন— বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যাকে 'বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী মুস্তি আন্দোলনের অগ্রদৃত' বলা হয়।

অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিষ্টারে বেগম রোকেয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া অর্থে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক সমস্যাজনিত কারণে ১৯১১ সালে তিনি স্কুলটি ভাগলপুর হতে কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তর করেন। তৎকালীন বৃক্ষশীল মুসলমানদের বিরোধিতা ও নানা প্রতিবন্ধকর্তা সঙ্গেও তিনি অসীম দৈর্ঘ্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় মনোবলের সহিত নারীর শিক্ষা বিষ্টারের কাজ এগিয়ে নিতে থাকেন। পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় শিক্ষিকাদের মানোন্নয়নের জন্য ১৯২৯ সালে সরকারি সাহায্যে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিম নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে 'আঙ্গুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি সংগঠন করে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দান, বিধবা দুর্দশ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থাসহ নানা সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ চালাতে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, আজকে নারী মুস্তির যে জয়গান চারদিকে প্রতিবন্ধিত হয় তার গোড়াপত্তন করেছেন বেগম রোকেয়া। তাঁরই প্রত্যক্ষ অবদানে নারীরা আজ পুরুষের পাশাপাশি সমাজে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে তাঁপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ► ২৭ হাজী ফজলুল হক একজন ভূষামী। তিনি অনেক জমির মালিক। তার গ্রামে সৈদের নামাজ পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। তাই হাজী ফজলুল হক তার একটি জমি বিনামূলে গ্রামবাসীদের কল্যাণে স্থান নেওয়ার জন্য রেজিস্ট্র করে দেন। তিনি ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী শরিয়া মোতাবেক দান করেন।

দিনবিহুর সমাজের মহিলা হনের। প্রশ্ন নং ৮/

ক. কত তোলা বৰ্ণ থাকলে যাকাত দিতে হয়? ১

খ. ওয়াকফ-ই-আহলি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. হাজী ফজলুল হকের জমি দান সমাজকর্মের কোন দৃষ্টান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? শনাক্ত কর। ৩

ঘ. সমাজকর্ম ব্যবস্থা হিসেবে উক্ত দৃষ্টান্তের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৭২ (সাড়ে সাত) তোলা বৰ্ণ থাকলে যাকাত দিতে হয়।

খ ওয়াকফ-ই-আহলি ওয়াকফের একটি ধরন।

যখন কোনো দাতা ও ওয়াকফকারী নিজ বংশধর বা তার আঞ্চীয়-সজ্জনদের কল্যাণে সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি ওয়াকফের মাধ্যমে দান করেন তখন তাকে ওয়াকফ-ই-আহলি বলে। এ ধরনের ওয়াকফের সম্পত্তি জনহিতকর কাজে দান করা হলেও দাতার বংশধর বা আঞ্চীয় সজ্জনদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ভোগ, দখল ও তত্ত্বাবধানের উল্লেখ থাকে।

গ হাজী ফজলুল হকের জমি দান সমাজকর্মের ওয়াকফের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ওয়াকফ বলতে ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা তার অংশ বিশেষ স্থায়ীভাবে দান করাকে বোঝায়। ওয়াকফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। এর সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত ভিত্তি রয়েছে। সাধারণত ইসলামি আইন মোতাবেক ওয়াকফ সম্পত্তি প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হাজী ফজলুল হক একজন ভূষামী। তিনি অনেক জমির মালিক। তার গ্রামে সৈদের নামাজ কোনো স্থানে নেই। এ কারণে স্থান নেওয়ার জন্য তিনি তার একটি জমি বিনামূলে রেজিস্ট্র করে দেন। তিনি শরীয়ত মোতাবেক এ দান করেন। হাজী ফজলুল হক তা গ্রামবাসীর কল্যাণে দান করেন। এক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় কাজের জন্য তার সম্পত্তি দান করেন। জমি দান করার ক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করেন। তার এই দান ওয়াকফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, হাজী ফজলুল হক ওয়াকফের মাধ্যমে তার সম্পত্তি দান করেন।

ঘ সমাজকর্ম ব্যবস্থা হিসেবে উক্ত দান অর্থাৎ ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম।

ওয়াকফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন— দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ প্রত্যক্ষ স্থাপনে ওয়াকফের ভূমিকা অনবদ্য। ধর্মীয় চেতনাবোধ জাগ্রত করে পরোপকার ও সেবামূলক কাজে ত্রুটী হওয়ার ওয়াকফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওয়াকফকৃত সম্পদ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অসহায় ও দরিদ্রদের দান-ব্যয়বোধ করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানেও ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াকফ-ই-খাইরি রীতিতে দরিদ্র, অসহায় মানুষের কল্যাণে সাধারণত সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়। এর ফলে সমাজের দুর্ঘাত অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধিত হয়। পাশাপাশি গরিব-আঞ্চীয়-সজ্জন ও আশ্রিত ব্যক্তিদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে ওয়াকফ-ই-আহলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উকীপকে হাজী ফজলুল হক ওয়াকফের মাধ্যমে তার গ্রামে ইদগাহ প্রতিষ্ঠার জন্য জর্মি দান করে। ঈদগাহ প্রতিষ্ঠিত হলে তার গ্রামের লোকজনের ঈদের নামায পড়তে কোনো অসুবিধা হবে না। এ ব্যবস্থা গ্রামের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করবে, যা সমাজকল্যাণের সাথে সম্পর্কিত।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ওয়াকফ একটি ইসলামি শরীয়তের বিধান মোতাবেক জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা। এর ফলে সমাজের বিশেষ করে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজ তুরাহিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ প্রেক্ষাপট-১: মায়া বেগম একজন অসহায় বিধবা। ছেট ছেট শিশু সন্তানদের চাহিদা পূরণে তিনি অনেক পরিশ্রম করে অর্থ উপর্জন করে। এমতাবস্থায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তাকে বিধবা ভাতা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেন।

প্রেক্ষাপট- ২: মাসুক সাহেবে একজন অবসরভোগী সরকারি কর্মকর্তা। সরকার প্রদত্ত অবসর ভাতা তার পরিবারের চাহিদা মেটাতে উক্তখোগ্যভাবে সহায়তা করছে। /প্রদিল্লা ভিত্তীরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১।

ক. সামাজিক পরিবর্তন কী?

১. ওয়াকফ বলতে কী বোঝায়?

২. প্রেক্ষাপট-১ ও প্রেক্ষাপট-২ এর আলোচিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করো।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনের একটি হাতিয়ার —বিশেষণ করো।

৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

সমাজকর্ম আজ যে পেশাদার ভূমিকায় অবর্তীর্ণ হয়েছে, তা অনেকটাই সম্ভব হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের কারণে। মূলত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে সমাজকর্মের আধুনিকতার বীজ রোপিত।

উকীপকে বিধবা মায়া বেগম এবং মাসুক সাহেব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সাহায্য পেয়ে থাকেন। এ ধরনের সাহায্য ব্যবস্থা সমাজের অসহায় মানুষকে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করে। এই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজকর্মের উদ্দেশ্য পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা। বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে সামাজিক ভূমিকা পালনে উদ্যোগী করে তোলা হয়। সমাজকর্ম যেমন মানুষের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি সমস্যার সমাধানপূর্বক সুরী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলে তেমনি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণির মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণ ও উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। সমাজকর্ম মূলত ব্যক্তির বস্তুগত ও অবস্থাগত সম্পদের সর্বোচ্চ সম্ভ্যবহারের মাধ্যমে তাকে আঞ্চনিকরণীয় হতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ গঠনে উদ্যোগী হয়। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যক্তি ও তার পরিবারের জন্য একটি অর্থনৈতিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। সমাজকর্ম ব্যক্তি ও পরিবারকে এই অধিকার ও নিরাপত্তা লাভে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মুনিম সাহেব একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি সাধনে তিনি ইসলামের একটি অন্যতম ফরজ যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি এবং এই ফরজ পালন পরিবদের অধিকার বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

/প্রদিল্লা ভিত্তীরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১।

ক. সরাইখানার মূল চালিকাশক্তি কী?

১. ধর্মগোলা কীভাবে গড়ে তোলা হয়?

২. মুনিম সাহেব কিছু শর্তপূরণ সাপেক্ষে ফরজ কাজটি পালন করেন —ব্যাখ্যা করো।

৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মুনিম সাহেবের কার্যক্রমের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

৪. সরাইখানার মূল চালিকাশক্তি হল মানবতাৰোধ।

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সরাইখানার মূল চালিকাশক্তি হল মানবতাৰোধ।

খ. ধর্মগোলা মূলত দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাব মোকাবিলার জন্য গঠন করা হয়।

ত্রিটিশ শাসিত ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন সময় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বিশেষ করে ১৭৭০ ও ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। এসব দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য ধর্মগোলার সৃষ্টি হয়। এ লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকরা গ্রামে ধর্মগোলা স্থাপন করেন। এ ধর্মগোলায় ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল সংগ্রহ করে রাখা হতো এবং অভাৱ বা দুর্ভিক্ষের সময় তা বিনামূলে বিতরণ করা হতো।

গ. মুনিম সাহেব যাকাত বিতরণের শর্তসমূহ মেনেই যাকাত প্রদান করেন।

ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো মুসলমানের সম্পদ যাবতীয় ব্যায় নির্বাহের পর বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ উচ্চত থাকলে নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ বা সম্পদ বিতরণের বিধানই যাকাত।

প্রেক্ষাপট-১ এবং ২-এ যথাক্রমে সামাজিক সাহায্য এবং সামাজিক বিমা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে।
সামাজিক নিরাপত্তা মূলত অন্যতম ও অসহায় ব্যক্তিদের জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। এ ধরনের কর্মসূচি মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে মানুষকে সুরী ও সমৃদ্ধ করে তোলে।
প্রেক্ষাপট-১ এ উল্লিখিত মায়া বেগম একজন অসহায় বিধবা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তাকে বিধবা ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। মায়া বেগমের ভাতা প্রাপ্তি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সামাজিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত এক ধরনের সাহায্য ব্যবস্থা হচ্ছে সামাজিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে সরকার ভাতা রাজস্ব আয় বা নিজস্ব তহবিল থেকেও এ ধরনের কাজে অর্থায়ন করে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, অন্ধ সাহায্য, নির্ভরশীল শিশুদের পরিবারের সাহায্য প্রভৃতি সামাজিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রেক্ষাপট-২ উল্লিখিত মাসুক সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। তিনি সরকার কর্তৃক অবসর ভাতা ভোগ করেন। তার এই অবসর ভাতা সামাজিক বিমার অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক বিমা বার্ধক্য, অক্ষমতা, উপার্জনকারীর মৃত্যু, পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থিতার মতো সংবিধিবদ্ধ শর্তাধীনে ঝুঁকির বিরুদ্ধে নাগরিকদের রক্ষায় সরকার বা সংস্থা কর্তৃক অর্থনৈতিক কর্মসূচি। যেমন- চাকরিজীবীদের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল, পেশাগত কল্যাণ তহবিল, যৌথ বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি। তাই বলা যায়, সামাজিক সাহায্য ও সামাজিক বিমা সামাজিক নিরাপত্তার দুটি ভিন্ন কর্মসূচি।

মুনিম সাহেব একজন সম্পদশালী ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ধর্মীয় বিধান অনুসারে তিনি তার সম্পদের নির্ধারিত অংশ পরিবেরের মাঝে বিতরণ করেন। তার এ কাজটি ইসলাম ধর্মের যাকাতকে নির্দেশ করছে। যাকাত বিতরণের ফলে তিনি এর শর্তসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলেন। এক্ষেত্রে তিনি দরিদ্র, মিসকিল, আগ্রহস্ত, চৃষ্টিবর্ধ্ম দাসদাসী, মুসাফির, ধর্মযোদ্ধা যাকাত আদায়কারী কর্মচারী এবং নওমুসলিমদের মধ্যে যাকাত বিতরণ করেন। এছাড়া মুসলমান নয় এমন ব্যক্তি এবং তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের তিনি যাকাত প্রদান করেন না। মুনিম সাহেব তার যাকাতের অর্থ মসজিদ নির্মাণ, ব্রহ্মাণ্ডটি এবং হাসপাতাল তৈরি ও সংস্কারের কাজে ব্যয় করেন না। কারণ যাকাতের অর্থে শুধুমাত্র গরিবেরই অধিকার থাকে। মুনিম সাহেব এসব বিষয়গুলো বিবেচনা করেই যাকাত প্রদান করেন।

৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মুনিম সাহেবের যাকাত প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম।

যাকাত ধনীদের প্রতি পরিবের অধিকার। যাকাত অসহায়, দরিদ্র মানুষের সমস্যা সমাধানে অংশনেতৃত্ব নিশ্চয়তা দান করে। আমাদের দেশে সম্পদের সুষম ব্যবস্থা দেখা যায় না। এক্ষেত্রে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সম্পদশালী ব্যক্তিরা সম্পদ কুঞ্চিত না রেখে একটি নির্দিষ্ট অংশ অসহায়, দরিদ্র ও দুর্ঘটনার কল্যাণে দান করবে। এর ফলে সম্পদশালী ব্যক্তিদের অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিত্তিত হবে। যাকাত সমাজের দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণে সম্পদশালী মুসলমানদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণের পাশাপাশি তা পালনে তাদেরকে বাধ্য করে। এ ধরনের নির্দেশনা যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধকে জাগিয়ে তোলে। আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। যাকাতের অর্থে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব। দরিদ্রের কারণে আমাদের দেশের অনেক মানুষ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। যাকাতের অর্থ মানুষ অভাব মেটাতে সাহায্য করবে। এর ফলে সমাজ থেকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

উদ্দীপকে মুনিম সাহেব ইহকালীন ও পারলোকিক মুক্তির উদ্দেশ্যে যাকাত আদায় করেন। এর মাধ্যমে মুসলমান হিসেবে তিনি তার ফরজ পালন করেন। তার যাকাতের অর্থ সমাজের দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় হয়। সমাজের-সামগ্রিক উন্নয়নে যা কার্যকর ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মুনিম সাহেবের কার্যক্রমের অর্থাৎ যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ৩০ শাহিদা সন্তুষ্ট এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কঠোর পর্দা প্রথার ভিত্তির মাধ্যমিক পাস করার পরই শাহিদাকে এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সাথে বিয়ে দেয়া হয়। তার সংসারমন্ত্রণা ও বিদ্যানুরাগী স্বামীর অনুপ্রেরণায় শাহিদা নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

[বিষ্ণুপুর সরকারি কলেজ] প্রশ্ন নং ৩০

- ক. সতীদাহ প্রথা কী? ১
- খ. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের শাহিদার সাথে কোন সমাজ সংস্কারকের মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. শাহিদার কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ড বর্তমানে কতটা গ্রহণযোগ্য? মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু সমাজে প্রচলিত স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত স্বামীর সাথে একই জীবন অধিকৃতে জীবিত স্ত্রীর সহমরণই সতীদাহ।

খ সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে রাস্তা প্রদত্ত আয়ের ব্যবস্থাকে বোঝায়।

মূলত দ্রুত পরিবর্তনশীল ও শিল্পায়িত সমাজব্যবস্থায় অসুস্থিতা, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, উপার্জন অক্ষমতা, পেশাগত দুর্ঘটনা, মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য বিপদাপদের কারণে অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত আর্থিক বা অন্যভাবে সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমই

হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের শাহিদার সাথে নারী জাগরণের অগ্রদৃত বেগম রোকেয়ার মিল পাওয়া যায়।

মুসলিম নারী সমাজের জীবনে শিক্ষা ও অধিকার অর্জন আন্দোলনের পৃথিবীতে বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালে রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত গৌড়া ও মুসলিম জমিদার পরিবারের সন্তান হিসেবে পর্দা প্রথার মধ্যে তিনি বেড়ে উঠেন। বড় ভাই ও বোনের কাছে শিক্ষাগ্রহণ শুরুর পর স্বামী খান বাহাদুর সাথাওয়াত হোসেনের উৎসাহে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বেগম রোকেয়া অবিভুত বাংলায় মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তার হাতেই প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার এই কার্যক্রমের সাথে উদ্দীপকের শাহিদার মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শাহিদা সন্তুষ্ট মুসলিম পরিবারের সন্তান, যা বেগম রোকেয়ার পারিবারিক জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বেগম রোকেয়ার মতো শাহিদাকেও অন্ন বয়সেই উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে স্বামীর অনুপ্রেরণাতেই শাহিদা নারী শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখে। তাই বলা যায়, নারী জাগরণের অগ্রদৃত বেগম রোকেয়ার সাথে উদ্দীপকের শাহিদার মিল লক্ষণীয়।

ঘ শাহিদার কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সমাজ সংস্কারক হলেন বেগম রোকেয়া এবং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার কর্মকাণ্ড পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য।

বেগম রোকেয়া মেয়েদের স্কুল, সাহিত্যকর্ম, মুসলিম নারী সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে ত্রিটিশ ভারতের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে কাজ করেন। ‘আঙ্গুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বালিকাদের শিক্ষা প্রদান, দুর্ঘ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, সামাজিক, অংশনেতৃত্ব কর্মকর্তার আদায়ে মহিলাদের সংগঠিত করায় ভূমিকা রাখেন। লেখনীর মাধ্যমে তিনি নারী-পুরুষ বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, নারী জাতির অলসতা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার সংস্কারে কাজ করেন। বেগম রোকেয়ার কর্মপদ্ধতি তার যুগে যেমন কার্যকর হয়েছিল তেমনিভাবে বর্তমানেও ফলপ্রসূ হতে পারে।

বিশ্বায়নের এই সময়েও নারীরা পুরুষতাত্ত্বিক সামাজিক ও ধর্মীয় গৌড়ামি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। নারীদের শিক্ষার হার এখনো শতভাগ করা সম্ভব হয়নি। সেই সাথে দুর্ঘ, অসহায় ও দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার হারও আশাপ্রদ নয়। সমাজের এই সম্মত অনগ্রসর দিকগুলোতে কাজ করার জন্য বেগম রোকেয়ার কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য হতে পারে। বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত মহিলা সমিতি, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি সমাজের অনগ্রসর নারী সমাজকে এগিয়ে আনতে সহায়ক হবে। তার রচিত সাহিত্যকর্ম নারীদের অধিকার সচেতন করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, নারীদের উন্নয়নের মূল প্রোত্তে সম্পৃক্ত করতে বেগম রোকেয়ার কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ৩১ রাবেয়া বেগম একাডেমিক কোলেজে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাননি। নিজের আগ্রহ ও ভাইয়ের সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি নারী সমাজকে অন্ধকার থেকে উন্মুক্তের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

[আলোচনা কলেজ, সিলেট] প্রশ্ন নং ৩১

- ক. সমাজ সংস্কারক কী? ১
- খ. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের ব্যক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির পরিচয় দাও। ৩
- ঘ. নারী শিক্ষা আন্দোলনে তার অবদান আলোচনা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু সমাজে প্রচলিত স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত স্বামীর সাথে একই জীবন অধিকৃতে জীবিত স্ত্রীর সহমরণই সতীদাহ।

৩ সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজবস্থির মানুষের জীবনধারার প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়, ব্যবস্থা ও ক্রিয়ার পরিবর্তন।

পরিবর্তন হলো এক ধরনের বৃপ্তি। সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্তির উত্তীর্ণ, সরকার্ব্যবস্থার পরিবর্তন, বিবাহ-বিচ্ছেদ হারের হ্রাসবৃদ্ধি, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা বা পেশাগত পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়। বৃহত্তর পরিসরে শিল্পায়ন, নগরায়ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক বিন্যাসগত পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪ উদ্দীপকের রাবেয়া বেগমের সাথে নারী জাগরণের অগ্রদৃত বেগম রোকেয়ার মিল পাওয়া যায়।

বিংশ শতকের প্রথম দিকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ধৰ্মীয় গোড়ামির প্রভাবে গৃহবন্দী নারীদের অধিকার আদায়ে অবিভক্ত বাংলায় যার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্বারণ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন মহীয়সী বেগম রোকেয়া। পারিবারিক বিধি-নিষেধের কারণে তিনি কোনো বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তিনি ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদৃত। তিনি নারীদের শিক্ষার প্রসার ও মুক্তির জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কাজ করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাবেয়া বেগম একাডেমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি। নিজের আগ্রহে ভাইয়ের সহযোগিতায় তিনি শিক্ষা লাভ করেন। নারী সমাজকে অন্ধকার থেকে উন্মুক্ত করতে তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এতে বোঝা যায়, রাবেয়া বেগমের সাথে বেগম রোকেয়ার মিল রয়েছে।

বেগম রোকেয়া রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সালে ৯ ডিসেম্বর বাবা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের এবং মাতা বাহ্যতুল্লেসা সাবেরা চৌধুরাণীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা ও মুক্তির লক্ষ্যে সারাজীবন ধরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বেগম রোকেয়া পারিবারিক জীবনে ভাই-বোনদের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে বড় হন। তার অদম্য আগ্রহ এবং বড় ভাই ইত্তাহিম সাবির, বড় বোন করিমুজেসা এবং স্বামী সাখাওয়াত হেসেনের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ঘরে বসেই তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে লেখাপড়া করেন। ১৯০৯ সালের ৩ মে স্বামী মারা যান। এই বছরই তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাধারে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদৃত, শিক্ষার্থী, সমাজসেবক, সাহিত্যকারী এবং সমাজ সংস্কারক হিসেবে ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।

৫ উদ্দীপকে নিদেশিত বেগম রোকেয়া অবিভক্ত বাংলার নারী শিক্ষা আন্দোলনের পৃথিবৃক্ত।

বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদৃত হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণকরে লেখা রয়েছে। বেগম রোকেয়া তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মেয়েদের স্কুল, সংগঠন এবং সাহিত্য ও লেখালেখি নিয়ে ব্যক্ত সময় অতিবাহিত করেন। শিক্ষা অর্জনে তিনি নিজে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি নারী শিক্ষা বিস্তারে ভূয়সী অবদান রেখে গেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাবেয়া বেগম নিজের ভাইয়ের সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ করে নারী সমাজের উত্তরণের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। যা বেগম রোকেয়ার কার্যক্রম ও উদ্যোগের প্রতিফলন। ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর বেগম রোকেয়া স্বামীর রেখে যাওয়া অর্থে একটি প্রাথমিক মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটিকে কলকাতা লেয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯১৫ সালে এ স্কুলে ৮৫ জন ছাত্রী হয় এবং প্রাইমারিতে উন্নীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২৯ সালে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালে 'মুসলিম মহিলা সমিতি' নামে একটি দলীয় সংগঠন গঢ়ে তোলা হয়। এ সংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ, অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করাসহ বিভিন্ন উন্নেব্যোগ্য কাজ পরিচালনা

করতেন। এছাড়া, তার সাহিত্যকর্মে সবসময় নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির জয়গান প্রতিফলিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, আজকে নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির যে জয়গান চারদিকে প্রতিষ্ঠানিত হয় তার গোড়াপত্র করেছেন বেগম রোকেয়া।

প্রাপ্তব্য সৈয়দ মো. নাসিম আলী পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তার মৃত্যুর আগে উইল করে তার সম্পত্তি তিনি ভাগে ভাগ করেন। একভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, আরেক ভাগ তার বংশধরদের দান করেন এবং বাকি অংশ ধর্মীয় কাজের জন্য দান করেন। এ দানকৃত সম্পত্তির আয় স্বার্ব দুর্বল, এতিম অসহায়দের ভরণ-পোষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

/আলোচনা উন্নেস্ত, সিনেট। প্রপ নং ৬/

ক. যাকাত কী?

১. দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়— ব্যাখ্যা কর।

২. গ. সৈয়দ মো. নাসিম আলী সম্পত্তির দান কার্যক্রম কোন সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

৩. ঘ. দানকৃত সম্পত্তি কীভাবে উদ্দীপকে উলিখিত উন্নয়নমূলক

কার্যক্রম করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা কর।

৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো মুসলিমানের সম্পদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর বার্ষিক নিদিষ্ট পরিমাণ উন্নত থাকলে নিদিষ্ট শ্রেণিতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ বা সম্পদ বিতরণের বিধানই যাকাত।

ব দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়, অর্থাৎ দানশীলতার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দান ব্যক্তির ইচ্ছান্তর বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সেবামূলক কার্যক্রম। একেত্রে দাতার উদ্দেশ্যই মুখ্য, গ্রাহীতার প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রথা স্বাবলম্বন নীতিতে বিশ্বাসী নয়। ফলে এর মাধ্যমে মানুষের কর্মসূহ নষ্ট হয় এবং ব্যক্তি পরিনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এটি মানুষের সুস্থ প্রতিভার বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিপন্থী।

১. সৃজনশীল ১০ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

২. সৃজনশীল ১০ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রাপ্তব্য ৯ ডিসেম্বর একটি জাতীয় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি সৈয়দা হক বলেন, 'তিনি সুতীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন স্থিবির সমাজব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং সমাজের মর্মমূলে আঘাত হেনেছিলেন। তিনি নারীদের সংঘটিত করেছিলেন, নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা তাই তাকে আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।'

/আল্টনফেস্ট কলেজ, রোপার। প্রপ নং ৬/

১. ক. সতীদাহ প্রথা কী?

২. খ. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝা?

৩. গ. উদ্দীপকে সৈয়দা হক কোন সমাজ সংস্কারকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? বুঝিয়ে লিখ।

৪. ঘ. নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ইঙ্গিতকৃত সমাজ সংস্কারকের অবদান মূল্যায়ন কর।

৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সতীদাহ প্রথা বলতে তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সাথে একই অগ্নিকুণ্ডে জীবিত স্ত্রীর সহমরণকে বোঝায়।

ব সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজ কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কার্যবলির পরিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তন মূলত একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় উপনীত হওয়াকে বোঝায়। পরিবর্তন একটি অবশ্যত্বাবী বিষয়। পরিবর্তন ছাড়া সমাজের কল্যাণ আশা করা যায় না। কেননা কল্যাণ

অর্থই হচ্ছে ইতিবাচক পরিবর্তন। আর এই সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ. উদ্দীপকে সৈয়দা হক বেগম রোকেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রন্ত। তিনি মেয়েদের স্কুল, সাহিত্যকর্ম, মুসলিম নারী সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে ত্রিটিশ ভারতের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে কাজ করেন। তাদের শিক্ষার প্রসারে তিনি ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আজুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বালিকাদের শিক্ষা প্রদান, দুর্মিথ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের আশ্রয় এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে মহিলাদের সংগঠিত করায় ভূমিকা রাখেন। লেখনীর মাধ্যমে তিনি নারী-পুরুষ বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, নারী জাতির অলসতা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার সংস্কারে কাজ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ৯ ডিসেম্বর একটি দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি সৈয়দা হক একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে, তিনি সুতীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে স্থবির সমাজ ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং সমাজের মর্মমূলে আঘাত করেছিলেন। তিনি নারীদের সুসংগঠিত ও নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সৈয়দা হকের এ কথাগুলো বেগম রোকেয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই বলা যায়, সৈয়দা হক বেগম রোকেয়ার কথাই বলেছিলেন।

ঘ. নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বেগম রোকেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি ১৯০৯ সালে বাংলার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া অর্ধে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক সমস্যাজনিত কারণে ১৯১১ সালে তিনি স্কুলটি ভাগলপুর হতে কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তর করেন। তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলমানদের বিরোধিতা ও নানা প্রতিবন্ধকর্তা সঙ্গেও তিনি অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় মনোবলের সহিত নারীর শিক্ষা বিস্তারের কাজ এগিয়ে নিতে থাকেন। পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তারই প্রচেষ্টায় শিক্ষিকাদের মানোন্নয়নের জন্য ১৯২৯ সালে সরকারি সাহায্যে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিম নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে 'আজুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি সংগঠন করে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দান, বিধবা দুর্মিথ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থাসহ নানা সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ চালাতে থাকেন। উদ্দীপকে সৈয়দা হক প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেগম রোকেয়ার কথাই বলেছেন। আর বেগম রোকেয়া নানাভাবে নারী মুক্তি ও তাদের শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বাংলার নারী সমাজের মুক্তি ও তাদের শিক্ষার প্রসারে বেগম রোকেয়ার অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ► ৩৪. রাম ও রহিম দুজন বাল্য বন্ধু। তারা নিজ নিজ ধর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। রাম মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ একটি অনাথ আশ্রমে দান করে দিলেন। নিঃসন্তান রহিম তার সম্পত্তির অর্ধেক গ্রামের মসজিদে এবং বাকি অর্ধেক ছোট ভাইয়ের হেলেকে দালিলিকভাবে দান করেন। এতে একদিকে যেমন ধর্মীয় কল্যাণ হয়, অন্যদিকে সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ সাধিত হয়।

ক. সরাইখানার আধুনিক বূপ কী?

খ. দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয় কেন?

গ. উদ্দীপকে রামের সম্পত্তি দানকে কী নামে অভিহিত করা যেতে পারে? বুঝিয়ে লিখ।

ঘ. উদ্দীপকে রাম ও রহিমের সম্পত্তি দান ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হলেও সমাজসেবা ও মানব কল্যাণে উভয়ের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ— উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সরাইখানার আধুনিক বূপ হলো— হোটেল বা মোটেল।

খ. দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয় অর্থাৎ দানশীলতার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দান ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সেবামূলক কার্যক্রম। এতে দাতার উদ্দেশ্যই মুখ্য, দান গ্রহীতার প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। দান ব্রাবলম্বন নীতি বর্জিত বিধায় মানুষের কর্মসূচা নষ্ট করে পরিনির্ভুলীতা গড়ে তোলে। এটি মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিপন্থী। এগুলোই হলো দানশীলতার দুর্বল দিক।

গ. সূজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ'-এর উত্তর দেখো।

ঘ. উদ্দীপকে রাম ও রহিমের সম্পত্তির দান সমাজকল্যাণে দেবোত্তর ও ওয়াকফকে নির্দেশ করে। যা মানবকল্যাণে ও সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কোনো হিন্দুর সম্পত্তি আংশিক বা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করাকে দেবোত্তর বলে। কিন্তু তাদের এ দানকৃত সম্পত্তি দ্বারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন- অনাথ আশ্রম, মন্দির, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যা মানবকল্যাণ ও সমাজসেবায় নিয়োজিত। হিন্দুধর্মের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেবোত্তর অন্যতম। মূলত এ সম্পত্তি উৎসর্গ করার পেছনে তগবানের সন্তুষ্টি, পুণ্যার্জনে, পাপ মোচন ইত্যাদি কাজ করে। ওয়াকফ হলো কোনো ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে মুসলিমানের সহায়-সম্পদ ও সম্পত্তি স্থায়ীভাবে দান করা। সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দ্বারা বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা, করবস্থান, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ ও সংস্কার, অসহায় ও দরিদ্রদের দান খরচাত করা হয়। এভাবে দেবোত্তর ও ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাণ্য আয় প্রতিষ্ঠানিক নিয়মশৃঙ্খলা মাফিক সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়। সেই সাথে এ সম্পত্তি দ্বারা অনেকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন জনহিতকর কাজকে ত্বরান্বিত করে।

উদ্দীপকে রাম ও রহিম নিজ নিজ ধর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। রাম মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ একটি অনাথ আশ্রমে দান করেন। অন্যদিকে, রহিম তার সম্পত্তির অর্ধেক গ্রামের মসজিদে এবং বাকি অর্ধেক ছোট ভাইয়ের হেলেকে দালিলিকভাবে দান করেন। এতে একদিকে যেমন ধর্মীয় কল্যাণ হয়, অন্যদিকে সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ সাধিত হয়।

সুতরাং বলা যায় রাম ও রহিমের দান ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হলেও মানব কল্যাণে ও সমাজসেবায় এর ভূমিকা অন্যন্য।

প্রশ্ন ► ৩৫. মিসেস রেহেনা ১৮৮০ সালে একটি সন্তুষ্ট মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী, প্রতিবাদী ও সমাজসংস্কারক। প্রতিকূল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি নিজের চেষ্টায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন এবং শিক্ষা বিস্তার, নারী জাগরণ, নারীদের অধিকার আদায়, সাহিত্য সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। /জ. আকুর প্রাজ্ঞক মিডিসিপ্যাল কলেজ, বৃহস্পতি। পৃষ্ঠা নং ৫/

ক. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন ১৮২৯ সালের কোন তারিখে প্রণীত হয়?

খ. সমাজসংস্কার বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে মিসেস রেহেনার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন মহীয়সী নারীর মিল রয়েছে? তার পরিচয় দাও।

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে
প্রণীত হয়।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা
ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়াধির বিরুদ্ধে
কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি প্রথা,
প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অঙ্গজালজনক বলে বিবেচিত
সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গালজনক রীতিনীতি, প্রথা,
প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ
সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মিসেস রেহেনার সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের বেগম
রোকেয়ার মিল রয়েছে।

বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক
জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে বনেদি মুসলিম
পরিবারগুলো পড়াশোনার মাধ্যম হিসেবে ফর্সি ভাষাকে প্রাথম্য দিত।
বেগম রোকেয়ার পরিবারেও বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রচলন ছিল
না। কিন্তু তিনি তার বড় ভাই ইত্তাহিম সাবেরের সহায়তায় সবার
অগোচরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা রন্ধন করেন। নিজে সুন্দর প্রতিভার
বিকাশ ঘটিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদান রাখেন। নারী
শিক্ষার প্রচলন ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার জন্য তিনি
স্মরণীয় হয়ে আছেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মিসেস রেহেনা ১৮৮০ সালে এক সন্তান মুসলিম
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিকূল পারিবারিক ও সামাজিক
পরিবেশকে উপেক্ষা করে তিনি সমাজে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন।
শিক্ষা বিস্তার, নারী জাগরণ, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্যে তিনি
অসামান্য অবদান রাখেন। মিসেস রেহেনার এসব কর্মকাণ্ড বেগম
রোকেয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রেহেনা বেগমের মাধ্যমে
বেগম রোকেয়ার প্রতিজ্ঞিত ফুটে উঠেছে।

ঘ শিক্ষা বিস্তার এবং নারী জাগরণে উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত বেগম
রোকেয়ার অবদান অপরিসীম।

অবিভক্ত বাংলা মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বেগম
রোকেয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি ১৯০৯
সালে ঝামীর মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া অর্থে ভাগলপুরে 'সাথাওয়াত
মেমোরিয়াল পার্লস স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
পারিবারিক সমস্যাজনিত কারণে ১৯১১ সালে তিনি স্কুলটি ভাগলপুর
হতে কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তর করেন। তৎকালীন
রক্ষণশীল মুসলমানদের বিরোধিতা ও নানা প্রতিবন্ধকর্তা সন্ত্রেও তিনি
অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় মনোবলের সহিত নারীর শিক্ষা বিস্তারের
কাজ এগিয়ে নিতে থাকেন। পরবর্তী স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে
এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তারই প্রচেষ্টায়
শিক্ষিকাদের মানোন্নয়নের জন্য ১৯২৯ সালে সরকারি সাহায্যে
কলকাতার মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম নারীদের
মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ এবং পারিবারিক, সামাজিক ও
রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬
সালে 'আঙ্গুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে
একটি সংগঠন করে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দরিদ্র
বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দান, বিধবা দুর্দশ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের
কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থাসহ নানা সেবা ও
উন্নয়নমূলক কাজ চালাতে থাকেন।

নারীদের অধিকার আদায়ে বেগম রোকেয়া লেখনীর মাধ্যমে তাদের
উন্নয়ন করেন। উদ্দীপকে মিসেস রেহেনার কর্মকাণ্ডে বেগম রোকেয়ার
কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়েছে এবং বেগম রোকেয়া উপরে বর্ণিতভাবে
শিক্ষা বিস্তার ও নারী জাগরণে ভূমিকা রেখে গেছেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বেগম রোকেয়ার প্রত্যক্ষ
অবদানে নারীরা আজ পুরুষের পাশাপাশি সমাজে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা
পালন করে যাচ্ছে।

গ্রন্থ ► ৩৬ জনাব সুলতান শ্যামনগর এলাকায় একজন দানবীর নামে
পরিচিত। তিনি সারাজীবন প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছেন। তার অর্জিত
সম্পদ থেকে তিনি প্রতিদিন গরিব-দুঃখী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেন।
আর যখন বন্যা, খরা, জলোছাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কারণে
মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে তখন তিনি নিজস্ব সম্পদ থেকে দুর্গতদের
মাঝে ত্বাপসামগ্রী বিতরণ করেন।

জ. আক্তুর রাজ্যক মিটিনিসিপাল কলেজ, মনোর। গ্রন্থ নং ৪।

ক. ওয়াকফ অর্থ কী?

১

খ. যাকাত বলতে কী বোব?

২

গ. উদ্দীপকে কোন সন্তান সমাজকল্যাণের ইঞ্জিত রয়েছে? ব্যাখ্যা
কর।

৩

ঘ. সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে উক্ত সন্তান সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের
গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়াকফ অর্থ আটক।

খ ইসলামি অর্থনীতির ভাষায় যাকাত বলতে ঝণ ও যাবতীয় প্রয়োজন
নির্বাহের পর নিসাব অর্থাৎ $7\frac{1}{2}$ তোলা ষৱ্ণ বা $5\frac{1}{2}$ তোলা রৌপ্য বা
মূল্যের কোনো অর্থ কারও নিকট পূর্ণ এক বছর সঞ্চিত থাকলে, তার
নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করার বিধানকে বোঝায়।
ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো মুসলমানের বার্ষিক যাবতীয় ব্যয়
নির্বাহের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্নত থাকলে নির্দিষ্ট হারে নির্ধারিত খাতে
বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ বা সম্পদ বিতরণের বিধানই যাকাত। ইসলামের
পাঁচটি স্তুতির মধ্যে যাকাত একটি— এর অর্থ পরিত্বকরণ বা বৃক্ষি পাওয়া।
অর্থাৎ যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ পরিত্বক হয় এবং বৃক্ষি পায়।

গ উদ্দীপকে সন্তান সমাজকল্যাণের দানশীলতার ইঞ্জিত রয়েছে।

দানশীলতা সন্তান সমাজকল্যাণের সবচেয়ে পুরনো অর্থ শক্তিশালী
রূপ। সাধারণত শক্তিহীনভাবে স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের কল্যাণে কোনো
কিছু দান করার রীতিকেই দানশীলতা বলে। এটি সম্পূর্ণরূপে
ব্রেজপ্রণোদিত। সামাজিক বা ধর্মীয় কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই।
ব্যক্তির ইচ্ছা ও সার্থের উপরই দানশীলতা নির্ভরশীল।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সুলতান শ্যামনগর এলাকায় একজন দানবীর
হিসেবে পরিচিত। তিনি সারাজীবন প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছে। তার
অর্জিত সম্পদ থেকে তিনি প্রতিদিন গরিব-দুঃখী মানুষের কল্যাণে ব্যয়
করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার মাঝে ত্বাপসামগ্রী বিতরণ করেন।
তার এ কাজটি দানশীলতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ তিনি ব্রেজপ্রণোদিত হয়ে
মানুষপ্রেম এবং ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতেই তিনি দান করে
থাকেন। তার দানশীলতা মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের বিস্তৃত, পশ্চাত্পদ,
দুর্ম্মত ও অসহায় শ্রেণির কল্যাণ সাধন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে
দানশীলতাকে ইঞ্জিত করা হয়েছে।

ঘ সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত প্রতিষ্ঠান দানশীলতার
গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক বা পেশাদার সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু হয়
সন্তান সমাজকল্যাণের থেকেই। আর এ গ্রন্থিত্ব বা সন্তান সমাজকল্যাণের
মূল ভিত্তি ছিল দানশীলতা। তাই সন্তান কিংবা আধুনিক
সমাজকল্যাণের যেকোনো রূপেই দানশীলতা ভূমিকা অন্তর্বিকার্য।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতান সাহেব দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অর্থসম্পর্ক করেন। তার এ কার্যক্রম সনাতন সমাজকল্যাণের দানশীলতাকে নির্দেশ করে। আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশে এই দানশীলতা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। প্রাচীনকালে সামাজিক বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো ধর্ম ও দর্শনের অনুপ্রেরণা থেকে। সে সময় মানুষ ধর্মীয় ও দাশনিক চিন্তাচেতনায় উন্নৰ্ব হয়ে নিজেদের বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখত। এক্ষেত্রে দানশীলতা ছিল একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কেননা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দানশীলতাভিত্তিক বিভিন্ন কার্যকলাপকে মহান করে দেখা হতো। সেই সাথে এ ধরনের কাজকে পরকালের মুক্তির উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ প্রেক্ষিতেই মানুষ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উন্নৰ্ব হয়ে দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণমূলক সূত্রপাত ঘটায়। মধ্যযুগেও দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপের প্রভাবে বিভিন্ন দানকার্য পরিচালিত হতো। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে দানশীল কার্যক্রমগুলো সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল হতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং বলা যায়, আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশে উদ্দীপকে নির্দেশিত দানশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ সনাতন সমাজকল্যাণের উদাহরণ জানতে চাওয়া হলে সোহান তার উত্তর সম্পর্কে একটি ম্লাইড তৈরি করে শ্রেণি শিক্ষককে ই-মেইল করে পাঠিয়ে দেয়। ম্লাইডের তথ্যে সোহান উল্লেখ করে—

১. প্রতিবছর একবার প্রদান করা হয়।
২. শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে সম্পদ দান করা হয়।
৩. এর ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
৪. আটটি খাতে প্রদান করতে হয়।

/গ্রামকার্তি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৪/

- ক. সদকা শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. ওয়াকফ ও দেবোত্তর এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে সনাতন সমাজকল্যাণের কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দারিদ্র্য বিমোচনে বর্তমান বিশেষ এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিলোপণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সদকা দানশীলতার একটি বিশেষ রূপ।
খ ওয়াকফ ও দেবোত্তর উভয়ই সেবা বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পদ উৎসর্গের ধারণার কথা ব্যক্ত করে বিধায় দুটির মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। ওয়াকফ বলতে ধর্মীয় বা সমাজকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ স্থায়ীভাবে উৎসর্গ বা দান করাকে বোঝায়। ওয়াকফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। আর, হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী, পাপমুক্তি, মোক্ষলাভ ও ভগবানের সন্তুষ্টি লাভের জন্য দেবতা বা কোনো বিগ্রহের নামে ব্যক্তির সম্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার প্রক্রিয়াকে দেবোত্তর বলা হয়। ওয়াকফ ও দেবোত্তর দানব্যবস্থা হওয়ায় সম্পর্ক লক্ষণীয়।

গ উদ্দীপকে সনাতন সমাজকল্যাণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান যাকাতকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর কোনো ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) অর্থ এক বছর যাবত সঞ্চিত থাকলে তার নির্দিষ্ট অংশ আলাহর নির্ধারিত পথে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করাই হলো যাকাত। যাকাতের নিসাব পরিমাণ হলো সাতে সাত তোলা ষ্টর্ণ বা সাতে বায়ান তোলা রূপা বা সমমূল্যের সম্পদ। যাকাত বছরে একবার দেওয়া হয়। সঞ্চিত সম্পদের আড়াই

শতাংশ যাকাত হিসেবে দান করা হয়। যাকাত ব্যয়ের খাত আটটি। যাকাত দানের ফলে সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, শিক্ষক সনাতন সমাজকল্যাণের উদাহরণ জানতে চাইলে সোহান একটি ম্লাইড তৈরি করে। সেখানে সে উল্লেখ করে যে, এটি শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে বছরে একবার প্রদান করা হয়। এটি প্রদানের খাত আটটি এবং এতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সোহানের ম্লাইডে উল্লিখিত এই তথ্যগুলো উপরে বর্ণিত যাকাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানটি হলো যাকাত।

ঘ দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত কর্মসূচির অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক। যাকাতব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুবম বল্টনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এতে সম্পদ সমাজের মুক্তিমেয় লোকদের মধ্যে কৃক্ষিগত হতে পারে না। সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাত দারিদ্র্য দূর করে সামাজিক সংহতি, প্রগতি ও উন্নয়নকে তুরাবিত করে। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উভয় পক্ষে হলো যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। যাকাত সম্পদশালীদের লোড-লালসা এবং সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে। সমাজের অসহায়, বিষ্ণিত ও নিঃশ্ব শ্রেণির কল্যাণে সম্পদশালীদের সচেতন করে তোলে।

যেকোনো রাষ্ট্রে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকলে অলসভাবে অর্থ জমা এবং তা থেকে প্রতিবছর যাকাত দান করে জমানো টাকা স্বাস করতে কেউ চাইবে না। বরং স্বাভাবিকভাবে মানুষ জমানো টাকা অলসভাবে ফেলে না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পকারখানায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে। এতে শিল্পযন্ত্র তুরাবিত হবার সম্ভাবনা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেকার সমস্যা স্বাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ পুঁজি গঠন ইত্যাদি বহুমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইসলামি বিধান মোতাবেক পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত সংগ্রহ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে সমাজের অসংখ্য দারিদ্র্য শ্রেণিকে আর্থিক দিক দিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এভাবে যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে সোহানের ম্লাইডে উল্লিখিত তথ্যগুলো যাকাতকে নির্দেশ করে। আর যাকাত দানের মাধ্যমে উপরোক্ষিত সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হয়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ কবি মুকুল দাসের ব্রহ্মেশ আনন্দেলন এদেশের জাতীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল। রাজা রামমোহন, সৈয়দরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিত্তাধারাও সমাজজীবনে নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। তেমনি রাজনৈতিক ব্যক্তি জাতির জনক বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এদেশের সাধীনতা এনেছিল, যা সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। /সরকারি বাসিশাল কলেজ। প্রশ্ন নং ৬/

- ক. বেগম রোকেয়া কবি, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. সমাজ সংস্কার বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুজন সমাজ সংস্কারক হিন্দু সমাজে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুটি সংস্কার-এনেছিলেন। সংস্কার দুটি কী কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. একজন সমাজকর্মী জাতির জনক বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যেসকল গুণাবলি অনুসরণ করতে পারে-উদ্দীপকের আলোকে ৪টি গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ঘ বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

ঘ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়ামির বিরুদ্ধে কাঞ্চিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমজ্জলজনক বলে বিবেচিত

সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মজগলজনক বীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যথাক্রমে হিন্দু সমাজের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করেন এবং হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন করেন।

রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিক সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তাদের এই আন্দোলনসমূহ সমাজ গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সতীদাহ প্রথা অনুযায়ী হিন্দু সমাজে জীবিত স্ত্রীকে জলন্ত অগ্নিকাণ্ডে সহমরণের জন্য বাধ্য করা হতো। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় এ ক্ষতিকর প্রথা রহিত করতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশুত্রিতে ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিজক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রবর্তন করেন। এ ছাড়া সতীদাহকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাজা রামমোহন রায়ের এ উদ্যোগের ফলে তৎকালীন হিন্দু বিধবারা এ নিষ্ঠুর প্রথা অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। আবার তৎকালীন ভারতীয় সমাজে কোনো হিন্দু বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এসকল বিধবা নারীরা সমাজে মানবেতের জীবনযাপনে বাধ্য হতো। নারীদের এ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও অসহায়তা ঈশ্বরচন্দ্রকে বিধবা বিবাহ প্রচলনে উন্মুক্ত করে। এর বিপুল ফলে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ জুলাই-লর্ড ডালহৌসির সহায়তায় ‘হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন’ পাস করা হয়।

উদ্দীপকে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ রয়েছে এবং তারা হিন্দুসমাজের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ ও হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন।

৪. একজন সমাজকর্মী বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, স্বনির্ভরতা অর্জন এ চারটি গুণাবলি অনুসরণ করতে পারেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন আদর্শ নেতা ছিলেন। তার নেতৃত্বের গুণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। একজন সমাজকর্মী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণাবলি অনুসরণ করে তার পেশাগত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন বলিষ্ঠ নেতা। একজন সমাজকর্মীও তার এ গুণ অনুসরণ করতে পারেন। তার এ গুণের কারণে সবাই তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলবে। এর ফলে সহজেই তিনি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সমাজকর্মীকেও গণতান্ত্রিক মনোভাবের অধিকারী হতে হবে। এ গুণের কারণে তিনি সাহায্যার্থীকে মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিবেন। এর ফলে সাহায্যার্থী নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে উঠবে। অসাম্প্রদায়িকতা বঙ্গবন্ধুর একটি অন্যতম চারিত্রিক গুণ। একজন সমাজকর্মীকে এ গুণটি অবশ্যই অর্জন করতে হবে। এর ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে তিনি একদৃষ্টিতে বিবেচনা করতে পারবেন যা সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। বঙ্গবন্ধু সবসময় মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে উন্মুক্ত করতেন। একজন সমাজকর্মীও এ গুণটি অনুসরণ করতে পারেন। স্বনির্ভর হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজকর্মী সমাজের মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলবেন। এর ফলে ব্যক্তি নিজের উন্নতির পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, একজন সমাজকর্মী বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত গুণগুলো অনুসরণ করে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন।

প্রশ্ন ৩৯ ইত্তাহিম খলিল কায়িক পরিশ্রম করে সংসার চালান। একদিন কাজে যাওয়ার সময় দুর্ভিদের ছোড়া পেট্রোল বোমায় তার শরীরের অধিকাংশ ঝলসে যায় এবং ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরিবারের একমাত্র উপাঞ্জনশীল ব্যক্তি ইত্তাহিম খলিল মৃত্যুবরণ করায় তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অসহায় হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় ইত্তাহিম খলিলের পরিবারকে সরকার এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়।

প্রশ্নকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১।

- ক. কোন দুর্ভিক্ষকে ‘ছিয়াজরের মরন্তুর’ বলা হয়? ১
খ. তৎকালীন হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন প্রকারের সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমাজকর্মের লক্ষ্য পূরণে কতটা সক্ষম? সুচিত্তি মতামত দাও। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলা ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষকে ‘ছিয়াজরের মরন্তুর’ বলা হয়।

খ. সতীদাহ প্রথা বলতে হিন্দু সমাজে প্রচলিত স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত স্বামীর সাথে একই অগ্নিকুণ্ডে জীবিত স্ত্রীর সহমরণকে বোঝায়। সতীদাহ প্রথা হিন্দু সমাজে অনেক আগ থেকেই চলে আসছিল। এ প্রথা অনুযায়ী জীবিত স্ত্রীকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে সহমরণের জন্য বাধ্য করা হতো। হিন্দু ধর্মান্তরে, স্বামীর সাথে একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্বর্গবাসী হবে এবং স্বামীর পিতৃমাতৃ উভয় কুলের তিনি পুরুষ পাপমুক্ত হবে।

গ. উদ্দীপকে সামাজিক নিরাপত্তার সামাজিক বীমা কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে।

সামাজিক বিমা হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সেই দিক যাতে কোনো ব্যক্তি স্বীয় সামর্থ্য ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে নিসিদ্ধ শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিজেকে ও তার পরিবারকে ভবিষ্যৎ আর্থিক বিপর্যয়ের প্রাক্তালে আর্থিক নিরাপত্তার নিষয়তা দিয়ে থাকে। যেমন- শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, প্রতিদেন্ট ফাস্ট, পেনশন, যৌথ বিমা প্রভৃতি।

সাধারণত বাংলাদেশের মাধ্যমে বিমা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশে সামাজিক বিমার আওতায় কতকগুলো কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে। যেমন- পেশাগত দুর্ঘটনা, অসুস্থিতা, প্রসবকালীন আর্থিক সুবিধা প্রভৃতি। এগুলো বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মসূচিগুলো হলো- শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, যৌথ বা দলীয় বিমা, মাতৃত্ব সুবিধা, বৃন্দ বয়সে পেনশন, প্রতিদেন্ট ফাস্ট এবং কল্যাণ তহবিল। উদ্দীপকে দুর্ভিদের ছোড়া পেট্রোল বোমায় ইত্তাহিম খলিলের শরীর ঝলসে যায় এবং এক পর্যায়ে তার মৃত্যু হয়। এতে তার পরিবারের অন্য সদস্যরা আর্থিকভাবে অসহায় হয়ে পড়লে সরকার তার পরিবারকে এক লক্ষ টাকা সহায়তা দেয়। এটি সামাজিক বিমা কর্মসূচির দৃষ্টিত।

ঘ. উদ্দীপকে ইঞ্জিনের দানকারী সামাজিক বিমা কর্মসূচির অবদান সমাজকর্মের বিকাশে অবিস্মরণীয়।

সমাজকর্ম বিকাশের প্রধান দেশ ইংল্যান্ডে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রযোগ্যতা মূল্যায়ন সাপেক্ষে সামাজিক বিমা ধারণার বিষয়ে প্রকাশ ঘটে। বিংশ বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডে সৃষ্টি হওয়া সামাজিক অনিষ্টয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা নিরসনের কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৪২ সালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শুরু হয়।

প্রথ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম বিভারিজ প্রদত্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়। বিভারিজ প্রদত্ত রিপোর্ট সমাজকর্মের অগ্রযাত্রাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ বিভারিজ রিপোর্টে যেসব বিষয়ের সুপারিশ করা হয় তার প্রত্যেকটি ছিল সমাজকর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। বিভারিজ রিপোর্টেই একটি একীভূত ও সমন্বিত সামাজিক বিমা কর্মসূচি

প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হয়েছিল। বিভাগিজ রিপোর্টিকে সমাজকর্ম বিকাশের প্রধান দলিল বলা হয়। তাই বিভাগিজ রিপোর্টের সুপারিশকৃত সামাজিক বিমা কর্মসূচি ও সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্ররুণে ভূমিকা রেখেছিল। বিভাগিজ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৬ সালে ইংল্যান্ডে জাতীয় বিমা আইন পাস করা হয়।

১৯৪২ সালে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিমা আইনসহ অন্যান্য আইন সমাজকর্মের ভিত্তি গড়ে দেয়। সমাজকর্ম পেশার লক্ষ্যই হলো সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা। তার অংশ হিসেবে বিমা কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজকর্মীরা মানুষের আর্থিক অনিষ্টয়তার বিষয়টি ঘোচাতে সক্ষম হচ্ছেন। তাই বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবে সামাজিক বিমা সমাজকর্ম পেশার বিকাশে অন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ৪০ সন্তুষ্ট মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইমা। কিন্তু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্কুলে গিয়ে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তিনি। তাই বলে হাল ছাড়েন নি। বড় ভাইয়ের কাছে লেখাপড়া শিখে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রাখেন। সর্বক্ষেত্রে নারীদের শিক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম করেন তিনি।

/বেগম বস্তুজেনো

সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪।

- | | |
|---|---|
| ক. বায়তুল শব্দের অর্থ কী? | ১ |
| খ. সমাজসংস্কার বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. উক্তিপক্ষে উল্লিখিত নারীর সাথে কোন মহীয়সী নারীর ব্যক্তিগত জীবনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. 'এ মহিলা ছিলেন বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী আন্দোলনের অগ্রদুর্দ' বক্তব্যটি বিশেষণ কর। | ৪ |

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'বায়তুল' শব্দের অর্থ হলো ঘর।

খ. যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়। সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়ামির বিরুদ্ধে কাঞ্চিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গলজনক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ. উক্তিপক্ষে উল্লিখিত নারীর সাথে বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদুর্দ বেগম রোকেয়ার ব্যক্তিগত জীবনের মিল রয়েছে।

আমদের সমাজবাস্তবতায় যুগ যুগ ধরে নারীরা নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে কিন্তু কিন্তু মহীয়সী নারী নিজেদের প্রচেষ্টা আর পারিবারিক সহায়তায় সমাজের রক্তচক্র উপেক্ষা করে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। এরকমই দুজন মহীয়সী নারী হচ্ছেন উক্তিপক্ষের ইমা এবং বেগম রোকেয়া।

বেগম রোকেয়া সন্তুষ্ট মুসলিম পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তৎকালীন সময়ে বনেদী মুসলিম পরিবারগুলো পড়াশোনার মাধ্যম হিসেবে ফার্সি ভাষাকে প্রাধান্য দিতেন। বেগম রোকেয়ার পরিবার ও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পড়াশোনাকে পছন্দ করত না। কিন্তু বড় ভাই ইন্তাহিম সাবেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বেগম রোকেয়া সবার অগোচরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা রঞ্জ করেন। নিজের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ বাঞ্ছিত হিসেবে আবিজ্ঞত হন। নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহান ভূমিকা পালন করে তিনি ইতিহাসের পাতায় মর্যাদার আসন করে নেন। উক্তিপক্ষে বর্ণিত ইমার জীবনের ক্ষেত্রে একই ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। তিনিও বড় ভাইয়ের সহায়তায়

নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে নারী শিক্ষায় অবদান রাখেন। তাই বলা যায় ইমা যেন বেগম রোকেয়ারই প্রতিরূপ।

ঘ. উক্তিপক্ষে উল্লিখিত নারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নারী হলেন— বেগম রোকেয়া সাধারণত হোসেন যাকে 'বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদুর্দ' বলা হয়ে থাকে।

অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া অর্থে ভাগলপুরে 'সাধারণত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক সমস্যাজনিত কারণে ১৯১১ সালে তিনি স্কুলটি ভাগলপুর হতে কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তর করেন। তৎকালীন বৃক্ষশঙ্খীল মুসলিমদের বিরোধিতা ও নানা প্রতিবন্ধকতা সঙ্গেও তিনি অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় মনোবলের সাথে নারীর শিক্ষা বিস্তারের কাজ এগিয়ে নিতে থাকেন। পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তারই প্রচেষ্টায় শিক্ষিকাদের মানোন্নয়নের জন্য ১৯২৯ সালে সরকারি সাহায্যে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিম নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণবলির বিকাশ এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে 'আগুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দান, বিধবা, দুর্দশ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থাসহ নানা সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ চালাতে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়, আজকে নারী মুক্তির যে জয়গান চারদিকে প্রতিবন্ধনিত হয় তার গোড়াপত্র করেছেন বেগম রোকেয়া। তারই প্রত্যক্ষ অবদানে নারীরা আজ পুরুষের পাশাপাশি সমাজে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে তাংপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ৪১ জনাব আবুল কাশেম একজন রাষ্ট্র কৃষক। তিনি প্রতি বৎসর তার সম্পদের একটি অংশ দরিদ্র ও অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করেন। সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম প্রহণকারী মাইকেল এবং ঝাগের কিন্তু পরিশোধে ব্যর্থ মর্জিনা খাতুনকেও তিনি ঐ অর্থ থেকে দান করেন। তবে তিনি নিদিষ্ট কয়েকটি খাতের বাইরে ঐ অর্থ বিতরণ করেন না।

প্রশ্ন ৪১ জনাব আবুল কাশেম একজন রাষ্ট্র কৃষক। তিনি প্রতি বৎসর তার সম্পদের একটি অংশ দরিদ্র ও অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করেন। সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম প্রহণকারী মাইকেল এবং ঝাগের কিন্তু পরিশোধে ব্যর্থ মর্জিনা খাতুনকেও তিনি ঐ অর্থ থেকে দান করেন। তবে তিনি নিদিষ্ট কয়েকটি খাতের বাইরে ঐ অর্থ বিতরণ করেন না।

ক. বায়তুল মাল কী?

খ. সমাজসংস্কার বলতে কী বোঝায়?

গ. উক্তিপক্ষে বর্ণিত আবুল কাশেমের অর্থ বিতরণ সমাজকল্যাণের কোন ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ বর্ণনা করো।

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থ সুনির্দিষ্ট খাতে বিতরণের তাংপর্য পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো।

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বায়তুল মাল বলতে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার এমন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেখানে বিভিন্ন উৎস হতে জমাকৃত অর্থ ও সম্পদ রাষ্ট্রের ব্যবস্থারসহ জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয়।

খ. যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়ামির বিরুদ্ধে কাঞ্চিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গলজনক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ। উদ্দীপকে বর্ণিত আবুল কাশেমের অর্থ বিতরণ সমাজকল্যাণের প্রতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান যাকাতের উদাহরণ।

ইসলাম ধর্মের মূল পাঁচটি স্তুতের মধ্যে যাকাত হলো বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক বিধান। ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়, কোনো মুসলমানের সম্পদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তৃত্ব থাকলে নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ বা সম্পদ আকারে বিতরণের বিধানই যাকাত। যাকাত গরিবের হক হলেও সব দরিদ্রই যাকাত পাওয়ার অধিকারী নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নিঃস্ব মুসলমান, নিসাব পরিমাণ সম্পত্তিইন দরিদ্র, ঝণশোধে অক্ষম ঝণগ্রস্ত ব্যক্তি, কপৰ্দকহীন ও বিপদগ্রস্ত বিদেশি, ধর্মযোন্দ্বা ও চুক্তিবন্ধ দাসদাসী প্রমুখ শ্রেণির লোকজন যাকাত পাওয়ার অধিকারী। পাশাপাশি মসজিদ নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি ও সংস্কার কাজে এবং হসপাতাল স্থাপন ও সংস্কারেও যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা যাবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জন্য আবুল কাশেম তার সম্পদের একটি অংশ দরিদ্র ও অসহায়দের মধ্যে, নব্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী মাঝেকে এবং ঝণের কিন্তু পরিশোধে ব্যর্থ মর্জিনা খাতুনের মাঝে বিতরণ করেন। অর্থ বিতরণের ক্ষেত্রে আবুল কাশেমের এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয় সমাজকল্যাণের প্রতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান যাকাতের মধ্যে। তাই বলা যায়, সমাজে আর্থিক বিধম্য দূরীকরণে যাকাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ব্যবস্থা।

ঘ। উচ্চ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ যাকাতের অর্থ সুনির্দিষ্ট খাতে বিতরণের তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাত অনন্য। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ ও অর্থ কুক্ষিগত না হয়ে সমাজের অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে যাতে সমাজে সম্পদের ভারসাম্য রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করা হলো যাকাতের মূল লক্ষ্য। যাকাত প্রদানের কিছু সুনির্দিষ্ট খাত রয়েছে, যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে পাওয়া যায়। উদ্দীপকে যাকাত গ্রহণকারী হিসেবে দরিদ্র ও অসহায়, নতুন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী এবং ঝণের কিন্তু পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ তিনটি খাত ছাড়াও যাকাতের আরো কিছু খাত বিদ্যমান এবং খাতগুলোতে যাকাতের অর্থ বিতরণের তাৎপর্যও অপরিসীম।

যাকাত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যটনের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে। এটি দরিদ্র কল্যাণে প্রবর্তিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যা ধনী-গরিবের দূরত্ব কমিয়ে আনে। যাকাত সমাজের ধনী অংশকে বাধ্য করে সমাজের দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণে তাদের দায়িত্ব পালন করতে। এছাড়াও আধুনিক সমাজকল্যাণ ভিক্ষাবৃত্তিকে কখনোই সমর্থন দেয় না। সেই সূত্র ধরে যদি সুনির্দিষ্ট খাতে যাকাতের অর্থ যদি সঠিকভাবে বিতরণ করা হয় তবে দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তির মতো সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাই বলা যায়, সমাজকল্যাণের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যার্জনে যাকাত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই যাকাত ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট খাতে সঠিকভাবে বিতরণ করা হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে অধিক তুরান্তিম করা সম্ভব।

প্রশ্ন। ৪২। বিবেকানন্দ একজন ধার্মিক পুরুষ। তিনি দেব দেবীর পূজায় বিশ্বাস করেন। তিনি শিবের ভক্ত এবং উপাসক। তিনি দেবদেবীর পূজায় নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য সমাজের অন্যদের উৎসাহিত করতেন। এজন্য তিনি প্রকাশ করেছেন দেব-দেবী সৃষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষার জন্য সৃষ্টি ও কৃষ্টি পত্রিকা। প্রতিষ্ঠা করেছেন অনেক মন্দির। তিনি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এছাড়া পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, সমাজের নানা কুসংস্কার দূরীকরণে তিনি বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার উপলব্ধি 'নারীমুক্তি ও স্বাধীনতা ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন ঘটবে না।' /গেসিডেক্ট প্রক্সেসর ডি. ইয়াজিউল্লিস আহমেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুলিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৭।

ক। সমাজ সংস্কার কী?

খ। সমাজকর্মীদের সমাজ সংস্কার ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন কেন? ২

গ। বিবেকানন্দের ধর্মচরণের বৈশিষ্ট্যগত দিক রাজা রামমোহন রায়ের কোন বৈশিষ্ট্যের বিপরীত প্রতিফলন? তোমার পঞ্চিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ। 'বিবেকানন্দের উপলব্ধি রাজা রামমোহন রায়ের সমাজচিন্তার প্রতিফলন'— তোমার উত্তরের সপর্কে যুক্তি দাও। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়ামির বিরুদ্ধে কাঞ্চিত সামাজিক পরিবর্তন।

খ। সমাজে বিদ্যমান নেতৃত্বাচক প্রথাসমূহ সংস্কারের প্রয়োজনে সমাজকর্মীদের জন্য সমাজ সংস্কারের ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জরুরি। সমাজকর্মীদের পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, আইন-কানুন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সামাজিকভাবে অনুপযোগী হয়ে পড়লে তা সংস্কারের আবশ্যিকতা দেখা দেয়। সমাজকর্মীরা এই ধরনের নেতৃত্বাচক প্রথা এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করেন। তাই সমাজ সংস্কার সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের জন্য সহায়ক হবে।

গ। বিবেকানন্দের ধর্মচরণের বৈশিষ্ট্যগত দিক রাজা রামমোহন রায়ের 'একেশ্বরবাদ' বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত প্রতিফলন।

'একেশ্বরবাদ' হচ্ছে হিন্দু ধর্মবলৌদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস। হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন একমাত্র দৈশ্বরের আরাধনার মাধ্যমেই মানুষের মুক্তি সম্ভব। দৈশ্বরের সারিধ্য লাভের জন্য কোনো দেব-দেবীর আরাধনার প্রয়োজন নেই। সরাসরি দৈশ্বরের আরাধনা করলেই তিনি মানুষের ভাকে সাড়া দেন— এই এক দৈশ্বরে বিশ্বাসই হলো একেশ্বরবাদ। রাজা রামমোহন রায় এ ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে উদ্দীপকের বিবেকানন্দ বহু দেব-দেবীর আরাধনায় লিপ্ত রয়েছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় বিবেকানন্দ শিবজন্ম উপাসক। শিব হিন্দুদের একজন দেবতা। দেব-দেবীর উপাসনার মধ্যে বিবেকানন্দ মানুষের মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছেন। তাই তিনি এ পথে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন একেশ্বরবাদী। মানুষের মধ্যে এক দৈশ্বরের ধারণা প্রচার করতে তিনি গড়ে তোলেন ভ্রান্ত সমাজ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে বিবেকানন্দ বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। তাই তার মাঝে রামমোহন রায়ের ধর্ম বিশ্বাসের বিপরীত প্রতিফলনই লক্ষ করা যায়।

ঘ। বিবেকানন্দের উপলব্ধি হচ্ছে 'নারীমুক্তি ও স্বাধীনতা ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন ঘটবে না' যা রাজা রামমোহন রায়ের সমাজচিন্তার প্রতিফলন।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তাই তাদেরকে ছাড়া সমাজ উন্নয়ন প্রত্যাশা করা যায় না। একেতে নারীকে তার নায় অধিকার প্রদান করে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করাই সমাজসচেতন মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত। আর এ মহান কর্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত মানুষ হলেন রাজা রামমোহন রায়। যার চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে বিবেকানন্দের মধ্যে।

রাজা রামমোহন রায় নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নারীর অধিকার আদায়ে এবং নারীদের কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ব্রতী হন। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়, তৎকালীন সমাজে প্রচলিত 'সতীদাহ প্রথা' বা 'সহমরণ' নামে ভয়ানক কুপ্রথা দূর হয়। এ প্রথায় মৃত স্বামীর সাথে জীবদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। এই অবস্থা থেকে নারীদের মুক্ত করার জন্য তিনি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলেন। একেতে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ লেখেন। যাতে সতীদাহ প্রথার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। এতে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা

রদের আন্দোলনে সফল হন। উদ্দীপকের বিবেকানন্দও নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নারীর অধিকার প্রদানে তিনি বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নারী মুক্তি এবং নারী স্বাধীনতার জন্য তিনি নিরবেদিত প্রাণ।

পরিশেষে বলা যায়, রাজা রামমোহন রায়ের সমাজচিন্তার এসব ইতিবাচক দিকের উপলক্ষ্য দেখা যায় বিবেকানন্দের চরিত্রে। তাই প্রশ়ংসন্ত উক্তি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জনাব আলী সম্প্রতি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর এক সাথে অনেক টাকা তার প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছে। এটাই তার বৃদ্ধি বয়সের নিরাপত্তা। অন্যদিকে কেরামত ৬৫ বছর বয়সে গ্রামে জেলা অপিস থেকে মাসিক ১০০০ টাকা পায়। যা তাকে সারা মাসের খরচ যোগাতে সাহায্য করে।

ন্যাপনাল আইজিও লেজেজ বিল্ডিং
চাকা। প্রশ্ন নং ৫।

ক. সমাজ সেবা কী? ১

খ. "দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়" — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন প্রত্যয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে— এর শ্রেণিবিভাগ লিখ। ৩

ঘ. সমাজ কর্মের সাথে উক্ত প্রত্যয়ের সম্পর্ক আলোচনা কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বাস্তবায়নকে সমাজসেবা বলা হয়।

খ দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়, কারণ দানশীলতার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দান ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সেবামূলক কার্যক্রম। একেতে দাতার উদ্দেশ্যই মুখ্য, গ্রহীতার প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রথা স্বাবলম্বন নীতিতে বিশ্বাসী নয়। ফলে এর মাধ্যমে মানুষের কর্মসূচী নষ্ট হয় এবং ব্যক্তি পরিনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এটি মানুষের সুপুর্ণ প্রতিভার বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিপন্থী।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের সামাজিক নিরাপত্তাকে নির্দেশ করা এবং তার বিষয় বা কর্মসূচি এর অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক নিরাপত্তা মূলত বিপর্যয়কালীন সময়ে মানুষকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে। আধুনিককালে ৩টি বিষয় বা কর্মসূচিকে সামাজিক নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো— সামাজিক বিমা, সামাজিক সাহায্য ও ব্রাহ্ম্য সমাজসেবা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আলী তার চাকরি সংগ্রহে প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক টাকা পেনশন পেয়েছেন এবং কেরামত বয়স্ক ভাতা হিসেবে মাসিক ১০০০ টাকা পান। যা উভয়ের জন্যই সামাজিক নিরাপত্তা হিসাবে কাজ করছে। এ ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৩ ধরনের কর্মসূচি লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে সামাজিক বিমা হচ্ছে বার্ধক্য, অক্ষমতা, পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থিতার সংবিধিবদ্ধ ঝুঁকি থেকে নাগরিকদের রক্ষা কর্মসূচি। আর বার্ধক্য সাহায্য, অন্ধ সাহায্য, পরিবারিক সাহায্য পরিকল্পনা প্রভৃতি সামাজিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক নিরাপত্তার অন্য একটি শ্রেণি সাস্থ্য ও সমাজসেবা, যা সমস্যাগ্রন্থ জনগণের কল্যাণে গৃহীত। বিভিন্ন প্রতিকার, প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব আলীর পেনশন প্রাপ্তি সামাজিক বিমা এবং কেরামতের বয়স্ক ভাতা সামাজিক সাহায্যের মধ্যে পড়ে। এ সব কার্যক্রম দেশের নাগরিকদের বৃদ্ধি বয়সের নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে।

ঘ সমাজকর্মের সাথে উক্ত প্রত্যয় অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তার নির্বাচিত সম্পর্ক বিদ্যমান।

সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রত্যয় দুটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজকর্ম আজ যে পেশাদার ভূমিকায় অবরীণ হয়েছে তা অনেকটাই সত্ত্ব হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের কারণে। মূলত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে সমাজকর্মের আধুনিকতার বীজ রোপিত। সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রায় এক ও অভিন্ন।

সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা। সমাজকর্ম যেমন মানুষের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানপূর্বক সুবী ও সম্মুখ সমাজ গড়ে তোলে তেমনি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণির মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণ ও উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করে সম্মুখ সমাজ গড়ে তোলা সত্ত্ব হয়।

উদ্দীপকের জনাব আলী ও কেরামত যথাক্রমে পেনশন ও বয়স্কভাবে প্রাপ্তির মাধ্যমে বৃদ্ধি বয়সে আর্থিক নিরাপত্তা পাচ্ছে। এটি উক্ত ব্যক্তিগত ও তাদের পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। সমাজকর্ম ব্যক্তি ও পরিবারকে এই অধিকার ও নিরাপত্তা লাভে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, একটি উন্নত সমাজ গঠনে সমাজকর্ম যে কল্যাণমূর্চি পদক্ষেপ গ্রহণ উন্মুক্ত হয় সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন কর্মসূচি সেই পদক্ষেপকে যথার্থভাবে বৃপ্যায়ন করে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ শীতকালীন ছুটিতে জনাব আসাদ সাহেবের ফেনী থেকে তার পরিবার নিয়ে কঞ্চিত বেড়াতে গিয়ে 'সিগাল' নামে একটি হোটেলের দুটি কক্ষ ভাড়া নেন। যেখানে অর্ধের বিনিময়ে ইচ্ছা অনুযায়ী যতদিন থাকতে চাইবে ততদিন থাকা যায়। আর জনাব মুসলিম সাহেবও একই সাথে কঞ্চিত বেড়াতে গিয়ে তার বন্ধুর বাসায় তিনি দিন থাকেন। আসার সময় আসাদ সাহেব ও মুসলিম সাহেবের পরিবার একই সাথে বাসযোগে ঢাকা চলে আসেন।

ফেনী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৪।

ক. ওয়াক্ফ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আসাদ সাহেবের 'সিগাল হোটেল' সন্তান সমাজকর্মের কোন সংস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আসাদ সাহেব ও মুসলিম সাহেবের কঞ্চিত বাসায়ে অবস্থানের দিক দুটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ওয়াক্ফ' শব্দের অর্থ হলো আটক।

খ সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে রাষ্ট্র প্রদত্ত আর্থের ব্যবস্থাকে বোঝায়।

মূলত দ্রুত পরিবর্তনশীল ও শিল্পায়িত সমাজব্যবস্থায় অসুস্থিতা, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, উপার্জন অক্ষমতা, পেশাগত দুর্ঘটনা, মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য বিপদাপদের কারণে অসুবিধাগ্রন্থ জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত আর্থিক বা অন্যভাবে সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমই হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ।

ঘ উদ্দীপকে আসাদ সাহেবের সিগাল হোটেল সন্তান সমাজকর্মের সরাইখানাকে নির্দেশ করে।

সাধারণ অর্থে 'সরাইখানা' হচ্ছে বিশ্বামগার। সরাইখানা রাস্তার পাশে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্র যেখানে ক্লান্ত পথিক, পীর, ফরিদ, দরবেশ, পর্যটক প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের বিনামূল্যে ও নিরাপদে বিশ্বাম, খাদ্য, পানীয় সরবরাহ ও চিকিৎসা প্রদান করা হতো। সরকারি উদ্যোগে এটি চালানো হতো।

আধুনিককালে সরাইখানার অস্তিত্ব নেই। তবে প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করে সরাইখানার মতো বিভিন্ন সেবাধীন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে। যেমন পর্যটকদের জন্য আবাসিক হোটেল, রেস্ট হাউস, সাকিট হাউস প্রভৃতি। তবে সরাইখানায় বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকলে বর্তমানে সরাইখানা ধারণা থেকে উন্নত প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে। এগুলোতে অর্থের বিনিময়ে যতদিন ইচ্ছা থাকা যায়। উদ্দীপকের আসাদ সাহেবের কঞ্চিত বেড়াতে গিয়ে পরিবারসহ সিগাল হোটেলের কক্ষ ভাড়া করে থেকেছেন। এতে অর্থের বিনিময়ে যতদিন

খুণি থাকা যায়। এ ধরনের হোটেল সনাতন সরাইখানা ধারণা থেকে উভ্যত হয়েছে। তাই বলা যায়, আসাদ সাহেবের সিগাল হোটেল সনাতন সরাইখানাকে নির্দেশ করছে।

ম. উদ্দীপকের আসাদ সাহেবের অবস্থান সনাতন সমাজকর্মের সরাইখানা বা বর্তমান হোটেল ব্যবস্থা এবং মুসলিম সাহেবের অবস্থান চিরায়ত প্রথা বন্ধু ও আঙীয় স্বজনদের বাড়িতে অবস্থানকে নির্দেশ করেছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে পরিশ্রান্ত পথিক ও পর্যটকদের আশ্রয়ের জন্য সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্র সরাইখানা নামে পরিচিত ছিল। তবে আধুনিককালে এ ধারণা পরিবর্তিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য আবাসিক হোটেল, রেস্ট হাউস, সাকিট হাউস প্রভৃতি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যাতে অর্ধের বিনিময়ে অবস্থান করা যায়। আর সেই প্রাচীনকাল থেকেই বন্ধু বা আঙীয়-স্বজন, পরিচিত জনদের বাসায় রাতি যাপনের রীতি প্রচলিত রয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় রীতিনীতি, সংস্কৃতি, মানবিকতা, মূল্যবোধের চর্চা ও প্রয়োগ গতিশীল থাকে।

উদ্দীপকের আসাদ সাহেবের হোটেলে অবস্থান অর্থাৎ পর্যটক হিসাবে সুবিধা গ্রহণ ব্যবসাকে নির্দেশ করে। কিন্তু মুসলিম সাহেবের বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান রীতিনীতি, সামাজিক সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধনকে নির্দেশ করে। বর্তমান আবাসিক হোটেল, রেস্ট হাউস এক ধরনের বাণিজিক প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে যা নির্দিষ্ট অর্ধের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে। কিন্তু বন্ধুর বাসা, আঙীয়-স্বজন বা পরিচিতজনদের বাসায় অবস্থানের ক্ষেত্রে কোনো আর্থিক সম্পর্ক নেই বরং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হওয়া একটি উপায় এটি। হোটেল কমী বা ব্যবস্থাপনার আর্থিক সম্পর্কটাই মুখ্য। কিন্তু আঙীয়-স্বজনদের বাড়িতে অবস্থানে মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। উদ্দীপকের আসাদ সাহেবে ও মুসলিম সাহেবের যথাক্রমে আবাসিক হোটেলে ও বন্ধুর বাড়িতে অবস্থানের ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলোই ঘটেছে।

সুতরাং বলা যায়, আবাসিক হোটেল, রেস্ট হাউজ, সাকিট হাউসের মতো ব্যবসায়িক আবাসন ব্যবস্থার চেয়ে বন্ধু বা আঙীয় স্বজনের বাড়িতে অবস্থান উত্তম, যা সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ কবি মুকুল্দ দাশের স্বদেশি আন্দোলন এ দেশের জাতীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিত্তাধারাও সমাজজীবনে নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। তেমনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এদেশের স্বাধীনতা এনেছিল, যা সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে।

/কল্পনার সরকারি কলকাতা/ পৃষ্ঠা ৮/

ক. সমাজ সংস্কারের সংজ্ঞা দাও।

তখন সেই প্রথা ও সংস্কারকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন— সতীদাহ প্রথা। এ প্রথায় স্বামীর চিতায় জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হত। এ কুপ্রথা এমন ডয়াবহ আকার ধারণ করে যা দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাই দেখা যায় যে, কুপ্রথা ও কুসংস্কার সমাজসংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠার একটি মুখ্য কারণ।

খ. সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠার একটি কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিত্তাধারার প্রভাবে

সৃষ্টি নবজাগরণ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের কোন উপাদানের প্রভাব? বিশ্লেষণ করো।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাস অথবা বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বা যেকোনো প্রত্যাশিত পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রম।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

খ. সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠার একটি কারণ হলো কুপ্রথা ও কুসংস্কার।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সমাজসংস্কার একটি ক্রমিক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সমাজে বিদ্যমান কুপ্রথা ও কুসংস্কার যখন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ব্যাহত করে

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

গ. রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিত্তাধারার প্রভাবে

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

সৃষ্টি নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বহন করে।

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শুয়াকৃষ্ণ এর সাথে সব থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো দেবোত্তর।

খ. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে রাষ্ট্র প্রদত্ত আয়ের ব্যবস্থাকে বোঝায়।

দুটি পরিবর্তনশীল ও শিল্পায়িত সমাজব্যবস্থায় অসুস্থিতা, বেকারত, দরিদ্রতা, উপার্জন অক্ষমতা, পেশাগত দুঃটিনা, মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য বিপদাপদের কারণে অসুবিধাগ্রন্থ জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত আর্থিক বা অন্যভাবে সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমই হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ।

গ. উদ্দীপকে যতীন দাসের সাথে রাধিকা দাসের বিয়ের ঘটনা সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

সাধারণত বিবাহিত নারীর স্বামী যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে যতীন কোনো পুরুষের সাথে ঐ নারীর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হওয়াকে বিধবা বিবাহ বলা হয়ে থাকে। তৎকালীন ভারতীয় সমাজে কোনো কারণে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেহেতু সে সময় বাল্যবিবাহ চালু ছিল সেহেতু অন্ন বয়স্ক নারী বিধবা হলে তাকে আজীবন বৈধব্য নিয়ে থাকতে হতো। তারা পিতা বা ভাইদের সংসারে অথবা শশুর বাড়ি বা অন্য কোথাও অন্যের গলগ্রহ হয়ে মানবেতর জীবনে বাধ্য হতো। নারীদের এ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও অসহায়ত্ব ঈশ্বরচন্দ্রকে বিধবা বিবাহ প্রচলনে উন্মুক্ত করে।

উদ্দীপকে রাধিকার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর দরিদ্র বাবার বাড়িতে ফিরে এলো। বিধবা রাধিকার আবার তার বাবা-মা বিয়ে দিল যতীন দাসের সাথে- যাকে আমরা বিধবা বিবাহ বলে বিবেচনা করি। আর এই বিধবা বিবাহের প্রচলন সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে।

ঘ. অষ্টাদশ শতকে যেহেতু বিধবা বিবাহের প্রচলন ঘটেনি সেহেতু রাধিকা দাসকে অবশ্যম্ভাবী মানবেতর জীবন যাপন করতে হতো।

তৎকালীন ভারতীয় সমাজে কোনো কারণে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেহেতু সময় বাল্যবিবাহও চালু ছিল সেহেতু অন্ন বয়স্ক নারী বিধবা হলে তাকে আজীবন বৈধব্য নিয়ে থাকতে হতো। তারা পিতা বা ভাইদের সংসারে অথবা শশুর বাড়ি বা অন্য কোথাও অন্যের গলগ্রহ হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতো। তারা অনেক সময় নানাবিধি পাপাচার ও অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হয়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করত। জীবন ও জীবিকার তাপিদে তারা পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হতো।

উদ্দীপকে রাধিকা দাস যদি অষ্টাদশ শতকে জন্ম নিতেন তাহলে রাধিকা দাসকে অন্যান্য বিধবা নারীদের ঘরে তাকেও পতিতাবৃত্তি গ্রহণসহ মানবেতর জীবন-যাপন করতে হতো।

পরিশেষে বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে বিধবা নারীদের অবস্থা ছিল করুণ। তারা অন্যের গলগ্রহ হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতো।

প্রার্থনা ► ৪৭ শিক্ষা জীবন শেষে অনেক চেষ্টা করেও মারুফ কর্মসংস্থানের কোনো সত্ত্বেও জনক ব্যবস্থা করতে না পেরে বেশ হতাশ হয়ে পড়ল। অবশেষে ভাগ্যাবেষণে একদিন সে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমালো। সংগৃহে কঠোর পরিশ্রম করে পাঁচ বছর পর যখন সে দেশে ফিরলো তখন সে মেটামুটি সম্পদশালী ব্যক্তি। মারুফের গ্রামের ইমাম সাহেব বললেন যে, মারুফের সম্পদে গরিবের হক রয়েছে। তাই প্রতি বছরই তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাহর নির্দেশিত শ্রেণির মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য।

ক. দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণকারী কী নামে পরিচিত? ১

খ. বায়তুল মাল কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে মারুফের সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া কোন অর্থ ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উত্তর অর্থ ব্যবস্থাটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী" — বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণকারী সেবায়েত নামে পরিচিত।

খ. 'বায়তুল মাল' হলো রাষ্ট্রীয় কোষাগার। 'বায়তুল মাল' একটি আরবি শব্দ- যার অর্থ হলো সম্পদের ঘর। বায়তুল মাল বলতে ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা তহবিলকে বোঝায়। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে জনকল্যাণের জন্য গঠিত রাষ্ট্রীয় সাধারণ তহবিলকে বায়তুল মাল নামে অভিহিত করা হয়।

গ. উদ্দীপকে মারুফের সম্পদ বিলিয়ে দেওয়াল-ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত যাকাতকে নির্দেশ করে।

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর কোনো ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) অর্থ একবছর ধারত সঞ্চিত থাকলে তার নির্দিষ্ট অংশ আলাহর নির্ধারিত পথে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করাই হলো যাকাত। যাকাতের নিসাব হলো সাড়ে সাত তোলা বৰ্ণ বা সাড়ে বায়ান তোলা বৃপ্ত বা সময়মূল্যের সম্পদ। যাকাত বছরে একবার দেওয়া হয়। এটি সঞ্চিত সম্পদের আড়াই শতাংশ হিসাবে দরিদ্রদের দান করা হয়। এটি ধনীদের ওপর গরিবদের অধিকার।

উদ্দীপকের মারুফ যেহেতু সম্পদশালী সেহেতু তার সম্পদের ওপর গরিবের হক রয়েছে। তাই প্রতি বছর তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাহর নির্দেশিত শ্রেণির মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াটা মারুফের কর্তব্য। এতে বোকা যায়, মারুফের সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যাকাতকে ইঙ্গিত করছে।

ঘ. উত্তর ইসলামি অর্থব্যবস্থাটি অর্থাৎ যাকাতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

যাকাত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাপ্তসম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুবিধ ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এতে সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় লোকদের মধ্যে কুক্ষিগত হতে পারে না। তাছাড়া যাকাতের মাধ্যমে সমাজের ব্রহ্মল জনগণের আয়ের একটি অংশ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করার ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হয়। সমাজের কল্যাণ করতে হলে প্রথমে দরকার অর্থনৈতিকভাবে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। যাকাত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করে থাকে। আবার যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। যাকাত সম্পদের সুস্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে। যাকাত সম্পদশালী ব্যক্তিদের জন্য প্রদেয় ফরজ কাজ। যাকাত ষেমন একটি অর্থনৈতিক কর তেমনি এটি একটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। অন্যদিকে যাকাত সমাজের দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণে সম্পদশালী মুসলমানদের কী ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে তা শুধু নির্ধারণই করে না বরং তা পালনে তাদেরকে বাধ্য করে। দায়িত্ববোধ জাপিয়ে তোলার মাধ্যমে যাকাত মানুষের নৈতিক উন্নয়ন সাধনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মারুফ সম্পদশালী হওয়ার পর প্রতিবছর সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কাজটি যাকাতকে নির্দেশ করছে যা সমাজের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অর্থব্যবস্থা অর্থাৎ যাকাত সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়: সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়

★★ সমাজকল্যাণের ধারণা, সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. প্রাক-শির যুগের অর্থকেন্দ্রিক সমস্যার সাথে বর্তমানে কোনটি যুক্ত হয়েছে? [জ্ঞান]
 - (ক) মানসিক সমস্যা
 - (খ) অধীনেতৃত্ব সমস্যা
 - (গ) রাজনৈতিক সমস্যা
 - (ঘ) পেশা নির্বাচনের সমস্যাক
২. আধুনিক সমাজকল্যাণ বিকাশের পটভূমি হলো— [অনুধাবন]
 - (ক) সামাজিক সমস্যার গতি পরিবর্তন
 - (খ) সমাজকল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি
 - (গ) প্রযুক্তির ব্যবহার
 - (ঘ) সন্নাতন সমাজকর্মের দুর্বলতাক
৩. কীভাবে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্থতার সৃষ্টি হয়েছে? [অনুধাবন]
 - (ক) প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসের ফলে
 - (খ) বন্য জন্মের অভিমন্তের ভয় থেকে বাচার তাগিদে
 - (গ) সংঘবন্ধ জীবনযাপনের ফলে
 - (ঘ) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মাধ্যমেক
৪. কার সংজ্ঞায় মানুষের অন্তর্নিহিত সন্তার পূর্ণ বিকাশের সুস্পষ্টি উল্লেখ রয়েছে? [জ্ঞান]
 - (ক) Grace Coyle
 - (খ) James Midgley
 - (গ) Gertrude wilson
 - (ঘ) Walter A. Friedlanderক
৫. ক্রিস্টানান্তর কত সালে সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করেন? [জ্ঞান]
 - (ক) ১৯৬৩ সালে
 - (খ) ১৯৬২ সালে
 - (গ) ১৯৬১ সালে
 - (ঘ) ১৯৬০ সালেক
৬. ‘নিয়ত পরিবর্তনশীল মানব সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আদিম প্রকৃতির সামজিস্য বিধান না হবার ফলেই সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়’— সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন? [জ্ঞান]
 - (ক) রোনাল্ড সি ফেডারিকো
 - (খ) অগবর্ম
 - (গ) ওয়েন ভেসি
 - (ঘ) চার্লস জান্টক
৭. আধুনিক সমাজকল্যাণের অন্যতম গুরুতপূর্ণ লক্ষ্য কোনটি? [অনুধাবন]
 - (ক) মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ
 - (খ) কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি
 - (গ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি
 - (ঘ) আক্ষণিয়ত্বের অধিকার দানক

৮. মানুষের অন্তর্নিহিত সন্তা ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে কোনটি? [জ্ঞান]
 - (ক) সমাজ ব্যবস্থা
 - (খ) সমাজ কল্যাণ
 - (গ) সমাজ পরিকল্পনা
 - (ঘ) সামাজিক কার্যক্রমখ
৯. জনাব আরিফ প্রতিষ্ঠিত ‘আলোময় গ্রাম’ নামক সংগঠনটি সমাজের সকল শ্রেণির কল্যাণ সাধন করার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটির ধরনগত দিক কোনটি? [ওয়েব]
 - (ক) সেবামূলক
 - (খ) ধর্মীয়
 - (গ) সাংস্কৃতিক
 - (ঘ) বেচাপ্রণোদিতক
১০. পূর্ব সিন্ধান্ত অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে বাস্তুত পরিবর্তন আনয়নে মানুষকে সচেতন করে তোলে কোনটি? [জ্ঞান]
 - (ক) সন্নাতন সমাজকল্যাণ
 - (খ) আধুনিক সমাজকল্যাণ
 - (গ) বেচাসেবী সমাজকল্যাণ
 - (ঘ) অপেশাদার সমাজকল্যাণখ
১১. আধুনিক সমাজকর্ম অপরাধ ও বিশেষ অপরাধ নিরসনে কোন ব্যবস্থাকে আধিক গুরুত্ব দান করে থাকে?/উচ্চা হাই সুরক্ষা এজ কলেজ, চট্টগ্রাম
 - (ক) সংশোধনমূলক
 - (খ) প্রতিরোধমূলক
 - (গ) প্রতিরক্ষামূলক
 - (ঘ) শাস্তির মাধ্যমেক
১২. প্রাক-শিরযুগে মানুষ আর্তমানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করত— [অনুধাবন]
 - i. মানবিকতাবোধে উদ্বৃদ্ধ হয়ে
 - ii. প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে
 - iii. ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iiiখ
১৩. James Midgley-এর মতানুযায়ী সমাজকল্যাণ প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে প্রয়োজন হবে— [অনুধাবন]
 - i. বৰ্ণাত্মক বিশ্লেষণ
 - ii. বাস্তব পরিমাপযোগ্যতা
 - iii. গুণাত্মক বিশ্লেষণ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iiiঘ
১৪. সমাজকল্যাণকে System হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ— [অনুধাবন]
 - i. এটি সুসংগঠিতভাবে সেবা প্রদান করে
 - ii. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেবা দান করে
 - iii. প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবা প্রদান করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iiiঘ

১৫. আধুনিক সমাজকল্যাণ প্রগতিশীল তথা বাস্তবমূখ্য দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে— [অনুধাবন]
- কুসংস্কার দর্শ করে
 - ধর্মীয় পৌরভাষ্য পরিহার করে
 - অদৃষ্টবাদিতা পরিহার করে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii, iii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii (ঞ)
- নিচের উদ্দীপকটি পঞ্জো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- সমাজকল্যাণের প্রথম ক্লাসে সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন মানব স্যার। আলোচনাকালে তিনি একজন মনীষীর নাম উল্লেখ করেন। যার সংজ্ঞায় আধুনিক সমাজকল্যাণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
১৬. উদ্দীপকে মানব স্যার কোন মনীষীর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করেন? [প্রয়োগ]
- (ক) ফ্রিডল্যান্ডার (খ) জেমস মিজলে
- (গ) ওয়েন ডেসি (ঘ) চার্লস জান্টু (ঞ)
১৭. উদ্দীপকে যে মনীষী সম্পর্কে বলা হয়েছে তার সংজ্ঞায় সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য ইওয়া উচিত ব্যক্তি ও দলের— [উচ্চতর সক্ষতা]
- সত্ত্বেষজনক জীবন নিশ্চিত করা
 - উন্নত স্বাস্থ্যমান আর্জনে সহায়তা করা
 - সার্বিক কল্যাণের পথ উন্নততর করা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii, iii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii (ঞ)
- ★ প্রতিচ্ছবিগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, দানশীলতা
১৮. শতবিংশতাবে স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের কল্যাণে কোনো কিছু দান করার রীতিকে কী বলে? [জ্ঞান]
- (ক) দানশীলতা (খ) সদকা
- (গ) বায়তুল মাল (ঘ) সমাজসেবা (ঞ)
১৯. সমাজকল্যাণের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি কী? [জ্ঞান]
- (ক) প্রযুক্তিগত সহায়তা ও চিকিৎসাসেবা
- (খ) স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় মানবতার সেবা
- (গ) অন্ধবীনে অন্ধদান ও আর্তের সেবা
- (ঘ) মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তি (ঞ)
২০. সনাতন সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি কোনটি? [সংজ্ঞাবৰ্ণনা-২০১৩]
- (ক) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (খ) ধর্ম ও মানবতাবোধ
- (গ) পরোপকারিতা ও সহযোগিতা
- (ঘ) শান্তি ও জনকল্যাণমূখ্যতা (ঞ)
২১. অন্ধবীনে অন্ধ দান, আর্তের সেবা করা, দানশীলতা এগুলো কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [ব্যবিধিপূর্ণ প্রয়োগ]
- (ক) আধুনিক সমাজকর্ম (খ) সনাতন সমাজকর্ম (ঞ)

২২. (ক) ধর্মীয় মূল্যবোধ (খ) সাংগঠনিক কার্যাবলি (ঞ)
- সমাজকল্যাণের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি কী? [ব্যবিধিপূর্ণ প্রয়োগ]
- (ক) প্রযুক্তিগত সহায়তা ও চিকিৎসা সেবা
- (খ) স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় মানবতার সেবা
- (গ) অন্ধবীনদের অন্ধদান ও আর্তের সেবা
- (ঘ) মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তি (ঞ)
২৩. সমাজের পঞ্চাংগদ, দুর্মৃত ও অসহায় শ্রেণির কল্যাণে সাহায্য করা কোনটির মূল লক্ষ্য? [অনুধাবন]
- (ক) দানশীলতার (খ) বায়তুল মালের
- (গ) সরাইখনার (ঘ) ধর্মগোলার (ঞ)
২৪. দানশীলতা নির্ভরশীল—[অনুধাবন]
- ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর
 - ব্যক্তির সামর্থ্যের ওপর
 - ব্যক্তির মূল্যবোধের ওপর
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii, iii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii (ঞ)
- ★ সদকা
২৫. বাধ্যতামূলক সদকার উৎস কয়টি? [জ্ঞান]
- (ক) একটি (খ) দুইটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি (ঞ)
২৬. উক্তম ও মিষ্টি 'কথা' বলা 'সদকা' সহিত বুঝারী হ্যাদিসের কত নং এ বর্ণিত আছে? [জ্ঞান]
- (ক) ২৯৮৬ (খ) ২৯৮৭ (গ) ২৯৮৮ (ঘ) ২৯৮৯ ন (ঞ)
২৭. প্রাচীক সদকা প্রদানের ফলে—[অনুধাবন]
- মানুষের লঘু পাপ মোচন হয়
 - অধিক সম্পত্তির অধিকারী ইওয়া যায়
 - পাপ মোচন হওয়ার আশায় মুসলমানরা সদকা প্রদানে উৎসাহী হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii, iii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii (ঞ)
- নিচের উদ্দীপকটি পঞ্জো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- মাজিদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। যাত্রাপথে মসজিদ কিংবা হাসপাতাল নির্মাণে সাহায্য চাওয়া হয়। তিনি অকাতরে সামর্থ্য অন্ধবীন দান করেন।
২৮. উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত দান প্রথাটির নাম কী? [প্রয়োগ]
- (ক) বায়তুল মাল (খ) সদকা
- (গ) ওয়াকফ (ঘ) যাকাত (ঞ)
২৯. উক্ত প্রথা — [উচ্চতর সক্ষতা]
- ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল
 - হেজ্জাপ্রণোদিত ইবাদত
 - ধনী-দরিদ্র উভয় কর্তৃক পালিত হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i, ii, iii (খ) ii, iii (গ) i, ii, iii (ঘ) i, ii, iii (ঞ)

★★ যাকাত

৩০. ইসলামি অধনীতির ভাষায় কত তোলা স্বর্ণের যাকাত দেওয়া বাধ্যতামূলক? [জ্ঞান]
- (ক) $\frac{5}{2}$ (খ) $\frac{6}{2}$ (গ) $\frac{7}{2}$ (ঘ) $\frac{8}{2}$ ১
৩১. ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর কত পরিমাণ যাকাত দিতে হয়? [চিন্তাপূর্ণ সরকারি মহিলা কর্মসূচি]
- (ক) $52\frac{1}{2}$ ভাগ (খ) $7\frac{1}{2}$ ভাগ
(গ) $1\frac{1}{2}$ ভাগ (ঘ) $2\frac{1}{2}$ ভাগ ১
৩২. ৬০টি গুরু ধাকলে কয়টি বাছুর যাকাত হিসেবে দিতে হবে? [জ্ঞান]
- (ক) একটি (খ) দুটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি ১
৩৩. প্রাকৃতিক সেচের মাধ্যমে ফসল ফললে তার কত ভাগ যাকাত দান ফরজ? [জ্ঞান]
- (ক) $\frac{1}{5}$ (খ) $\frac{1}{10}$ (গ) $\frac{1}{15}$ (ঘ) $\frac{1}{20}$ ১
৩৪. যাকাত প্রদানে অবীকারকারীকে কে 'মুরতাদ' বলে গণ্য করেছেন? [জ্ঞান]
- (ক) ইমাম আবু হানিফা (র.)
(খ) হ্যারত আবু বকর সিন্দিক (রা.)
(গ) হ্যারত উমর (রা.) (ঘ) মহানবি (স.) ১
৩৫. যাকাত ধনীদের ওপর ফরজ কেন? [অনুধাবন]
- (ক) সামাজিক বাধ্যবাধকতার জন্য
(খ) সম্পদে গরিবদের অধিকার আছে বলে
(গ) সম্পদ পরিত্র করার জন্য
(ঘ) সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য ১
৩৬. কুরআনের আয়াতে যাকাত প্রাপকদেরকে কর্য শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে? [জ্ঞান]
- (ক) পাঁচ (খ) ছয় (গ) সাত (ঘ) আট ১
৩৭. কোন খলিফার খাসনামলে আরব রাষ্ট্রে যাকাত প্রাপ্ত করার মতো কোনো দরিদ্র ব্যক্তি হিল না? [জ্ঞান]
- (ক) ওমর বিন আব্দুল আজিজ
(খ) হারুন-অর-রশিদ (গ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
(ঘ) ওমর ফারুক ১
৩৮. সম্পদের প্রয়োজন মূলত কীসের জন্য? / প্রয়োজন করে বলুন।
- (ক) ভোগ বিলাসের জন্য (খ) ব্যবসা করার জন্য
(গ) চাহিদা পূরণের জন্য (ঘ) শিক্ষার জন্য ১
৩৯. হ্যারত মুহাম্মদ (স.)-এর ঘোষণায় যাকাতের মাধ্যমে বজায় থাকে— [অনুধাবন]
- i. সামাজিক প্রগতি ii. সামাজিক সমন্বয়
iii. সামাজিক সংহতি
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii ১

৪০. $2\frac{1}{2}$ % (শতকরা আড়াই ভাগ) বা সমপরিমাণ মূল্য

যাকাত হিসেবে দান করতে হবে— /ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর/

i. $\frac{7}{2}$ তোলা স্বর্ণ জমা থাকলে

ii. $5\frac{1}{2}$ তোলা রৌপ্য জমা থাকলে

iii. স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ের পরিমাণ $5\frac{1}{2}$ তোলা

রৌপ্যের সমান হলে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii ১

৪১. সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব হলো— [চিন্তা মুক্তি]

i. দরিদ্র শ্রেণির কল্যাণে সম্পদশালীদের সচেতন করে তোলে

ii. সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার উত্তম পদ্ধতি

iii. অসংখ্য দরিদ্র শ্রেণিকে আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii ১

নিচের উদ্দীপকটি গড় এবং ৪২ ও ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাহমুদার প্রায় দশ তরি স্বর্ণ রয়েছে। তার স্বামী তাকে বলল এ স্বর্ণের ওপর গরিবদের হক রয়েছে। তাই স্বর্ণের দাম হিসাব করে টাকা দান করতে হবে। মাহমুদা রাজি না হলে তার স্বামী এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন।

৪২. উদ্দীপকে কেন ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? [শর্মণা]

(ক) বায়তুল মাল (খ) যাকাত

(গ) ওয়াকফ (ঘ) সদকা ১

৪৩. সমাজকল্যাণে উত্ত বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা যায়— [চিন্তা মুক্তি]

i. ব্যক্তির আঝোন্নয়ন ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়

ii. নৈতিক উন্নয়ন সাধন করে

iii. সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii ১

★ ধর্মগোলা, সরাইখানা ও দেবোত্তর

৪৪. কোন নীতির ওপর ভিত্তি করে ধর্মগোলার উত্তৰ? [জ্ঞান]

(ক) সুদহীন বাণিজ্যের মাধ্যমে কৃষকের মুক্তি

(খ) দুর্গত মানবকে অকাল মৃত্যুর হাতে থেকে রক্ষা

(গ) স্থানীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা

(ঘ) জাতীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা ১

৪৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খাদ্য সমস্যা ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়? [জ্ঞান]
 ① লঙ্ঘরখানা ② সরাইখানা
 ③ ধর্মগোলা ④ এতিমখানা ১
৪৬. কে গ্রান্ট ট্রাক রোডের পাশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হিন্দু-মুসলমানদের জন্যে পৃথক সরাইখানার ব্যবস্থা করেছিলেন? [জ্ঞান]
 ① ফিরোজ শাহ ② সম্বাট আশোক
 ③ শের শাহ ④ সিরাজ শাহ ১
৪৭. ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল— [অনুধাবন]
 i. স্থানীয় পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার লক্ষ্যে
 ii. কৃষকদের মধ্যে শস্য বিতরণ
 iii. স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্যাভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ১
৪৮. দেবোত্তর সম্পত্তি দান করতে দেখা যায়— [অনুধাবন]
 i. সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের
 ii. সাধেক হিন্দু জমিদারদের
 iii. হিন্দু মানবহিতৈষী ব্যক্তিগৰ্গকে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ১
- ★☆ বায়তুল মাল**
৪৯. বায়তুল মালের প্রধান উদ্দেশ্য কী? [জ্ঞান]
 ① সকলের মৌল চাহিদা নিশ্চিতকরণ
 ② রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখা
 ③ রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় নির্বাহ করা
 ④ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজ করা ১
৫০. কার আমলে প্রথম রাষ্ট্রের ধনসম্পদে আপামর জনগণের হিস্যা বীকার করে নেওয়া হয়? [জ্ঞান]
 ① হ্যরত আবু বকর (রা)
 ② হ্যরত অলী (রা)
 ③ হ্যরত ওসমান (রা)
 ④ হ্যরত ওমর (রা) ১
৫১. বায়তুল মালে জমাকৃত সম্পদের খাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত— [অনুধাবন]
 i. উত্তরাধিকারবিহীন ধনসম্পত্তি
 ii. অমসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত জিজিয়া কর
- iii. মানবহিতৈষী ব্যক্তিগৰ্গের বেচ্ছায় দানকৃত ধনসম্পদ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ১
- ★☆ ওয়াকুফ ও এতিমখানা**
৫২. কোনো মুসলমানের সম্পত্তি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে স্থায়ীভাবে দান করাকে ইসলামি পরিভাষায় কী বলে? [জ্ঞান]
 ① সদকা ② ওয়াকুফ
 ③ যাকাত ④ ধর্মগোলা ১
৫৩. ওয়াকফের শাস্তি অর্থ কী? /গ্রাজুল সিটি ইন্ডিজ সিল্ট/
 ① ঘর ② আগার ③ মাল ④ আটক ১
৫৪. কার মতে 'ওয়াকুফ' শব্দের অর্থ কোনো নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াকিফ? [জ্ঞান]
 ① ইমাম আবু ইউসুফের
 ② ইমাম মুহাম্মদের
 ③ ইমাম আবু হানিফা-এর (র)
 ④ ইমাম তিরমিয়ির ১
৫৫. খান বাথানুর ওয়াকুফ একেটি কেবায় অবস্থিত? [জ্ঞান]
 ① ঢাকায় ② চট্টগ্রামে
 ③ সিলেটে ④ খুলনায় ১
৫৬. ১৯৪৩ সালে তৎকালীন সরকার কয়টি এতিমখানা স্থাপন করেন? [জ্ঞান]
 ① ২টি ② ৩টি ③ ৪টি ④ ৫টি ১
৫৭. ওয়াকফের শর্ত হলো— [অনুধাবন]
 i. ওয়াকুফকারীকে সাবালক হতে হবে
 ii. ওয়াকুফের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হতে হবে
 iii. ওয়াকুফকারীকে সুস্থ মনের অধিকারী হতে হবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ১
৫৮. সমাজকল্যাণে ওয়াকফের গুরুত্ব হলো— [জ্ঞান দক্ষতা]
 i. বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে
 ii. সমাজের দুর্ঘ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করে
 iii. কেবলমাত্র ধনীদের কল্যাণ সাধন করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii ③ i ও iii ④ i, ii ও iii ১

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফিরোজ আহমেদ গত ৩০ বছর যাবৎ একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তার প্রতিষ্ঠানটি পরিত্যক্ত, অতিম ও দুর্স্থ পরিবারের শিশু ও কিশোরদের অশ্রয় ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এটি সন্তান সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫৯. উদ্দীপকে ফিরোজ সাহেব কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন? [গ্রন্থের]

- (ক) এতিমখানা
- (খ) ডে-কেয়ার সেন্টার
- (গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়
- (ঘ) কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র

৬০. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. শিশু-কিশোরদের অনুনিহিত ক্ষমতা বিকাশের জন্যে শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা
- ii. মেয়ে নিবাসীদের বিয়ে দিয়ে সাংসারিক জীবনে পুনর্বাসনে ব্যবস্থা করা
- iii. একদেয়োর্ম দূর করার জন্যে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঞ)

★ সমাজকর্ম ও সমাজসেবার সম্পর্ক

৬১. সমাজসেবার মূল লক্ষ্য কী? [অনুধাবন]

- (ক) মানুষকে সচেতন করা
- (খ) মানুষকে অধিনেতৃক সম্পদে পরিপূর্ণ করা
- (গ) মানুষকে সহায়তা করা
- (ঘ) মানুষকে আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া

৬২. আধুনিক পরিবর্তনশীল সমাজজীবনে সমাজকর্ম ও সমাজসেবার উচ্চৰ হয়েছে কীসের ওপর ভিত্তি করে? [অনুধাবন]

- (ক) মানুষের আনন্দ সুখের প্রেক্ষিতে
- (খ) মানুষের আর্থ-সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে
- (গ) মানুষের নানাবিধ ও বিচিত্র সমস্যার প্রেক্ষিতে
- (ঘ) মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে

৬৩. প্রাক-শিল্পযুগে সমাজসেবার চালিকাশক্তি ছিল— [জ্ঞান]

- (ক) ধর্মীয় অনুশাসন (খ) বিভিন্ন ট্যাবু
- (গ) আত্মবোধ (ঘ) সেনা শাসন

৬৪. সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবার মধ্যে সাদৃশ্য হলো উভয়টি— [অনুধাবন]

- i. মানবকল্যাণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপ্ত
- ii. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংগঠিত কার্যক্রম

iii. শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো
উন্নয়নে কর্মসূচি

নিচের কোনটি ঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঞ)

৬৫. সমাজকর্ম ও সমাজসেবার মূল লক্ষ্য হলো— [অনুধাবন]

- i. পশ্চাত্পদ ও দারিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
- ii. মানুষকে স্বাবলম্বী করা
- iii. কল্যাণরাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঞ)

★ সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

৬৬. সমাজকর্মের আধুনিকতার বীজ রোপিত রয়েছে কোন কর্মসূচির মাধ্যমে? [জ্ঞান]

- (ক) সমাজসেবা (খ) সামাজিক নিরাপত্তা
- (গ) সদকা (ঘ) দানশীলতা

৬৭. কোন কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়? [অনুধাবন]

- (ক) আকস্মিকভাবে উৎপন্ন বিপদের মোকাবিলায়
- (খ) সামাজিক উন্নয়নের অভিপ্রায়ে
- (গ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে
- (ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে

৬৮. কোনটি ব্যক্তি ও তার পরিবারের জন্য একটি অঙ্গীনেতৃক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বীকৃত? [জ্ঞান]

- (ক) সামাজিক নিরাপত্তা (খ) সামাজিক অনুষ্ঠান
- (গ) ধর্মীয় অনুষ্ঠান (ঘ) সামাজিক বীতিনীতি

৬৯. সামাজিক নিরাপত্তার দৃষ্টান্ত হলো— [অনুধাবন]

- (ক) বার্ধক্যের নির্ভরশীলতায় প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম
- (খ) শির দুঃটিনা ও বিকলাঙ্গতাজনিত অক্ষমতায় গ্রহীত প্রতিরোধ কর্মসূচি
- (গ) বেকারত্বজনিত অক্ষমতায় পুনর্বাসন কর্মসূচি
- (ঘ) অসম্ভবতাজনিত সেবা কার্যক্রম
(নোট: উচ্চ সবলগ্রন্থে)

৭০. কোন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সেবাগ্রহীতার আইনগত কোন অধিকার নেই? /সকল বেচ-২০১০/

- (ক) অবসর ভাতা (খ) জীবন বিমা
- (গ) সামাজিক সাহায্য (ঘ) কল্যাণ তহবিল

৭১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সৃষ্টি হয় কোন আইন দ্বারা? /গজীগুর সিটি কলেজে/

- (ক) ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন
- (খ) ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন
- (গ) ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্ট
- (ঘ) ১৯৮৫ সালের আইন দ্বারা

৭২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে যেসব বিষয়ের মিল
রয়েছে— [অনুধাবন]

- i. সমাজকর্ম
- ii. সামাজিক নিরাপত্তা
- iii. রাষ্ট্রবিজ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ সমাজকর্ম ও সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক

৭৩. সামাজিক পরিবর্তনের ফলে— [অনুধাবন]

- (ক) সামাজিক আইন, রীতিনীতি, মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়
- (খ) মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়
- (গ) সমাজে ধর্মী দরিদ্রের বৈশম্য বৃদ্ধি পায়
- (ঘ) সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়

৭৪. শহরায়ন পরিকল্পিত পরিবর্তন কেন? /প্রতি তেব
কলজ, চাকা/

- (ক) জীবনমান উন্নয়নের জন্য
- (খ) ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন ঘটায় বলে
- (গ) বাস্তিত পরিবর্তন আনয়ন করে বলে
- (ঘ) অবাস্তিত পরিবর্তন আনয়ন করে বলে

৭৫. সামাজিক পরিবর্তনকে আবশ্যিকীয় বিষয় হিসেবে
বিবেচনা করা হয়। কারণ, এটি ছাড়া— [অনুধাবন]

- i. কল্যাণ প্রত্যাশা করা যায় না
- ii. সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশের পরিবর্তন
সম্ভব নয়
- iii. সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★ সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

৭৬. সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম
পরিচালনা করে জনসমিতির জীবনমান উন্নয়নে
কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? [অনুধাবন]

- (ক) সমাজবিজ্ঞান (খ) সমাজকর্ম
- (গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ঘ) নৃবিজ্ঞান

৭৭. সামাজিক উন্নয়ন বলতে বোঝায়— /প্রত্যক্ষি পঞ্জিক
সোক্রাতিয়ান কলজ, চাকা/

- (ক) অপ্রত্যাশিত নেতৃত্বাচক পরিবর্তন
- (খ) বাস্তিত ইতিবাচক পরিবর্তন
- (গ) অপরিকল্পিত প্রাকৃতিক ও পরিবর্তন
- (ঘ) সামাজের এক ভর হতে অন্য ভরে বৃপ্তির

৭৮. সমাজকর্মী আবুল হোসেন কিছু কৌশল অবলম্বন ও
প্রয়োগ করে সামাজিক বাস্তিত পরিবর্তন আনয়নে

বেশ তৎপর। উদ্দীপকে বর্ণিত আবুল হাসেন
কীভাবে সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম
হবেন? [প্রয়োগ]

- (ক) সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সম্মত সাধনের মাধ্যমে
- (খ) সম্পদ ও সামর্থ্যের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে
- (গ) সম্পদ ও সামর্থ্যের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে
- (ঘ) সম্পদ ও সামর্থ্য পরিমাপের মাধ্যমে

(ক)

৭৯. সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে— [অনুধাবন]

- i. সামাজিক পরিবর্তন সাধন
- ii. সরকার কাঠামোর পরিবর্তন সাধন
- iii. কল্যাণমূল্যী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম

৮০. রেহানা তার স্বামীর নির্ধাতনে দিশেহারা। রেহানা
কী করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। এমন সময়
'ক' নামক একজন ব্যক্তি তাকে তার সমস্যা
সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেন এবং শেষ পর্যন্ত
তার সমস্যা সমাধান করে দেন। 'ক'-এর পরিচয়
হচ্ছে? [প্রয়োগ]

- (ক) সমাজকর্মী (খ) আইনজীবী
- (গ) প্রকৌশলী (ঘ) শিক্ষক

(ক)

৮১. কতকগুলো আদর্শ মূল্যবোধ ও রীতিনীতির সমষ্টি
মানুষের শৃঙ্খলাবন্ধ আচরণকে পরিচালিত করলে
তাকে কী বলে? [জান]

- (ক) সামাজিক পরিবর্তন (খ) সামাজিক উন্নয়ন
- (গ) সমাজ সেবা (ঘ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

(ঘ)

৮২. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
হলো— [অনুধাবন]

- i. সামাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা
- ii. সামাজের সংস্থতি বজায় রাখা
- iii. পরিবর্তনশীল সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ সামাজিক আন্দোলন, সমাজ সংস্কার

৮৩. সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রথা, প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি,
আইন, সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ— যা
সমাজের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত সেগুলো
অপসারণের জন্য জনগণের সুসংগঠিত ও সমর্থিত
শ্রেষ্ঠাকে কী বলে? [জান]

- (ক) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (খ) সামাজিক পরিবর্তন
- (গ) সামাজিক আন্দোলন (ঘ) সামাজিক রীতিনীত

(ঘ)

৪৮. 'সামাজিক আন্দোলন হলো অনেক মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা পূরণে আইন, সরকারের নীতি বা সামাজিক আদর্শ পরিবর্তনের একটি সমর্থিত প্রচেষ্টা'— সংজ্ঞাটির উৎস কী? [জ্ঞান] খ
 (৩) সমাজবিজ্ঞান অভিধান
 (৪) সমাজকর্ম অভিধান
 (৫) সমাজকল্যাণ অভিধান
 (৬) রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিধান
৪৯. সমাজ সংস্কার করা হয় কেন? /বেগম বনুজ্জেনা
সরকারি পরিবার চক্র/ খ
 (৩) উন্নত সমাজ গঠনের জন্য
 (৪) সমাজের দোষত্বটি অপসারণের জন্য
 (৫) সামাজিক আন্দোলনের জন্য
 (৬) সমাজসেবার জন্য
৫০. 'The Dictionary of Sociology' প্রস্থটিকে সম্পাদনা করেন? [জ্ঞান] ক
 (৩) হেনরি ফেয়ারচাইস্ট
 (৪) আর এম ম্যাকাইভার
 (৫) ড্রিউ এ ক্রিডল্যান্ডার
 (৬) জন লক
৫১. সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলার উপায় নিচের কোনটি? [জ্ঞান] ক
 (৩) সচেতনতা সৃষ্টি → জনমত গঠন → প্রশাসনিক কাঠামো গঠন
 (৪) জনমত সৃষ্টি → সংগঠন → সচেতনতা সৃষ্টি
 (৫) প্রশাসনিক কাঠামো গঠন → জনমত → সচেতনতা সৃষ্টি
 (৬) সামাজিক আন্দোলন → জনমত সৃষ্টি → সংগঠন
৫২. কোনটি সৃষ্টিতে সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আন্দোলন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে? [জ্ঞান] ক
 (৩) অর্থনৈতিক পরিবেশ (৪) সামাজিক পরিবেশ
 (৫) রাজনৈতিক পরিবেশ (৬) সংস্কৃতিক পরিবেশ
৫৩. সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থাকে—
[অনুধাবন] খ
 i. কল্যাণকর অবস্থায় নেওয়া যায়
 ii. মজলিজনক অবস্থায় নেওয়া যায়
 iii. উন্নতির পথে নেওয়া যায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (৩) i ও ii (৪) i ও iii (৫) ii ও iii (৬) i, ii ও iii
৫৪. সংস্কার অর্থ হচ্ছে— [অনুধাবন] খ
 i. সংশোধন ii. পরিবর্তন iii. স্থিতিশীল
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (৩) i ও ii (৪) i ও iii (৫) ii ও iii (৬) i, ii ও iii
৫৫. **★ কতিপয় সমাজ সংস্কার আন্দোলন, সতীদাহ প্রথা** খ
 ১১. কোন ধর্ম মতে, স্বামীর সাথে একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্বর্গবাসী হবে এবং পাতির পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের তিনি পুরুষ পাপমুক্ত হবে? [জ্ঞান]
 (৩) ইসলাম ধর্ম (৪) হিন্দু ধর্ম
 (৫) জৈন ধর্ম (৬) খ্রিস্ট ধর্ম
১২. কে সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য হিন্দু সমাজকে সচেতন ও সংঘবন্ধ করেছিল? [জ্ঞান]
 (৩) দীঘুরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (৪) রাজা রামমোহন রায়
 (৫) লর্ড বেনিংক লর্ড ডালহৌসি
১৩. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সমাদ' প্রস্থটি কার লেখা? [জ্ঞান]
 (৩) রাজা রামমোহন রায় (৪) দীঘুরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
 (৫) বেগম রোকেয়া (৬) বিকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৪. প্রবর্তক ও নিবর্তকের সমাদ' প্রস্থটি কত সালে
রচিত হয়? [জ্ঞান] ক
 (৩) ১৮১৮ সালে (৪) ১৮১৯ সালে
 (৫) ১৮২০ সালে (৬) ১৮২১ সালে
১৫. মুহসিন ট্রান্স্ট গঠন করা হয়— /সরকারি বরাহপত্ৰ অন্তর্ভুক্ত, মাসিকপত্ৰ/
 (৩) সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
 (৪) ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
 (৫) পরিব ও মেধাৰী ছাত্রদের শিক্ষালাভে
সহায়তার জন্য
 (৬) বাস্তীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
১৬. তেহকাত-উল-মুহাদিসীন গ্রন্থের রচয়িতা—
/মুজুবুর সরকারি কলেজ/
 i. দীঘুরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
 ii. রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর iii. রাজা রামমোহন রায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (৩) i (৪) ii (৫) iii (৬) i, ii ও iii
১৭. **★ হিন্দু বিধবা বিবাহ**
 দীঘুরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা বেনেসীর প্রতীকী
পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন? [অনুধাবন]
 (৩) সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য
 (৪) মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা
করার জন্য
 (৫) হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য
 (৬) উপগ্রহাদেশের রাজনৈতিক সংস্কারে ভূমিকা
রাখার জন্য

১৮. বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না
এতেবিষয়ক প্রস্তাব'—গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত
হয়? [জ্ঞান] ৩
 ① ১৮৫৪ ② ১৮৫৫
 ③ ১৮৫৬ ④ ১৮৫৭
১৯. 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন কে? [জ্ঞান]
 ① বৰীস্তুন্যথ ঠাকুর ② কাজী নজুবুল ইসলাম
 ③ রাজা রামমোহন রায় ④ সৈধরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ ৩
১০০. বিধবা বিবাহ আইন পাস হয় কোন সালে? /সকল
বেত্তা-১০১/ ৩
 ① ১৮২৯ ② ১৮৩৩ ③ ১৮৫৬ ④ ১৮৭০
১০১. বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের প্রধান
সংকর্ম— উক্তিটি কার? /জ্ঞানসূত্র ক্লাসিনফেট প্রদত্ত
স্কুল এ কলেজ পাইপার/ ৩
 ① সৈধরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ ② রাজা রামমোহন রায়
 ③ বামী বিবেকানন্দ ④ বিকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়
১০২. নিপা রানি পাল নামের একজন হিন্দু বিধবার
পুনরায় বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় কোন মনীষীর জন্য?
[বিদ্যুতিস্বাক্ষৰ মহিলা স্কুল এ প্রশ্নসমূহে] ৩
 ① রাজা রামমোহন রায় ② মহাজ্ঞা গান্ধী
 ③ নারায়ণ চন্দ্ৰ ④ সৈধরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ
১০৩. সৈধরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ কোন পত্রিকায় বাল্যবিবাহের
দোষ প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন? [জ্ঞান] ৩
 ① হিতকারী ② সর্বশুভকারী
 ③ সমাচার দপ্তর ④ মিহির
১০৪. সৈধরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ— [অনুধাবন]
 i. বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন
 ii. সভীদাহ প্রথা রোধ করেন
 iii. বহুবিবাহ রোধে সোচ্চার হন
নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ৩
১০৫. বিধবা বিবাহ প্রচলনের সময় তৎকালীন সমাজের
অবস্থা যে রূপক ছিল— [অনুধাবন]
 i. আশি বছরের বৃক্ষের সাথে নাবালিকার লিয়ে হতো
 ii. নারীরা স্বামীগুহে নিয়াতিত হতো
 iii. নারীদের স্বাধীনতা ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ৩
- ★★ নারী শিক্ষা আন্দোলন
১০৬. স্বামীর মৃত্যু কত বছর পর বেগম রোকেয়া আগলপুরে
'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা
করেন? [জ্ঞান] ৩
 ① ৫ বছর ② ১০ বছর
 ③ ১৫ বছর ④ ২০ বছর
১০৭. বেগম রোকেয়া কোন গ্রন্থটি অসমাঞ্ছ রেখে যান? [জ্ঞান] ৩
১০৮. ক
 ① নারীর অধিকার ② পদ্মরাগ
 ③ মতিচূর ④ অবরোধবাসিনী
১০৯. নারী জাগরণের শাখিত হাতিয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'
গ্রন্থের লেখক কে? /সকল বেত্তা-১০১/
 ① নওয়াব ফয়জুল্লেহ ② ভিকারুল্লেহ
 ③ বদরুল্লেহ ④ বেগম রোকেয়া ৩
১১০. কত সালে কলকাতায় আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন
অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান] ৩
 ① ১৯৩৬ ② ১৯৩৭ ③ ১৯৩৮ ④ ১৯৩৯
১১১. ভাগলপুরের সোমার পড়াশোনার প্রতি আদম্য
আকাঙ্ক্ষা সমাজপ্রতিদের বাধা-নিষেধকে উপেক্ষা
করে জয়ী হয়েছে। শিক্ষা তার অধিকার এ
মনোভাবই তাকে জয়ী করে তুলেছে। তার
মনোভাবে নিচের কোন মহীয়সীর চিত্তা প্রতিফলন
ঘটেছে? [গ্রন্থেণ]
 ① বেগম রোকেয়ার ② সোলিনা হোসেনের
 ③ জাহানারা ইমামের ④ সুফিয়া কামালের ৩
১১২. বেগম রোকেয়া 'মুসলিম মহিলা সমিতি' সংগঠনের
মাধ্যমে— [অনুধাবন]
 i. ধনী বালিকাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেন
 ii. বিধবা ও আশ্রয়হীনদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি
করে দেন
 iii. দৃষ্টি মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কৃতির
শিল্প স্থাপন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ৩
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নের
উত্তর দাও:
একাদশ শ্রেণির সমাজকর্মের ক্লাসে পড়াতে গিয়ে স্যার
বললেন, বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলনের
অগ্রদৃত ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রচেষ্টা এবং
সরকারি সাহায্যে ১৯২৯ সালে কলকাতায় মুসলিম মহিলা
ক্লিনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।
১১৩. অনুচ্ছেদে স্যার কার কথা উল্লেখ করেছেন? [গ্রন্থেণ]
 ① সোলিনা হোসেন ② বেগম রোকেয়া
 ③ নূরজাহান বেগম ④ সুফিয়া কামাল ৩
১১৪. উক্ত মহীয়সীর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো—
[উচ্চতর দক্ষতা]
 i. সাহিত্যকর্মে নারী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটান
 ii. মুসলমান নারীদের মূল্যবোধ পরিবর্তনের
চেষ্টা করেন
 iii. পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার মূলে কৃষ্ণারাঘাত
করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii ③ i, ii ও iii ④ i, ii ও iv ৩